শূদ্রকের

মৃচ্ছকটিক

মহারাজ শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিকম্" দৃশ্যকাব্যের সরল বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদ ও সম্পাদনা

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

ব্যাকরণ ও ভাষা বিচার

অজিত ভট্টাচার্য

কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ

প্রচ্ছদচিত্র নির্বাচন

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

অধ্যাপক মিউজিওলজি, অধ্যক্ষ

আশুতোষ সংগ্রহশালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চিরায়ত সাহিত্য

১৬এম্. ডোভার লেন

কলিকাতা-ঊনত্রিশ

চিরায়ত সাহিত্যের আর একখানি বই

কালিদাসের শকুন্তলা

অনুবাদ ও সম্পাদনা—শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

প্রকাশকের কথা

শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক" বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী করে মূল সংস্কৃত থেকে আধুনিক বাঙলা গদ্যে "মৃচ্ছকটিকের" অনুবাদ চিরায়ত সাহিত্যমালায় প্রকাশিত হল। চিরায়ত সাহিত্যের প্রকাশিত প্রথম বই 'কালিদাসের শকুন্তলা' পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচক মহলে সমাদৃত হয়েছে। আশা করি শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'ও অনুরূপ সমাদর পাবে।

শ্রীশক্রজিৎ দাশগুপ্ত (সত্তুবন্ধি) ও শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য (কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ) পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মূলের ভাব যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে সরল বাঙলায় এ অনুবাদ করেছেন। স্বদেশের প্রাচীন অথচ চিরায়তধর্মী সাহিত্য যাতে বাঙালী পরিবারের সহজলভ্য হয় তার জন্য তাঁদের আদর্শ ও প্রচেষ্টা একাগ্র। দেশবাসীর আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে —এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অত্যাচারীদের নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য দেশপ্রেমিকের লেখনী কখনও ক্ষান্ত হয়নি—হবেও না। সুস্থ সবল গণচেতনাকে আচ্ছন্ন করার জন্য একাধিকারীরা সাহিত্যের বাজার মুদ্রিত আবর্জনার পসরায় বোঝাই করতে চাচ্ছে। 'চিরায়ত সাহিত্যে'র সংগ্রাম তারই বিরুদ্ধে। বাধা অনেক। অর্থানুকুল্য তুলনায় নগণ্য। কিন্তু বাধা অতিক্রমণের দুঃসাহসেরও অন্ত নেই। আশা করি সহৃদয় দেশবাসী আমাদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করবেন এবং সহযোদ্ধার মত হাত বাড়িয়ে দেবেন।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' প্রকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের সমালোচনা ও অভিমত জানতে পারলে বাধিত থাকবো।

শূদ্রকের অমরস্মৃতির প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ অনুবাদ-গ্রন্থ দেশবাসীর হাতে তুলে দিলাম।

২রা অক্টোবর
১৯৫৯

বিনীত
প্রকাশক

ভূমিকা

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্য। দোষেগুণে ভরা সাধারণ লোকের চরিত্র নিয়ে সহজ সরল ভাষায় এক রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিতে এইরকম গতিশীল নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডারে আর আছে বলে আমার জানা নেই।

কালিদাসের শকুন্তলা বিশ্বসাহিত্যে সবচাইতে পরিচিত, সবচাইতে জনপ্রিয় সংস্কৃত নাটক। কিন্তু সে তুলনায় ভবভূতির পরিচিতি কিংবা জনপ্রিয়তা অনেক কম। হয়ত ভবভূতির রচনাশৈলীর গাম্ভীর্যই এর কারণ। কিন্তু ভবভূতির রচনার রস যিনি গ্রহণ করতে পারবেন তাঁর কাছে ভবভূতিকেও একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে মনে হবে। তবুও তিনি হয়ত ভবভূতিকে শ্রদ্ধা করবেন, পরম শ্রদ্ধার আসনে বসাবেন কিন্তু কালিদাসের মত ভালবাসতে পারবেন না। কালিদাসের ছন্দ, উপমা, অনবদ্য মাধুর্য, কালিদাসের কোমলতা রসিককে মোহাচ্ছন্ন করে, ভবভূতির বিরাটত্ব পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা-নম্র করে।

অথচ শূদ্রকের সঙ্গে তুলনায় কালিদাস আর ভবভূতির ভিতরে অমিলের চাইতে মিলই বেশী চোখে পড়ে।

শূদ্রক যেন আমাদের ঘরের লোক। তাঁর নাটকে পাত্রপাত্রী সবাই আমাদের পরিচিত। তাঁরা কেউই মূর্তিমান নীতিশাস্ত্র নন কিংবা আদর্শের অবতার নন কিন্তু দোষেগুণে মেশানো সাধারণ মানুষ। তাছাড়া আমাদের অভিভূত করে শূদ্রকের নাটকের গতি। আর নাটকীয় ঘটনা বিন্যাস।

কিন্তু এই মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা কে? কে এই রাজা শূদ্রক? এ নিয়ে আজও গবেষণার শেষ নেই। এ সম্পর্কে তিনটি মত সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত।

প্রথম হল শূদ্রক বলে একজন রাজা এই নাটক লিখেছিলেন। তাহলে এই রাজা শূদ্রক কে? সাহিত্যে, পুরাণে, ইতিহাসে আমরা কয়েকজন শূদ্রকের উল্লেখ পাই।

স্কন্দ পুরাণে অন্ধ্ররাজ শূদ্রকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসে শিমুক

বলে একজন রাজার উল্লেখ আছে। তিনি অশোকের পর খৃষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে রাজত্ব করেছিলেন। অন্ধ্ররাজ শূদ্রক আর রাজা শিমুক বোধহয় অভিন্ন।

হর্ষচরিতে আর কাদম্বরীতে আমরা মহারাজ শূদ্রকের উল্লেখ পাই।

কল্হনের রাজতরঙ্গিনীতেও একজন রাজা শূদ্রক আছেন।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও একজন রাজা শূদ্রকের উল্লেখ আছে।

এছাড়া নানা শতাব্দীতে নানা লেখায় রাজা শূদ্রকের নাম পাওয়া যায়।

এখন এত শূদ্রকের ভিতরে কে মৃচ্ছকটিকের লেখক? সে প্রশ্নের আজও কোন মীমাংসা হয়নি।

মৃচ্ছকটিকের লেখক সম্পর্কে দ্বিতীয়মত হল শূদ্রক ছাড়া অন্য কোন কবি মৃচ্ছকটিক লিখে শূদ্রকের নামে প্রচার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম ব্যাপার অনেক হয়েছে। আমাদের প্রাচীন কবিরা নিজের নাম প্রচারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না।

এই মতের সমর্থনেও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। যেমন শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে মৃচ্ছকটিকের শ্লোক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে কবির নাম আছে ভর্তৃমেন্থ আর বিক্রমাদিত্য। এ বইটি চতুর্দশ শতাব্দীর বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের সংখ্যাগুরু অংশের ধারণা মৃচ্ছকটিক ভাসের চারুদত্ত নাটকের পরিবর্তিত রূপ। ভাসের চারুদত্ত নাটকের প্রথম চার অঙ্ক পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোন কোন বইয়ে নবম অঙ্কের উল্লেখ আছে।

এ সবের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের তুলনা করলে মৃচ্ছকটিককে মৌলিক রচনা বলে মেনে নেয়া শক্ত। বরং ভাস-এর চারুদত্ত নাটকের পরিবর্তিত রূপ বলেই সন্দেহ হয়।

কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় এই পরবর্তিত রূপের স্রষ্টা কে?

সে প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি।

কবি নির্ণয়েই যখন এই সমস্যা তখন কাল নির্ণয়ের সমস্যা নিশ্চয়ই আরও কঠিন।

ভাস অশ্বঘোষের পরে আর কালিদাসের আগে জন্মেছিলেন এ মত প্রায় সবাই মানেন। তাহলে ভাসের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর ভিতরে।

শূদ্রকের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় প্রথম থেকে অষ্টম শতাব্দীর ভিতরে কোন এক সময়। এর চাইতে নিশ্চিত ভাবে কাল নির্ণয় সম্ভবপর নয়।

মৃচ্ছকটিকের আখ্যান ভাগ কাল্পনিক। নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মৃচ্ছকটিক প্রকরণ শ্রেণীতে পড়ে। প্রকরণের উপাখ্যান কবিকল্পনা হয়।

কিন্তু রাজা পালক বলে একজন ঐতিহাসিক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতমহাসেনের ছেলে রাজা পালকও অবন্তীরাজ হয়েছিলেন। এঁর আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। এই পালক আর মৃচ্ছকটিকের রাজা পালক কি অভিন্ন? এসম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মৃচ্ছকটিকের ঘটনা ক্ষেত্র উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনীর কিছু পরিচয় বোধ হয় অবান্তর হবে না।

গোয়ালিয়রের আধুনিক উজ্জয়িনীর কাছেই ঐতিহাসিক উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

শিপ্রা নদীর তীরে এই উজ্জয়িনীর উল্লেখ ইতিহাসে বোধ হয় আমরা অবন্তীরাজদের রাজধানী হিসাবে প্রথম পাই। বুদ্ধের ঠিক পরবর্তী যুগে অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎমহাসেন মগধ-কৌশাম্বী জয় করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিলেন। উজ্জয়িনী সেই সময় প্রদ্যোৎমহাসেনের রাজধানী।

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার শাসন কেন্দ্র হিসাবে উজ্জয়িনীর উল্লেখ পাই।

উজ্জয়িনী গুপ্তসম্রাটদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। মহাকবি কালিদাস এই গুপ্তবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। কালিদাসের মেঘদূতে উজ্জয়িনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উজ্জয়িনী সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল।

১৩০৫ সালে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিনের সেনাপতি আইন উল্‌মুল্‌ক মুলতানী উজ্জয়িনীর রাজা হরানন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৩০৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর আলাউদ্দিনের সেনাপতির হাতে উজ্জয়িনী বিধ্বস্ত হয়।

তারপর আর উজ্জয়িনীর পূর্ব গৌরব ফিরে আসেনি।

নাটক পড়ে মনে হয়, নাটকের ঘটনাকাল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস।

এ অনুবাদে কালিদাসের শকুন্তলা অনুবাদের রীতিই অনুসরণ করেছি। তাইতে তার ভূমিকা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃত করছি।

"ভাষান্তরিত করলে যে কোন কাব্যেরই রূপরসের পরিবর্তন হয়। অক্ষম হাতে পড়লে রসের হানিও ঘটে। তাইতে যে কোন অনুবাদেই রূপরসের

পরিবর্তন খানিকটা হয়েছে বলে ধরে নেয়া উচিত। এ অনুবাদ তার ব্যতিক্রম নয়। বরং অনুবাদকদের তালিকায় এই অনুবাদক সবচাইতে নিকৃষ্ট হওয়ায় রসের হানি যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ভরসা এই, কবির কাব্যরসের বিরাট-ভাণ্ডারের হানি হতে হতেও অনেকটাই থাকবে।

"তা ছাড়া আত্মসমর্থনের কতকগুলো যুক্তিও আমাদের আছে।

"আমরা আধুনিক চলিত বাংলাকেই অনুবাদের মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছি। এতে শুধু পাঠকদের সুবিধা হবে তাই নয়, যদি কেউ এই নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন তাঁদেরও সুবিধা হবে।

"যদি মূল থেকে কিছুমাত্র বেশি না থাকে একটুও কম না থাকে আর যদি প্রমাণ অসিদ্ধ কোন ভাষান্তরণ না থাকে তাহলেই তাকে অনুবাদ বলা উচিত বলে অনুবাদকের ধারণা। এই অনুবাদে যতদূর সম্ভব সেই নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করেছি।

"তবে বাংলা ভাষার গঠনরীতি, প্রকাশ রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে অন্যরকম। সেইজন্যে অনেকক্ষেত্রে অনুবাদকে বিচ্যুতি বলে মনে হতে পারে। যেমন অনেক জায়গায় একটি সমাসবদ্ধশব্দবহুল বাক্যকে ভেঙে একাধিক বাক্যে অনুবাদ করা হয়েছে। বড় বাক্যকে ভেঙে একাধিক ছোটবাক্য করা হয়েছে। অনেক জায়গায় মূলের বাচ্য অনুবাদে পরিবর্তিত হয়েছে। মূলের বাক্যালঙ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদে ব্যবহার করা হয় নি। অথচ অনেক জায়গায় বাংলা অনুবাদে জোর দেবার জন্যে কিংবা অর্থ স্পষ্ট করার জন্যে মূলে বাক্যালঙ্কারের উপস্থিতির সুযোগ নেয়া হয়েছে।

"কিন্তু এ সবই করা হয়েছে বাংলা বাক্যের গঠনরীতি, প্রকাশরীতির জন্যে। এ ছাড়া যদি কোথাও কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকে তাহলে সহৃদয় পাঠকরা দেখিয়ে দিলে বাধিত হব।

"অনুবাদে আমরা বাংলা ভাষার পুরো শব্দ সম্ভারেরই সুযোগ নিয়েছি, অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশজ, বিদেশী সব শব্দই ব্যবহার করেছি।

"মূল বইটার খানিকটা গদ্যে আর খানিকটা শ্লোকে লেখা, অনুবাদে কিন্তু কেবল গদ্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

"কবির ছন্দের সমস্ত রস ছন্দনির্ভর বাংলায় আনা আমার সম্ভব মনে হয়নি। অথচ সেই চেষ্টা করতে গেলে মূলের অর্থের সঙ্গে অনুবাদের অসঙ্গতি বেড়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাইতে কবির ছন্দ আর ধ্বনির ঐশ্বর্য এই অনুবাদে নেই।

"তবে মূলের শ্লোকাংশ এই অনুবাদে ছোট ছোট পঙ্‌ক্তিতে ছাপা হয়েছে। তাইতে পাঠক অনুবাদের কোন্‌ অংশ শ্লোকের অনুবাদ তা বুঝতে পারবেন।

"তাছাড়া কিছু সংখ্যক শ্লোক মূল সংস্কৃত ভাষায় পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে। এই শ্লোকউদ্ধৃতি অঙ্ক অনুক্রমে সাজানো। সুতরাং রসিক পাঠক হয়ত খানিকটা রস পেতেও পারেন। মূল বইটি সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষায় লেখা। এই অনুবাদে কিন্তু আধুনিক কথ্য বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা হয় নি। তবে গ্রন্থারম্ভের আগে পাত্র-পাত্রীর পরিচয় যেখানে দেয়া হয়েছে সেখানে কে কোন্‌ ভাষায় কথা বলেছে তা দেয়া আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হয়ত এতে কিছু সুবিধা হতে পারে।

"পাঠকের অসুবিধা হবার ভয়ে মূল অনুবাদ পাদটীকা কলঙ্কিত করা হয় নি। অনুবাদে পারিভাষিক শব্দ প্রায় সবই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে পরিশিষ্টের টীকা অধ্যায়ে কিছু পারিভাষিক শব্দের সংক্ষিপ্ত টীকা দেয়া আছে।"

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে টীকা সংক্ষিপ্ত করতে হল। তবে, তার জন্যে পাঠকের রসগ্রহণে কোন অসুবিধা হবেনা বলে মনে হয়।

আমি পণ্ডিত কিংবা সাহিত্যবিদ্‌ নই। শ্রীঅজিত ভট্টাচার্যের সাহায্যে সাধারণ পাঠকদের জন্যে এই অনুবাদ উপস্থিত করেছি। এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করা সুধীসমাজের পক্ষে সহজ নয়। তবুও তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁরা জানেন আরও ভাল অনুবাদ প্রচলিত হলেই স্বাভাবিক নিয়মে এ অনুবাদ অচল হবে। আশাকরি সেই ভরসায় তাঁরা আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করতে পারবেন। ইতি—

মহালয়া, ১৩৬৬

বিনীত

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

নাটকের পাত্রপাত্রী

পুরুষ

যাঁরা সংস্কৃতে কথা বলেছেন

সূত্রধার—প্রধান নট—(আংশিক প্রাকৃতভাষী)

চারুদত্ত—উজ্জয়িনীর সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ।

শর্বিলক—দুর্ধর্ষ ব্রাহ্মণ যুবক। প্রথমে চোর পরে রাষ্ট্রবিপ্লবের একজন নেতা

বন্ধুলরা—বসন্তসেনার বাড়ীর পিতৃপরিচয়হীন কয়েকটি পুরুষ।

বসন্তসেনার সহচর বিট—শিক্ষিত লম্পট।

বিট—শকারের সহচর।

দর্দুরক—ভূতপূর্ব পাশাখেলোয়াড়।

আর্যক—গোয়ালার ছেলে। ভাবী রাজা।

অধিকরণিক—বিচারপতি।

নেপথ্য ঘোষক।

যাঁরা প্রাকৃতে কথা বলেছেন।

মৈত্রেয়—চারুদত্তের বিদূষক ও বন্ধু।

শকার—রাজার অবৈধ স্ত্রীর ভাই।

বর্ধমানক—চারুদত্তের চাকর।

সংবাহক—প্রথমে চারুদত্তের গা মালিশ করত। তারপর পাশা খেলোয়াড়, শেষে বৌদ্ধভিক্ষু

মাথুর— পাশার সভাধ্যক্ষ।

একজন পাশা খেলোয়াড়

কর্ণপূরক—বসন্তসেনার চাকর

স্থাবরক—শকারের চাকর।

বসন্তসেনার গাড়োয়ান।

রোহসেন—বালক, চারুদত্তের ছেলে।

বীরক—রাজা পালকের প্রধান সেনাপতি।

চন্দনক—রাজা পালকের সেনাপতি।

দৃষ্টিহীনতা রোগমুক্ত হয়ে, ছেলেকে রাজা দেখে,
মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, একশ বছর
দশ দিন বাঁচার পরে শূদ্রক আগুনে প্রবেশ করেন।

আর—

রাজা শূদ্রক ছিলেন প্রমাদশূন্য, শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ,
তপস্বী আর যুদ্ধে উৎসাহী। তিনি বিপক্ষের
হাতীদের সাথে বাহুযুদ্ধ করতে ভালবাসতেন।

তাঁর লেখা এই নাটকে—

অবন্তীপুরীর ব্রাহ্মণ বণিক গরীব যুবক চারুদত্ত,
তার গুণের জন্যে যে তাকে ভালবাসে সেই
বসন্তের শোভার মত গণিকা বসন্তসেনা; তাদের
নির্মল ভালবাসার উৎসব, নীতির প্রচার, ব্যবহারের
(মোকর্দমার) দোষ, দুষ্টের চরিত্র, অদৃষ্ট, এই সব
নিয়ে রাজা শূদ্রক লিখেছেন।

(ঘুরে দেখে) আহা, আমাদের এই গানের ঘর শূন্য। অভিনেতারা কোথায় গেল। (ভেবে) ও বুঝতে পেরেছি।—

যার সন্তান নেই তার ঘর শূন্য। যার ভাল বন্ধু
নেই তার ঘর চিরকাল শূন্য। মূর্খের সব দিক
শূন্য। গরীবের সব শূন্য।

আমি গানও করেছি। অনেকক্ষণ এই গান করে প্রচণ্ড সূর্যের তাপে, শুকনো পদ্মবীজের মত আমার চোখের তারা ঘুরছে, খিদেয় আমার চোখ খট্ খট্ করছে। তা হলে এখন গিন্নীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি, সকালের খাবার কিছু আছে, না নেই। শুনুন, আমি এখন কাজের আর নিয়মের জন্যে প্রাকৃত ভাষা সুরু করি। হায়, হায়—শুনুন, অনেকক্ষণ গান করে খিদেয় শুকনো পদ্মের নালের মত আমার হাত-পা মিইয়ে গিয়েছে। তাইতে বাড়ী যেয়ে খোঁজ করি, গিন্নী কিছু তৈরী করে রেখেছে নাকি।—(যেয়ে দেখে) এই আমাদের বাড়ী, তাহলে ভিতরে যাই। (ভিতরে যেয়ে

দেখে) আশ্চর্য, আমাদের বাড়ীতে কি অন্যকোন ব্যাপার আছে ? চাল ধোয়া জল রাস্তায় এসে পড়ছে। কড়াইয়ের কালি লেগে, কাল তিলকপরা মেয়ের মত মেঝে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। মিষ্টি গন্ধে খিদে যেন বেড়েছে। আমাকে আরও কষ্ট দিচ্ছে। তাহলে কি আগেকার কোন টাকাকড়ি পাওয়া গিয়েছে ? নাকি আমি খিদের জ্বালায় পৃথিবীটাকেই অন্নময় দেখছি ? সকালের খাবারই আমাদের বাড়ীতে নেই, খিদেয় আমার প্রাণ যায়। এখানে সবই নতুন ব্যাপার চলছে। একজন হলুদ বাটছে, একজন মালা গাঁথছে। (ভেবে) এ কি ? বেশ, গিন্নীকে ডেকে আসল কথাটা জেনে নি। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যা, একবার এদিকে।।

নটী—(ঢুকে) আর্য, এই যে আমি।

সূত্রধার—আর্যা, তোমার শুভাগমন ত ?

নটী—আর্য, বল কি করতে হবে।

সূত্রধার—আর্যা, অনেকক্ষণ গান করে শুকনো পদ্মের নালের মত আমার হাত-পা মিইয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ীতে কিছু খাবার আছে নাকি ?

নটী—আর্য, সবই আছে।

সূত্রধার—কি কি আছে ?

নটী—তা যেমন গুড়, ভাত, ঘি, দই, চাল—আর্যের যা যা ভাল লাগে সবই আছে। তোমাকে দেবতারা এইরকম আশীর্বাদ করুন।

সূত্রধার—কি ? আমাদের বাড়ীতে সবই আছে ? না ঠাট্টা করছ ?

নটী—(স্বগত) ঠাট্টা করছি। (প্রকাশ্যে) আর্য, দোকানে আছে।

সূত্রধার—(রেগে) আঃ অনার্য, এইভাবে তোরও আশা ভেঙে যাবে। অভাবে পড়বি। তুই আমাকে ডাংগুলির গুলির মত দূরে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছিস।

নটী—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আর্য—আমি ঠাট্টা করেছি।

সূত্রধার—তাহলে আবার নতুন এ কি ব্যাপার হচ্ছে ? একজন হলুদ

পিষছে, একজন মালা গাঁথছে আর এই মেঝেও পাঁচ রঙের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

নটী—আর্য, একটা উপোস নিয়েছি।

সূত্রধার—এ উপোসের নাম কি?

নটী—এর নাম অভিরূপপতি।

সূত্রধার—আর্যা, ইহ লৌকিক না পারলৌকিক?

নটী—আর্য, পারলৌকিক।

সূত্রধার—(রেগে) দেখুন, দেখুন মশাইরা, আমারই খাবার খরচা করে, পরলোকের স্বামী খুঁজছে।

নটী—প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও আর্য। তুমিই আমার জন্মান্তরের স্বামী হবে।

সূত্রধার—এ উপোস করতে তোমাকে কে বলেছে?

নটী—আর্যেরই প্রিয়বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ।

সূত্রধার—(রেগে) আঃ, দাসীর ছেলে চূর্ণবৃদ্ধ। কবে যে দেখব, রাজা পালক তোকে নতুন বৌয়ের সুগন্ধি চুল-এর মত কেটে-ফেলছেন।

নটী—প্রসন্ন হও আর্য, এই উপোসে আর্যেরই পরলোকে ফল হবে। (এই বলে পায়ে পড়ে)

সূত্রধার—আর্যা ওঠ। বল, এই উপোসে কাকে দিয়ে কাজ হবে?

নটী—আমাদের মত লোকের উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করে।

সূত্রধার—তাহলে তুমি যাও আর্যা, আমিও আমাদের মত লোকের উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করি।

নটী—আর্যের যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

সূত্রধার—(ঘুরে) আশ্চর্য, এত সমৃদ্ধ এই উজ্জয়িনীতে আমি এখন আমাদের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কোথায় খুঁজি? (দেখে) এই যে চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয় এ দিকেই আসছেন। বেশ, জিজ্ঞাসা করি।—আর্য মৈত্রেয়, আমাদের বাড়ীতে খাবেন। এগিয়ে আসুন।

নেপথ্যে—শুনুন, আপনি অন্য বামুন খুঁজুন, আমি এখন ব্যস্ত আছি।

সূত্রধার—আর্য, খাবার তৈরী। কোন বাধা নেই। তাছাড়া কিছু দক্ষিণাও আপনি পাবেন।

নেপথ্যে—শুনুন, প্রথমেই যখন আপনাকে না বলেছি তখন পদে পদে আমাকে অনুরোধ করার এ আগ্রহ আপনার কেন?

সূত্রধার—ইনি ত রাজি হলেন না. বেশ, অন্য ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করি।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

(প্রস্তাবনা সমাপ্ত)

মৈত্রেয়—(চাদর হাতে প্রবেশ করে) শুনুন আপনি, অন্য বামুন খুঁজুন. আমি এখন ব্যস্ত আছি। নাকি, আমি মৈত্রেয় আমাকেও পরের নেমন্তন্ন খেতে হবে। হায়রে অবস্থা, তুমি লোককে লঘু করে দাও। যে আমি মাননীয় চারুদত্তের যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখন দিনরাত যত্ন করে রান্না করা মিষ্টি গন্ধ মিঠাই খেয়েছি, ভিতরের চকমিলানো বাড়ীর দরজায় বসে চার পাশে নানারকম খাবার নিয়ে চিত্রকরের মত আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সরিয়ে রেখেছি, নগরের উঠোনের ষাঁড়ের মত জাবর কেটেছি, সেই আমি এখন চারুদত্ত গরীব বলে বাড়ীর পায়রার মত যেখানে সেখানে চরে বেড়িয়ে থাকবার জন্যে এখানে আসি। আর্য চারুদত্তের প্রিয়বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ জাতিফুলে সুগন্ধি এই চাদর পাঠিয়েছেন। আর্য চারুদত্তের পূজো শেষ হলে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আর্য চারুদত্তের সাথে দেখা করি। (যেয়ে দেখে) এই যে চারুদত্ত পূজো শেষ করে গৃহদেবতাদের উপহার দিতে দিতে এদিকেই আসছে।

(যে রকম বলা হল সেইভাবে চারুদত্ত আর রদনিকার প্রবেশ)

চারুদত্ত—(উপরে তাকিয়ে দুঃখের সাথে নিঃশ্বাস ফেলে)—

আমার বাড়ীর সামনে যেখানে নৈবেদ্য ফেললে
তখুনি হাঁস আর সারস খেয়ে ফেলত, সেখানেই
এখন তৃণের অঙ্কুর হয়েছে। পোকাদের মুখ
থেকে আধখাওয়া কুশ ঝরে পড়ছে।

বিদূষক—এই যে আর্য চারুদত্ত। কাছে যাই এখন। (কাছে যেয়ে) মঙ্গল হোক তোমার, উন্নতি হোক।

চারুদত্ত—এই যে সব সময়ের বন্ধু মৈত্রেয় এসেছে। বন্ধু স্বাগত, বোস।

বিদূষক—তোমার যা আদেশ। (বসে) বন্ধু, তোমার বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ জাতিফুলে সুগন্ধি এই চাদর পাঠিয়েছে। বলেছে "আর্য চারুদত্তের দেবপূজো হলে তুমি পৌঁছে দেবে।" (দেয়)

চারুদত্ত—(নিয়ে ভাবতে থাকে)

বিদূষক—শোন, এ কি ভাবছ?

চারুদত্ত—বন্ধু,—

ঘন অন্ধকারের পরে আলো দেখার মত, দুঃখের পরে সুখ শোভা পায়। সুখের পরে যে লোক গরীব হয়ে যায় সে মরে যেয়ে সশরীরে বেঁচে থাকে।

বিদূষক—বন্ধু, মরে যাওয়া আর গরীব হয়ে যাওয়ার ভিতরে কোনটা তোমার পছন্দ?

চারুদত্ত—বন্ধু,—

গরীব হয়ে যাওয়া আর মরে যাওয়ার ভিতরে মরে যাওয়াই আমার পছন্দ, গরীব হয়ে যাওয়া নয়। মরণে দুঃখ অল্প। দারিদ্র্যের দুঃখের শেষ নেই।

বিদূষক—বন্ধু, দুঃখ করোনা, বন্ধুদের দেয়া সম্পদ আর স্বর্গে খেয়ে ফেলার পর অবশিষ্ট প্রতিপদের চাঁদ, ক্ষয় হয়ে গেলে আরও সুন্দর।

চারুদত্ত—বন্ধু, আমার দুঃখ অর্থের জন্যে নয়। দেখ—

উড়ে বেড়ানো মৌমাছিরা যেমন সময় গেলে ঘন মদজলের রেখা শুকোলে হাতীর গাল ছেড়ে চলে যায়, তেমনি যে অর্থ কমে গিয়েছে বলে অতিথিরা আমার বাড়ী ত্যাগ করেছে এতেই আমার দুঃখ।

বিদূষক—এই দুদিনের ধনসম্পত্তি। জঙ্গলের বোলতা দেখে ভয়

পাওয়া গয়লার ছেলেদের মত যেখানে যেখানে না খায় সেখানে সেখানেই যায়।

চারুদত্ত—বন্ধু,—

সত্যিই অর্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে আমার চিন্তা নয়। অর্থ, ভাগ্যেই আসে যায়। কিন্তু অর্থ না থাকলে যে মানুষের বন্ধুত্বও শিথিল হয়ে যায় তাইতেই আমার দুঃখ।

তাছাড়া—

দারিদ্র্য থেকে লজ্জা আসে, লজ্জা পেলে তেজ চলে যায়। তেজ না থাকলে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। নিগ্রহ থেকে আত্মগ্লানি আসে, আত্মগ্লানি থেকে শোক হয়, শোকাচ্ছন্ন হলে বুদ্ধি চলে যায়, বুদ্ধি না থাকলে সব শেষ হয়ে যায়। দারিদ্র্যই সব বিপদের মূল।

বিদূষক—বন্ধু, সেই দুদিনের অর্থের কথা ভেবে শোক করোনা।

চারুদত্ত—বন্ধু,—

পুরুষের দুশ্চিন্তা, পরের কাছে নিগ্রহ, অন্যরকম শত্রুতা, বন্ধুদের নিন্দা, আত্মীয়দের বিদ্বেষ, সবেরই কারণ দারিদ্র্য। বনে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু স্ত্রীর নিগ্রহের প্রশ্ন। মনের ভিতরের দুঃখের আগুন পুড়িয়ে ফেলে না কিন্তু তপ্ত করে।

তা হলে বন্ধু, আমি গৃহদেবতাদের পূজোর উপহার দিয়েছি, যাও, তুমিও চৌরাস্তায় মাতৃদেবতাদের পূজোর উপহার দাও।

বিদূষক—যাব না।

চারুদত্ত—কেন?

বিদূষক—যদি এরকম পূজো করেও দেবতারা তোমার উপরে খুশি না হন তা হলে দেবতাদের পুজো করে কি লাভ?

চারুদত্ত—বন্ধু না, এরকম বলো না। গৃহস্থের এ দৈনন্দিন কর্তব্য।—

কায়মনোবাক্যে পূজো করলে আর উপহার দিলে
শান্ত লোক্দের উপরে দেবতারা সব সময়ই খুশি
থাকবেন, বিচার করে লাভ কি ?

তাহলে যাও, মাতৃদেবতাদের পূজোর উপহার দিয়ে এস।

বিদূষক—শোন, যাব না। অন্য কাউকে পাঠাও। আয়নার ছায়ায় যে রকম ডানদিকটা বাঁদিক আর বাঁ দিকটা ডান দিক হয়, সেই রকম বামুন আমি। আমার সবই উল্টো হয়। তা ছাড়াও এই সন্ধ্যাবেলায় রাজপথে বেশ্যা, বিট, চাকর আর রাজার প্রিয় পাত্ররা ঘুরে বেড়ায়। সেই জন্যে ব্যাঙ খেকো কালসাপের মুখে ইঁদুরের মত আমি এখন মারা পড়ব। তুমি এখানে বসে কি করবে ?

চারুদত্ত—বেশ। তুমি থাক, আমি সন্ধ্যাপূজো শেষ করি।

নেপথ্যে—থাম বসন্তসেনা, থাম।

(তারপর বসন্তসেনা আর পিছনে পিছনে বিট, শকার আর চাকরের প্রবেশ)

বিট—বসন্তসেনা, থাম থাম।—

তুমি কেন ভয় পেয়ে কোমলতা ছেড়ে নৃত্যনিপুণ
পা দুটো ফেলছ ? ব্যাধ অনুসৃত হরিণের মত
উদ্বিগ্ন চঞ্চলভাবে তাকাতে তাকাতে কেন চলেছ ?

শকার—থাম বসন্তসেনা, থাম।—

কেন পড়তে পড়তে দৌড়ে পালাচ্ছ ? প্রসন্ন
হও মেয়ে, মরে যাবে না, একটু থাম। জ্বলন্ত
কয়লার ভিতরে মাংসের টুকরোর মত আমার
মন বেচারা কামের আগুনে পুড়ছে।

চাকর—বেশ্যা, থাম থাম।—

তুমি আমার দিদি, গ্রীষ্মকালের ময়ূরীর মত পাখা
সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে ভয় পেয়ে পালাচ্ছ। মনিব
আমার রাজা, বনের মুরগীর ছানার মত পিছন
পিছন দৌড়চ্ছেন।

বিট—বসন্তসেনা, থাম থাম।—

লাল কাপড়ের আঁচল বাতাসে উড়িয়ে, কচি কলাগাছের মত কাঁপতে কাঁপতে কেন যাচ্ছ? শাবল দিয়ে মনঃশিলার গুহা খোঁড়ার মত লাল পদ্মের কুঁড়ি ফেলতে ফেলতে চলেছ।

শকার—থাম বসন্তসেনা, থাম।—

আমার ভালবাসা বাড়িয়ে দিয়ে, প্রেম বাড়িয়ে দিয়ে, কাম বাড়িয়ে দিয়ে, রাত্রে বিছানায় আমার ঘুম নষ্ট করে দিয়ে, ভয় পেয়ে পড়তে পড়তে পালাচ্ছ। কুন্তী যেরকম রাবণের বশ হয়ে গিয়েছিল, সেই রকম তুমিও আমার বশে এসে গিয়েছ।

বিট—বসন্তসেনা,—

তুমি কেন পায় পায় আমার পাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ? গরুড়ের ভয়ে সাপের মত চলেছ। তাড়াতাড়ি করলে আমি বাতাসকেও হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সুতনু, তোমার উপরে অত্যাচার করার চেষ্টা আমি করছি না।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত—

এ বেশ্যাবাড়ির বউ, চোরেদের কামের জ্বালা মেটায়, মাছ খায়, নাচে, এর কোন আশা নেই। এ কুল নষ্ট করে, বশ মানে না, এ কামের পেটিবা, ভাল পোষাকের আধার, বেশ্যাবাড়ীর মেয়ে, বেশ্যাদের মেয়ে। ওর এই দশ নাম করলাম। এখনও আমাকে ভালবাসছে না?

বিট—

কানের কুণ্ডল দুলতে দুলতে গালে ঘসা খাচ্ছে। ওস্তাদের নখের ঘা খাওয়া বীণার মত,—মেঘের

ডাকে ভয় পাওয়া সারসীর মত, ভয় পেয়ে পালাচ্ছ কেন ?

শকার—

গয়নাগুলোর ঝন ঝন শব্দ করতে করতে কেন রামের ভয়ে দ্রৌপদীর মত পালাচ্ছ ? বিশ্বাবসুর বোন সুভদ্রাকে হনুমান যেরকম হরণ করেছিল আমিও তোমাকে এখুনি সেই রকম হরণ করব।

চাকর—

রাজার বন্ধুর সাথে প্রেম কর, তাহলে মাছ-মাংস খেতে পারবে। এঁর দেয়া মাছ-মাংস পায় বলে কুকুররা মড়া খায় না।

বিট—ওগো বসন্তসেনা,—

তুমি কোমরে নক্ষত্রখচিত মেখলা পরেছ, মুখে মনঃশিলার গুঁড়ো বেটে মেখেছ। ব্যস্ত হয়ে কেন নগরদেবতার মত অদ্ভুতভাবে চলেছ ?

শকার—

বনে শেয়ালনীর পিছনে পিছনে যেরকম কুকুররা দৌড়োয়, আমরাও সেই রকম তোমার পিছন পিছন ভীষণ ভাবে দৌড়োচ্ছি। তুমি বড় তাড়াতাড়ি, বড় জোরে, বড় বেগে, আমার মনের বৃন্ত শুদ্ধ তুলে নিয়ে পালাচ্ছ।

বসন্তসেনা—পল্লবক, পল্লবক, পরভৃতিকা, পরভৃতিকা।

শকার—(ভয়ে ভয়ে) পণ্ডিত, পণ্ডিত—মানুষ, মানুষ।

বিট—ভয় নেই, ভয় নেই।

বসন্তসেনা—মাধবিকা, মাধবিকা।

বিট—(হেসে)—মুর্খ, নিজের লোকজন খুঁজছে।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত মেয়েলোক খুঁজছে !

বিট—তা ছাড়া কি ?

শকার—একশ মেয়েলোক মারতে পারি। আমি বীর।

বসন্তসেনা—(শূন্য দেখে) হায়, হায়—নিজের লোকরাও হারিয়ে গিয়েছে। এখন নিজেরই নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

বিট—খোঁজ খোঁজ।

শকার—বসন্তসেনা, ডাক ডাক, পরভৃতিকা, পল্লবক কিংবা সমস্ত বসন্তমাসকে ডাক। আমি অভিসারে চলেছি, তোমাকে কে রক্ষা করবে ?—

কি ভীমসেন ? জমদগ্নির ছেলে ? কুন্তীর ছেলে ?
দশানন ? এই আমি দুঃশাসনের মত চুল ধরছি।

দেখ, দেখ—

ধারাল তরোয়াল, তোমারও মাথা আছে। মাথা
কেটে ফেলব, না হয় মেরে ফেলব। তুমি
এরকম পালিও না, যে মুমূর্ষু সে বাঁচে না।

বসন্তসেনা—আর্য, আমি অবলা।

বিট—সেই জন্যেই ধরছি।

শকার—সেই জন্যেই মেরে ফেলছি না।

বসন্তসেনা—(স্বগত) এদের অনুনয়েও ভয় হয়। বেশ এই করি। (প্রকাশ্যে) আমার কাছে কি গয়না খুঁজছেন ?

বিট—ও কথা বলো না তুমি বসন্তসেনা। বাগানের লতা ফুল ছেড়া সয়না, তেমনি গয়নার কোন দরকার নেই।

বসন্তসেনা—তাহলে এখন কি ?

শকার—আমি দেবপুরুষ, মানুষ, আমি বাসুদেব। আমাকে ভালবাসতে হবে।

বসন্তসেনা—(রেগে) শান্ত হোন, শান্ত হোন, দূর হোন। অনার্যের মত কথা বলবেন না।

শকার—(হাত তালি দিয়ে হেসে) পণ্ডিত, পণ্ডিত দেখ। এই বেশ্যার মেয়ে কিন্তু মনে মনে ভালবাসে, সেই জন্যে আমাকে বলছে "এস তুমি শ্রান্ত, তুমি ক্লান্ত। আমি অন্য গ্রামেও যাইনি, অন্য

নগরেও যাইনি।" বেশ্যা, নিজের গা আর পণ্ডিতের মাথার দিব্যি।
তোমারই পিছন পিছন দৌড়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

বিট—(স্বগত) হায়রে, বলেছে শান্ত আর মূর্খটা বুঝেছে শ্রান্ত (প্রকাশ্যে) বসন্তসেনা, তোমার কথা যারা বেশ্যা বাড়ী থাকে তাদের উল্টো। দেখ, ভেবে দেখ।—

বেশ্যাবাড়ীতে থাকলে যুবকরাই সহায় হয়।
পথের লতার মত তুমি বেশ্যা তাও ভেবো।
তোমার দেহ ত' কেনা-বেচার জিনিস, টাকায়
কেনা যায়। ভদ্রে, সুপ্রিয় আর অপ্রিয়
সবারই সমানভাবে সেবা কর।

তা'ছাড়া—

দীঘিতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণও স্নান করে আবার
ছোট জাত মূর্খও স্নান করে। যে ফুলের
লতাকে আগে ময়ূর নুইয়েছে, তাকেই কাকও
নোয়ায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এরা যে
নৌকোয় পার হয়, তাতেই অন্য জাতও পার
হয়। দীঘির মত, নৌকোর মত, লতার মত
তুমি বেশ্যা। সবার সেবা কর।

বসন্তসেনা—গুণেই ভালবাসা আসে, গায়ের জোরে আসে না।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত, এই জন্মদাসী, কামদেবায়তন থেকে সেই গরীব চারুদত্তকে ভালবাসে। আমাকে ভালবাসে না। তার বাড়ী বাঁ দিকে। যাতে তোমার আর আমার হাত থেকে পালিয়ে না যায় তাই করো পণ্ডিত।

বিট—(স্বগত) যা বলা উচিত নয়, মূর্খ তাই বলে। কি ? বসন্তসেনা আর্য চারুদত্তকে ভালবাসে ? বেশ, রত্ন রত্নের সাথেই মেলে, —কথাটা ঠিকই : তা যাক, এ মূর্খকে দিয়ে কি হবে ? (প্রকাশ্যে) কুমারী মায়ের ছেলে, সেই বণিকের বাড়ী বাঁ দিকে ?

শকার—হ্যাঁ, বাঁ দিকেই তার বাড়ী।

বসন্তসেনা—(স্বগত) বাঁ দিকে তার বাড়ী। যা বলেছে ঠিক। অপরাধ করলেও দুষ্টু লোক উপকার করেছে। প্রিয় সঙ্গম করিয়েছে।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত, ঘোর অন্ধকারে একরাশ মাসকলাইয়ের ভিতরে কালির বড়ির মত বসন্তসেনা হারিয়ে গেল।

বিট—উঃ, বড্ড অন্ধকার। তাইতে—

আমার চোখের জ্যোতি বেশী হলেও হঠাৎ
অন্ধকারে ঢুকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, চোখ
খুললেও যেন অন্ধকার এসে বুজিয়ে দিচ্ছে।

তাছাড়া—

অন্ধকার যেন গায়ে লেপটে আছে। আকাশ থেকে
যেন কালি ঝরে পড়ছে, খারাপ লোককে সেবা
করার মত চোখের দৃষ্টি বিফল হয়ে গিয়েছে।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত বসন্তসেনাকে খুঁজব?

বিট—কানেলীর ছেলে। কোন চিহ্ন আছে কি, যা দেখে খুঁজবে।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত কিরকম?

বিট—গয়নার শব্দ কিংবা মালার মিষ্টি গন্ধ।

শকার—অন্ধকারে ভর্তি নাক দিয়ে মালার মিষ্টি গন্ধ শুনছি কিন্তু গয়নার শব্দ তো দেখছি না।

বিট—(জনান্তিকে) বসন্তসেনা—

দুটো মেঘের মাঝে বিদ্যুতের মত, সন্ধ্যার
অন্ধকারে তোমাকে দেখা যাচ্ছে না সত্যি। কিন্তু
ভীতু মেয়ে, ওই মালা থেকে আসা গন্ধ আর মুখর
নুপুর তোমাকে চিনিয়ে দিচ্ছে।

শুনলে বসন্তসেনা?

বসন্তসেনা—(স্বগত) শুনেছি, বুঝেছিও। (নাটকীয় ভঙ্গীতে গয়না খুলে, মালা ফেলে দিয়ে, একটু যেয়ে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে।) দেয়াল ছুঁয়ে বুঝতে পারছি এটা পাশের দরজা আর ধরে বুঝতে পারছি বাড়ীর দরজা বন্ধ।

চারুদত্ত—বন্ধু, জপ শেষ করেছি। এখন যাও, মাতৃদেবতাদের পূজোর উপহার দাও।

বিদূষক—শোন, যাব না।

চারুদত্ত—হায়রে কষ্ট,—

গরীব হয়ে গেলে বন্ধুরা লোকের কথা রাখে না।
ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিপদ বাড়ে,
ক্ষমতা কমে যায়। চাঁদের মত চরিত্রের শোভাও
নষ্ট হয়ে যায়। অন্য লোকে যে পাপ করে তাও
তার বলে মনে হয়।

তাছাড়া—

কেউ তার সাথে মেশে না, আদর করে কথা
বলে না। উৎসবের সময় বড়লোকের বাড়ী গেলে
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। অল্প পোষাক থাকে
বলে লজ্জায় বড় লোকদের কাছ থেকে দূরে
দূরেই চলাফেরা করে। মনে হয়, গরীব হওয়া
আর একটা গুরুতর ষষ্ঠ পাতক।

তাছাড়া—

দারিদ্র্য, আমার দেহে তুমি বন্ধুর মত রয়েছ।
আমার ভাবনা এই যে, আমার এই হতভাগা দেহ
না থাকলে তুমি কোথায় যাবে ?

বিদূষক—(লজ্জা পেয়ে) বন্ধু, যদি আমাকে যেতে হয় তাহলে এই রদনিকা আমার সঙ্গে যাক।

চারুদত্ত—রদনিকা, মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।

দাসী—আর্যের যা আদেশ।

বিদূষক—রদনিকা, প্রদীপ আর নৈবেদ্য নাও। আমি পাশের দরজাটা খুলি. (তাই করে)

বসন্তসেনা—আমার ভিতরে যাবার জন্যেই যেন পাশের দরজাটা খুলল, তাহলে ভিতরে যাই। (দেখে) হায় ! হায় ! প্রদীপ যে।

(আঁচল দিয়ে নিবিয়ে ঢুকে পড়ে)

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, এ কি ?

বিদূষক—খোলা দরজা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে প্রদীপ নিবিয়ে দিল, রদনিকা, তুমি পাশের দরজা দিয়ে বের হও। আমিও ভিতরের বাড়ী থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে আসছি। (এই বলে চলে গেল)

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত, বসন্তসেনাকে খুঁজছি।

বিট—খোঁজ, খোঁজ।

শকার—(তাই করে) পণ্ডিত, পণ্ডিত, ধরেছি, ধরেছি।

বিট—মুর্খ এ যে আমি।

শকার—পণ্ডিত এখান থেকে যেয়ে একপাশে দাঁড়াও। (আবার খুঁজে চাকরকে ধরে) পণ্ডিত, পণ্ডিত, ধরেছি ধরেছি।

চাকর—কর্তা, আমি চাকর।

শকার—এ দিকে পণ্ডিত। এ দিকে চাকর। পণ্ডিত চাকর, চাকর পণ্ডিত। তোমরা দুজন একপাশে দাঁড়াও। (আবার খুঁজে রদনিকার চুল ধরে) পণ্ডিত, পণ্ডিত এখন বসন্তসেনাকে ধরেছি, ধরেছি।—

অন্ধকারে পালাচ্ছিল মালার গন্ধে চিনেছি। চাণক্য
যেমন দ্রৌপদীকে ধরেছিল সেই রকম চুলের
মুঠি ধরেছি।

বিট—

বয়সের গর্বে তুমি ভাল বংশের লোককে অনুসরণ
কর। সেবা করার মত ফুলে সাজানো চুল ধরে
তোমাকে টানা হচ্ছে।

শকার—

এইবার মেয়ে। মাথার চুল ধরেছি। কেশ
ধরেছি। এখন রাগ কর, কি আক্রোশ দেখাও, কি
শিব, শম্ভু, শঙ্কর, ভগবান, সব নাম করে ভীষণ
ভাবে বিলাপ কর।

রদনিকা—(ভয়ে ভয়ে) আর্য, আপনারা করছেন কি ?

বিট—কানেলীর ছেলে, এ যে অন্যরকম গলা।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত, যেমন দই আর সরের লোভে বিড়ালদের স্বর পাল্টায়, দাসীর মেয়ে সেইরকম গলার স্বর বদলে ফেলেছে।

বিট—কি? স্বর বদলে ফেলেছে? কি আশ্চর্য! না, এতে আশ্চর্যই বা কি? এ রঙ্গমঞ্চে ঢুকে, নানা কলা শেখে বলে আর ঠকানোয় ওস্তাদ বলে, স্বরে নিপুণ হয়েছে।

বিদূষক—(ঢুকে) হে হে, সন্ধ্যাবেলার হাল্কা হাওয়ায় হাড়িকাঠের কাছে পাঠার মত প্রদীপ ফুর ফুর করছে। (কাছে এসে রদনিকাকে দেখে) রদনিকা।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত, মানুষ, মানুষ।

বিদূষক—এ উচিত নয়, এ ঠিক নয়। আর্য চারুদত্ত গরীব বলে এখন তার বাড়ীতে অন্য লোক ঢুকবে?

রদনিকা—আর্য মৈত্রেয়, আমার অপমান দেখুন।

বিদূষক—কি? তোমার অপমান না আমাদের?

রদনিকা—আপনাদেরই বটে।

বিদূষক—এ কি বলাৎকার?

রদনিকা—তা ছাড়া কি?

বিদূষক—সত্যি?

রদনিকা—সত্যি।

বিদূষক—(রেগে হাতের লাঠি তুলে)। শোন, এরকম করো না। নিজের বাড়ীতে কুকুরও ভয়ানক। আর আমি ত' বামুন। আমাদের ভাগ্যের মত বাঁকা এই হাতের লাঠি দিয়ে মেরে ঘুণ ধরা বাঁশের মত তোমার মাথা ভেঙে দেব।

বিট—মহাব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।

বিদূষক—(বিটকে দেখে) এ ব্যাপারে এর দোষ নেই (শকারকে দেখে) এখানে এরই অপরাধ। ওরে রাজার শালা সংস্থানক, বদলোক, খারাপ লোক, এ ঠিক নয়। যদিও মাননীয় চারুদত্ত গরীব হয়ে গিয়েছেন তবুও কি তাঁর গুণ উজ্জয়িনীর গৌরব নয়,

যে তাঁর বাড়ীতে ঢুকে বাড়ীর লোকজনদের উপর এরকম অত্যাচার করছ ?—

কেউ গরীব বলেই তার উপরে অত্যাচার করতে
নেই। নিয়তির কাছে গরীব নেই। চরিত্রহীন
বড়লোকও গরীব।

বিট—(লজ্জার সাথে) মহাব্রাহ্মণ। ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। অন্য লোক ভেবেই এরকম হয়েছে, গর্বের জন্য নয়। দেখুন, আমরা একজন কামুক মেয়েকে খুঁজছি।

বিদূষক—কি ? এই—

বিট—

চুপ, ছিঃ ! কোন স্বৈরিণী মেয়ে পালিয়েছে তাকে
পাবার জন্যেই চরিত্রের এই দোষ ঘটেছে।

সব রকমে অনুনয়ের সব—এই গ্রহণ করুন (এই বলে খড়্গ ফেলে জোড় হাতে পায়ে পড়ে)

বিদূষক—ভাল মানুষ—উঠুন উঠুন। না জেনে আপনার নিন্দা করেছি, এখন আবার জানতে পেরে অনুনয় করছি।

বিট—এখানে আপনার কাছেই অনুনয় করা উচিত। তাইতে একটা কথা দিলে উঠব।

বিদূষক—বলুন আপনি।

বিট—এই ব্যাপার যদি আর্য চারুদত্তকে না বলেন।

বিদূষক—বলব না।

বিট—

ঠাকুর, আপনার এই ভালবাসা মাথায় করে
নিলাম। গুণ আপনার অস্ত্র, তাই দিয়ে
আমরা সশস্ত্র তবুও আমাদের জয় করেছেন।

শকার—(হিংসার সাথে) পণ্ডিত, তুমি আবার কেন এই বিটলে বামুনের কাছে জোড়হাত করে পায়ে পড়তে গেলে ?

বিট—ভয় পেয়েছি।

শকার—কাকে তোমার ভয় ?

বিট—ওই চারুদত্তের গুণকে।

শকার—তার গুণটা কি? যার ঘরে ঢুকে খাবার পর্যন্ত পাওয়া যায় না

বিট—এরকম বলো না।—

আমাদের মত লোককে ভালবেসেই উনি গরীব হয়েছেন। ধনী বলে তিনি কাউকে অপমান করেননি। গরমকালের জলভরা হ্রদের মত মানুষের তৃষ্ণা মিটিয়েই তিনি শুকিয়ে গিয়েছেন।

শকার—(রেগে) সেই জন্মদাসীর ছেলে কে ?—

বীর পালোয়ান পাণ্ডব? রাধার ছেলে শ্বেতকেতু ? ইন্দ্রের ছেলে রাবণ ? না কি কুন্তী আর রামের ছেলে অশ্বত্থামা ? না ধর্মপুত্র জটায়ু ?

বিট—মূর্খ, তিনি হলেন আর্য চারুদত্ত।—

গরীবদের কল্পতরু, নিজের গুণের ফলের ভারে নোয়ানো, ভাললোকদের আত্মীয়, শিক্ষিতদের আদর্শ, সচ্চরিত্রের কষ্টি পাথর, চরিত্র সমুদ্রের সীমা। তিনি ভাল কাজ করেন, অপমান করেন না। পুরুষের সব গুণ তাঁর আছে, তিনি দয়ালু উদার পুরুষ। সবচেয়ে বেশী গুণ আছে বলে তিনি একাই বাঁচার মত বেঁচে আছেন আর সবাই কেবল শ্বাসই টানছে।

তাহলে আমরা এখান থেকে যাই।

শকার—বসন্তসেনাকে না নিয়ে ?

বিট—বসন্তসেনা খোয়া গিয়েছে।

শকার—কি করে ?

বিট—

অন্ধের দৃষ্টির মত, রুগীর পুষ্টির মত, মূর্খের বুদ্ধির মত, অলসের সিদ্ধির মত, ব্যসনাসক্ত অল্পমেধা

লোকের ভাল বিদ্যার মত, শত্রুকে ভালবাসার
মত তোমাকে পেয়ে সে হারিয়ে গিয়েছে।

শকার—বসন্তসেনাকে না নিয়ে যাব না।

বিট—এও কি তুমি শোননি?—

হাতী ধরতে হয় আলানে, ঘোড়া বাঁধে বল্‌গা
দিয়ে, মেয়েমানুষ ধরতে হয় মন দিয়ে, তা যখন
নেই তখন চল।

শকার—যেতে হয় ত' তুমি যাও, আমি যাব না।

বিট—এই চললাম (এই বলে বেরিয়ে যায়)

শকার—পণ্ডিতের বিদ্যা গিয়েছে! (বিদূষককে) ওরে, কাকের পায়ের মত মাথা বিটলে বামুন, বস্ বস্।

বিদূষক—আমরা বসেই আছি।

শকার—কে বসিয়েছে?

বিদূষক—অদৃষ্ট।

শকার—ওঠ, ওঠ।

বিদূষক—উঠব।

শকার—কখন?

বিদূষক—যখন অদৃষ্ট আবার ভাল হবে।

শকার—ওরে কাঁদ কাঁদ।

বিদূষক—আমরা ত' কাঁদছিই।

শকার—কে কাঁদাচ্ছে?

বিদূষক—দুর্গতি।

শকার—ওরে হাস, হাস।

বিদূষক—হাসব।

শকার—কখন?

বিদূষক—আর্য চারুদত্তের অবস্থা যখন আবার ভাল হবে।

শকার—ওরে, ওরে বিটলে বামুন। আমার নাম করে সেই গরীব চারুদত্তকে বলিস "নতুন নাটক দেখাতে ওঠা সূত্রধারিণীর মত

সোনার গয়না পরা এই বসন্তসেনা নামে বেশ্যার মেয়ে কামদেবের মন্দিরের বাগান থেকে তোমাকে ভালবাসে। আমরা জোর করে অনুরোধ করছিলাম, সে তোমার বাড়ী ঢুকেছে। তা যদি নিজেই পাঠিয়ে আমার হাতে দিয়ে দাও তাহলে বিচারালয়ে বিনা ব্যবহারে (মোকর্দমায়) ফিরিয়ে দিয়েছ বলে আমার সাথে স্থায়ী বন্ধুত্ব হবে, আর ফিরিয়ে না দিলে আমরণ শত্রুতা হবে। আরও দেখ, দেখ—

বোঁটায় গোবর মাখানো চাল কুমড়ো, শুকনো
শাক, ভাজা মাংস আর হেমন্তকালের রাত্রিবেলা
রান্না করা খাবার বেলা গেলেও পচে যায় না।

মঙ্গল মত বলবি, তাড়াতাড়ি বলবি। এমনভাবে বলবি যাতে আমার নতুন দালানের পায়রার ঘরে বসে শুনতে পাই। আর যদি না বলিস, তাহলে দরজার ফাঁকে কত্‌বেলের খোলের মত তোর মাথা মড়মড়িয়ে দেব।

বিদূষক—বলব।

শকার—(আড়ালে) এই চাকর, পণ্ডিত কি সত্যিই গিয়েছে ?

চাকর—হ্যাঁ।

শকার—তাহলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি।

চাকর—কর্তা তাহলে তরোয়ালটা ধরুন।

শকার—তোর হাতেই থাক।

চাকর—কর্তা, এই তরোয়ালটা নিন।

শকার—(উল্টো করে ধরে)—

কুকুর আর কুকুরীরা পিছু ডাকতে থাকলে শিয়ালের
মত আমি, খোসা ছাড়ানো মূলোর মত রঙ, খাপে
ভরা তরোয়াল কাঁধে নিয়েই বাড়ী পালাচ্ছি।

(কয়েক পা হেঁটে দুজনে বেরিয়ে গেল)

বিদূষক—রদনিকা, এই অপমানের খবর তুমি মাননীয় চারুদত্তকে বলো না। গরীব অবস্থার কথা ভেবে তিনি দ্বিগুণ দুঃখ পাবেন।

রদনিকা—আর্য মৈত্রেয়, আমি রদনিকা, আমার মুখ সংযত।

বিদূষক—তা ঠিক।

চারুদত্ত—(বসন্তসেনাকে উদ্দেশ করে) রদনিকা, হাওয়া খেতে এসে রোহসেন সন্ধ্যাবেলা শীতে কষ্ট পাচ্ছে। ওকে ভিতরে নিয়ে যাও। এই চাদর দিয়ে ওকে ঢেকে দাও। (এই বলে চাদর দেয়)

বসন্তসেনা—(স্বগত) কি রকম ? আমাকে পরিজন ভেবেছেন। (চাদর নিয়ে সস্পৃহভাবে গন্ধ শুঁকে স্বগত) আঃ, চাদরে জাতি ফুলের গন্ধ। উনি যৌবন সম্বন্ধে উদাসীন নন বলে মনে হয়। (ফিরে ঢেকে দেয়)

চারুদত্ত—ও রদনিকা, রোহসেনকে নিয়ে ভিতরে যাও।

বসন্তসেনা—(স্বগত) তোমার বাড়ীর ভিতরে যাবার ভাগ্য আমার নেই।

চারুদত্ত—ও রদনিকা। উত্তরও নেই। কি কষ্ট।—

অদৃষ্ট যখন খারাপ হয়, লোকের দুরবস্থা হয়,
তখন তার বন্ধুর সাথেও বন্ধুত্ব চলে যায়। বহু
কালের অনুরক্ত লোকও বিরক্ত হয়।

বিদূষক—(রদনিকার কাছে যেয়ে) শুনছ, এই সেই রদনিকা।

চারুদত্ত—এই সেই রদনিকা, এই আর একজন কে ?—

না জেনে আমার গায়ের কাপড়ের ছোঁয়ার দোষ
লেগেছে।

বসন্তসেনা—(স্বগত) বরং ভূষণ হয়েছে।

চারুদত্ত—

শরৎকালের মেঘে ঢাকা চাঁদের মত দেখাচ্ছে।

না পরস্ত্রী দেখা উচিত নয়।

বিদূষক—শোন, পরস্ত্রী দর্শনের ভয় নেই। এ বসন্তসেনা। কামদেবের মন্দিরের বাগান থেকে তোমাকে ভালবাসে।

চারুদত্ত—ও, এই বসন্তসেনা ? (স্বগত)

অর্থ কমে গেলেও আমার ভালবাসা জাগিয়ে
ছিল। কাপুরুষের রাগের মত সে ভালবাসা

নিজের গায়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিদূষক—বন্ধু শোন! রাজার শালা এই বলছে।

চারুদত্ত—কি?

বিদূষক—নতুন নাটক দেখাতে ওঠা সূত্রধারিণীর মত সোনার গয়না পরা বসন্তসেনা নামে বেশ্যার মেয়ে কামদেবের মন্দিরের বাগান থেকে তোমাকে ভালবাসে। আমরা জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলাম সে তোমার বাড়ী ঢুকেছে।

বসন্তসেনা—(স্বগত) "জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলাম—এ সত্যি" এ কথায় আমার গৌরব হল।

বিদূষক—তাইতে যদি নিজেই পাঠিয়ে একে আমার হাতে দিয়ে দাও তা হলে বিচারালয়ে বিনা ব্যবহারে (মোকর্দমায়) ফিরিয়ে দিয়েছ বলে আমার সাথে স্থায়ী বন্ধুত্ব হবে। আর ফিরিয়ে না দিলে আমরণ শত্রুতা হবে।

চারুদত্ত—(অবজ্ঞার সাথে) ও জানে না (স্বগত) আহা, দেবতার কাছে দেবার মত এই মেয়ে। তাইতেই সেই সময়—

কপালদোষে যে অবস্থা হয়েছে তা দেখে, বাড়ীর
ভিতরে যাও বলাতে ও যায়নি। যদিও অনেক
প্রগলভ কথা বলে তবুও পুরুষের পরিচয় পেয়ে
কথা বলছেনা।—

(প্রকাশ্যে)—মাননীয়া বসন্তসেনা। জানি না, পরিচয় নেই বলে পরিজনের মত ব্যবহার করেছি, আমি অপরাধী। মাথা নুইয়ে আপনার কাছে অনুনয় করছি।

বসন্তসেনা—এই অনুচিত জায়গায় উঠে অপরাধ করেছি। মাথা নুইয়ে প্রণাম করে আর্যকে প্রসাদ জানাই।

বিদূষক—শোন, তোমরা দুই জনেই সুখে প্রণাম করে ধান আর আলের মত দুজনে মাথায় মাথা মেলালে। আমিও এই হাতীর বাচ্চার মত মাথা দিয়ে তোমাদের দুজনকেই প্রসাদ জানাই।

(এই বলে ওঠে)

চারুদত্ত—বেশ, প্রেম থাক,

বসন্তসেনা—(স্বগত) চতুর এই মধুর কথা। আজকে এইভাবে এখানে এসে আমার থাকা উচিত নয়। বেশ, এই রকম বলি। (প্রকাশ্যে) আর্য, আমাকে যদি আর্য এতই অনুগ্রহ করেন, তাহলে আমার ইচ্ছে এই গয়নাগুলো আর্যের বাড়ীতে রাখি। গয়নার জন্যেই এই পাপ আমার পিছু নিয়েছে।

চারুদত্ত—গচ্ছিত রাখার যোগ্য বাড়ী এ নয়।

বসন্তসেনা—আর্য. একথা ঠিক নয়। গচ্ছিত রাখে মানুষের কাছেই বাড়ীর কাছে নয়।

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, ওই গয়নাগুলো নাও।

বসন্তসেনা—অনুগৃহীত হলাম। (এই বলে গয়নাগুলো দেয়।)

বিদূষক—(নিয়ে) মঙ্গল হোক আপনার।

চারুদত্ত—ছিঃ মূর্খ। এ গচ্ছিত রইল।

বিদূষক—(জনান্তিকে) তা যদি হয় তাহলে চোরেই নিক।

চারুদত্ত—অল্প সময়ের জন্যেই।

বিদূষক—একি আমাদের কাছে গচ্ছিত রইল ?

চারুদত্ত— ফিরিয়ে দেব।

বসন্তসেনা—আর্য, আমার ইচ্ছা এই আর্যের সঙ্গে নিজের বাড়ী যাই।

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, এই মহিলার সঙ্গে যাও।

বিদূষক—রাজহাঁসের মত এই কলহংসগামিনীর সাথে যাওয়া তোমারই শোভা পায়। যে কোন লোক চৌরাস্তায় পূজোর জিনিস ফেললে যে রকম কুকুরে খায়, আমিও বামুন সেই পূজোর জিনিসের মত বিপদে পড়ব।

চারুদত্ত—তাই হোক। আমিই এই মহিলার সাথে যাচ্ছি। তাহলে রাজপথে বিশ্বাস করা যায় এই রকম প্রদীপ জ্বালাও।

বিদূষক—বর্ধমানক, কয়েকটা প্রদীপ জ্বালাও।

চাকর—(জনান্তিকে) ওগো, তেল ছাড়া প্রদীপ জ্বালব ?

বিদূষক—(জনান্তিকে) শোন, অপমানিতা কামুক গরীব বেশ্যাদের মত আমাদের প্রদীপে এখন স্নেহ (তেল) নেই।

চারুদত্ত—মৈত্রেয়, বেশ। প্রদীপের দরকার নেই। দেখ—

মেয়েদের গালের মত ফর্সা, রাজপথের প্রদীপ
গ্রহে ঘেরা চাঁদ উঠছে। জলঝরা কাদার ভিতরে
দুধের ধারার মত ঘন অন্ধকারের ভিতর তার
সাদা আলো পড়ছে।

(অনুরাগের সাথে) বসন্তসেনা, এ আপনার বাড়ী, ভিতরে যান।

(বসন্তসেনা অনুরাগের সঙ্গে দেখতে দেখতে বেরিয়ে যায়)

চারুদত্ত—বসন্তসেনা গিয়েছে। তাহলে এস—আমরাও বাড়ীতে যাই।—

এই রাজপথে লোক নেই। রক্ষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।
ঠকে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। রাত্রের অনেক দোষ।

(যেয়ে) এই সোনার ভাঁড় তোমার রাত্রে রাখতে হবে আর বর্ধমানকের দিনে।

বিদূষক—যা তোমার আদেশ।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

—'অলঙ্কার ন্যাস' নামে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত—

দ্বিতীয় অঙ্ক

দাসী—(প্রবেশ করে) মা খবর দিয়ে আর্যার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। তাহলে এখন ভিতরে আর্যার কাছে যাই। (যেয়ে দেখে) এই যে আর্যা রয়েছেন, মনে মনে কি যেন ভাবছেন, এখন কাছে যাই।

(তারপর মদনিকা আর ব্যাকুল অবস্থায় আসনে বসা বসন্তসেনার প্রবেশ)

বসন্তসেনা—ওলো তারপর? তারপর?

মদনিকা—আর্যা, কিছুই ত' বলছেন না। তারপর, তারপর কি?

বসন্তসেনা—আমি কি বলেছি?

দাসী—তারপর, তারপর?

বসন্তসেনা—(ভ্রূ কুঁচকে)—অ্যাঁ, এই রকম?

প্রথম দাসী—(কাছে যেয়ে) আর্যা মা বলছেন, "স্নান করে দেবতার পূজো শেষ কর।"

বসন্তসেনা—ওরে মাকে বল, আজ স্নান করব না, তাইতে বামুনই আজ পূজো শেষ করুক।

দাসী—আর্যার যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

মদনিকা—আর্যা ভালবাসি বলে জিজ্ঞাসা করছি, দোষ দেখি বলে নয়।—তা এ ব্যাপারটা কি?

বসন্তসেনা—মদনিকা, আমাকে কি রকম দেখছিস?

মদনিকা—আর্যার শূন্য মন দেখে বুঝতে পারছি, আর্যা কোন মনের মানুষকে চাইছেন।

বসন্তসেনা—তুই ঠিক বুঝেছিস। তুই মদনিকা, পরের মন বুঝতে নিপুণ।

মদনিকা—বেশ, আমার প্রিয় সংবাদ। আজকের মহোৎসবে আর্যা কোন তরুণকে অনুগ্রহ করবেন? তাহলে বলুন, আর্যা কি রাজা না রাজার কোন বন্ধুর সেবা করবেন?

বসন্তসেনা—ওরে ভোগ করতে চাই, সেব করতে নয়।

মদনিকা—বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণ তরুণকে চান কি?

বসন্তসেনা—ব্রাহ্মণরা আমার পূজনীয়।

মদনিকা—নাকি, অনেক শহরে ঘুরে অনেক পয়সা করেছে এমন কোন বণিক যুবককে চান?

বসন্তসেনা—ওলো, ভালবাসায় ভরা প্রণয়ীকেও ছেড়ে বিদেশে যায় বলে বণিকরা বড় বিরহের দুঃখ দেয়।

মদনিকা—রাজা নয়, রাজার বন্ধু নয়, ব্রাহ্মণ নয়, বণিক নয়—তাহলে মনিবের মেয়ে এখন কাকে চাইছেন?

বসন্তসেনা—ওলো, তুই আমার সঙ্গে কামদেবের মন্দিরে গিয়েছিলি?

মদনিকা—আর্যা, গিয়েছিলাম।

বসন্তসেনা—তাহলেও আমাকে যেন কিছু জানিস না এইভাবে জিজ্ঞাসা করছিস?

মদনিকা—বুঝতে পেরেছি। তিনিই কি? যিনি আর্যা শরণাগত হলে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন?

বসন্তসেনা—তাঁর নাম কি?

মদনিকা—তিনি ত' বণিক পাড়ায় থাকেন।

বসন্তসেনা—ওলো তোকে নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

মদনিকা—আর্যা, সে নাম বিখ্যাত, তাঁর নাম আর্য চারুদত্ত।

বসন্তসেনা—(আনন্দের সাথে) বেশ মদনিকা বেশ। তুই ঠিকই জানিস।

মদনিকা—(স্বগত) এই বলি, (প্রকাশ্যে) আর্যা, তিনি গরীব বলে শোনা যায়।

বসন্তসেনা—সেই জন্যেই চাই। গরীব লোককে মন দিলে বেশ্যাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

মদনিকা—আর্যা, ফুল ছাড়া আমগাছের সেবা কি মৌমাছিরা করে।
বসন্তসেনা—সেই জন্যেই তাকে মৌমাছি বলে।
মদনিকা—আর্যা, তাকে যদি চানই তাহলে এখনই কেন অভিসারে যাচ্ছেন না ?
বসন্তসেনা—ওলো, হঠাৎ অভিসারে গেলে তিনি পাল্টা উপকার করতে ব্যস্ত হবেন বলে পরে তাঁর দেখা পাওয়া মুস্কিল হবে। তা আবার না হয়।
মদনিকা—সেই জন্যেই কি ওই গয়না তাঁর হাতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে ?
বসন্তসেনা—তুই ঠিক বলেছিস।
নেপথ্যে—ও কর্তা—দশমোহরে বাঁধা পাশা খেলোয়াড় পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল—ধরুন, ধরুন। দাঁড়া, দাঁড়া, দূর থেকে তোকে দেখা যাচ্ছে।

(যবনিকা না সরিয়ে ঢুকে ব্যস্ত-সমস্ত সংবাহক)

সংবাহক—এই পাশা খেলোয়াড়ের অবস্থা বড়ই কষ্টকর। আশ্চর্য !—

বাঁধন থেকে নতুন ছাড়া পাওয়া মেয়ে গাধার মত
আমাকে মেয়ে গাধায় তাড়া করেছে। অঙ্গরাজ
যেরকম শক্তি ছেড়েছিল সেইরকম শক্তি দিয়ে
ঘটোৎকচের মত আমাকে মেরেছে।—
সভাপতি লিখতে ব্যস্ত ছিলেন, চট করে
পালিয়েছি। এখন রাস্তায় নেমে আমি কার
আশ্রয় নিই ?—

তা যতক্ষণ এই সভাপতি আর পাশা খেলোয়াড় আমাকে অন্যদিকে খুঁজবে ততক্ষণ আমি উল্টো পায়ে এই খালি মন্দিরে ঢুকে দেবী হয়ে যাই।

(নানারকম ভঙ্গি করে সেইভাবে দাঁড়ায়)

(তারপর মাথুর আর পাশা খেলোয়াড়ের প্রবেশ)

মাথুর—ও কর্তা, দশমোহরে বাঁধা পাশা খেলোয়াড় পালিয়ে গেল,

পালিয়ে গেল। ধরুন, ধরুন। দাঁড়া, দাঁড়া, দূর থেকে তোকে দেখা যাচ্ছে।

দ্যুতকর—

যদি পাতালে যাস, ইন্দ্রের আশ্রয় নিস, তাহলেও
এক সভাপতি ছাড়া শিবও তোকে রক্ষা করতে
পারবে না।

মাথুর—

ভাল সভাপতিকে ঠকিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে
কুলে আর মানে কালি দিতে দিতে, উল্টোপাল্টা
পা ফেলে পড়তে পড়তে কোথায় পালাচ্ছিস?

দ্যুতকর—(পায়ের ছাপ দেখে) এই যাচ্ছে, এই পায়ের ছাপ মিলিয়ে গেল।

মাথুর—(দেখে চিন্তা করে) ওরে, পা দুটোর ছাপ উল্টো, মন্দিরে দেবতা নেই। (ভেবে) ধূর্ত পাশাখেলোয়াড় উল্টো দিকে পা ফেলে মন্দিরে ঢুকেছে।

দ্যুতকর—আমরা অনুসরণ করি।

মাথুর—তাই হোক।

(দুজনেই মন্দিরে ঢোকার অভিনয় করে। দেখে একজন আর একজনকে ইশারা করে)

দ্যুতকর—কাঠের প্রতিমা যে।

মাথুর—ওরে না, না, পাথরের প্রতিমা (এই বলে নানারকম ভাবে নাড়াচাড়া করে পরে ইশারা করে) বেশ, এস। পাশা খেলব।

(নানারকম ভাবে পাশা খেলতে থাকে)

সংবাহক—(পাশা খেলার নানারকম ইচ্ছা চেপে স্বগত)—

ঢাকের শব্দ যেরকম রাজ্য ছাড়া রাজার মন টানে,
কত্তা শব্দও সেইরকম গরীব লোকের মনকে টানে।
সুমেরুর চূড়ায় ওঠার মত পাশা খেলা, তা খেলব

না জানি, তবুও কোকিলের মত মিষ্টি কত্তা শব্দ মনকে টানে।

দ্যুতকর—আমার দিকে, আমার দিকে।

মাথুর—না গো, আমার দিকে, আমার দিকে।

সংবাহক—(অন্যদিক থেকে হঠাৎ এসে) না আমার দিকে।

দ্যুতকর—লোকটাকে পেয়েছি।

মাথুর—(ধরে) ওরে জোচ্চোর, তুই ধরা পড়েছিস—সেই মোহর দশটা দে।

সংবাহক—আজ দেব।

মাথুর—এখন দে।

সংবাহক—দিচ্ছি, অনুগ্রহ কর।

মাথুর—ওরে, এখুনি দে।

সংবাহক—মাথা খসে পড়ছে। (এই বলে মাটিতে পড়ে)

(দুজনে নানাভবে মারতে থাকে)

মাথুর—এই তুই পাশাখেলোয়াড়দের কাছে বাঁধা পড়লি।

সংবাহক—(উঠে দুঃখের সাথে) কি ? পাশাখেলোয়াড়দের কাছে বাঁধা পড়েছি ? কষ্ট ! আমরা পাশাখেলোয়াড়রা এ নিয়ম ভাঙতে পারি না। তা কোথা থেকে দেব ?

মাথুর—ওরে ওয়াদা কর, ওয়াদা কর—।

সংবাহক—এই করছি, (পাশাখেলোয়াড়কে ছুঁয়ে) তোমাকে অর্ধেক দেব আমাকে অর্ধেক ছেড়ে দাও।

দ্যুতকর—তাই হোক।

সংবাহক—(সভাপতির কাছে যেয়ে) অর্ধেক ওয়াদা করছি, আর্য, অর্ধেক আমাকে ছেড়ে দিন।

মাথুর—দোষ কি, তাই হোক।

সংবাহক—(প্রকাশ্যে) আর্য, অর্ধেক আপনি ছেড়ে দিয়েছেন ?

মাথুর—ছেড়েছি।

সংবাহক—(দ্যুতকরকে) তুমিও অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছ ?

দ্যুতকর—ছেড়েছি।

সংবাহক—এখন যাই।

মাথুর—মোহর দশটা দে। কোথায় যাচ্ছিস ?

সংবাহক—দেখুন, দেখুন মশাইরা। এই মাত্র একজনকে অর্ধেক ওয়াদা করেছি আর একজন অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছে, তবুও আমাকে দুর্বল পেয়ে এখনই চাইছে।

মাথুর—(ধরে) ধূর্ত, আমি চতুর মাথুর। এখানে তোর সাথে আমি ধূর্তামি করব না। ওরে জোচ্চোর, সেই সমস্ত সোনা এখনি দে।

সংবাহক—কোথা থেকে দেব ?

মাথুর—বাপকে বিক্রী করে দে।

সংবাহক—আমার বাপ কোথায় ?

মাথুর—মাকে বিক্রী করে দে।

সংবাহক—আমার মা কোথায় ?

মাথুর—নিজেকে বিক্রী করে দে।

সংবাহক—দয়া কর, আমাকে রজপথে নিয়ে চল।

মাথুর—চল।

সংবাহক—তাই হোক। (হাঁটতে হাঁটতে) মশাইরা, এই সভাপতির কাছ থেকে দশমোহর দিয়ে আমাকে কিনে নিন, (উপরে তাকিয়ে) কি বলছেন ? "কি করবে ?" আপনার বাড়ীর কাজের লোক হব। কি ? উত্তর না দিয়েই চলে গেল ? তা হোক। এই আর একজনকে বলি। (আবার সেই কথা বলে) কি ? এও আমাকে গ্রাহ্য না করে চলে গেল ? হায়রে, আর্য চারুদত্তের সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়াতেই আমি এইরকম হতভাগা হয়েছি।

মাথুর—দে।

সংবাহক—কোথা থেকে দেব ? (এই বলে পড়ে যায়)

মাথুর—(টানতে থাকে)

সংবাহক—আর্য, রক্ষা করুন, আপনারা রক্ষা করুন।

(তারপর দর্দুরকের প্রবেশ)

দর্দুরক—ওহে, পাশাখেলা হল আসলে পুরুষের সিংহাসন ছাড়া রাজত্ব।—

কোথাও হেরে যাওয়াকেই গ্রাহ্য করে না। টাকা দেয় আবার নেয়। রাজার মত যা থেকে যথেষ্ট আয় হয়, সেই পাশাকে ধনী লোকরা পূজো করে।

আর—

পাশা থেকেই সব জিনিস পেয়েছি। পাশা থেকেই বউ পেয়েছি, বন্ধু পেয়েছি। পাশা থেকেই দান করেছি, ভোগ করেছি। আবার পাশাতেই সব নষ্ট করেছি।

আর—

তিনের চালে সব গিয়েছে, পোয়ার চালে শরীর শুকিয়েছে, (বিজেতাদের) নাচ দেখে রাস্তায় নেমেছি, বাজীতে অধঃপাতে গিয়েছি।

(সামনে দেখে) ওই আমাদের আগেকার সভাপতি মাথুর, এই দিকেই আসছে। হোক, পালাতে পারব না, তাহলে নিজেকে ঢেকে রাখি, (নানারকম অভিনয় করে দাঁড়ায়। উত্তরীয় দেখে)—

এই চাদরে সূতোর অভাব, এ চাদর শতছিদ্র। এ চাদর ঢাকতে পারে না সুতরাং এ চাদর গোটানোই ভাল দেখায়।—

না, এই সামান্য লোকটা কি করবে? যে আমি—

এক পা মাটিতে আর এক পা আকাশে দিয়ে যতক্ষণ সূর্য থাকে ততক্ষণ ঝুলে থাকতে পারি।

মাথুর— দে, দে।

সংবাহক—কোথা থেকে দেব?

মাথুর—(টানতে থাকে)

দর্দুরক—ওহে সামনে এ কি? (আকাশে) আপনি কি বললেন? "এই

পাশাখেলোয়াড়কে সভাপতি আটকিয়েছে, কেউ ছাড়িয়ে নিচ্ছে না।”—এই ? বেশ, এই দর্দুরকই ছাড়িয়ে দেবে। (কাছে যেয়ে) সর সর (দেখে) কিরকম ? ধূর্ত মাথুর আর এযে বেচারা সংবাহক।—

যে দিনমান মাথা নিচের দিক দিয়ে চুপ করে ঝুলে থাকতে পারে না, যার পিঠে সব সময়ই ইট ঘষে কড়া পড়েনি, যার উরু সব সময় কুকুরে চিবোয় না, সেই নরম শরীর লোক পাশা খেলে কেন ?—

বেশ, মাথুরকে শান্ত করি। (কাছে যেয়ে) নমস্কার মাথুর।

মাথুর—(পাল্টা নমস্কার করে)

দর্দুরক—ব্যাপারটা কি ?

মাথুর—ও দশ মোহর ধারে।

দর্দুরক—এতো দুদিনের ব্যাপার।

মাথুর—(দর্দুরকের বগলের গোটানো চাদর টেনে) দেখুন মশাইরা, দেখুন। ছেঁড়া চাদর পরা এই লোক, দশ মোহরকে বলছে দুদিনের ব্যাপার।

দর্দুরক—ওরে মূর্খ, আমি দশমোহরের ওয়াদা করে দিচ্ছি। যার টাকা আছে সে কি কোলে করে দেখায় ? ওহে,—

তুমি ছোটজাত। তুমি নষ্ট হয়ে গিয়েছ। দশখানা মোহরের জন্যে পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে এমন একটা লোককে খুন করছ ?

মাথুর—কর্তা, দশমোহর তোমার কাছে দুদিনের ব্যাপার, আমার হল এ সম্পত্তি।

দর্দুরক—তাই যদি হয়, তাহলে শোন, ওকে আরও দশ মোহর দাও, ও'ও পাশা খেলুক।

মাথুর—তাতে কি হবে ?

দর্দুরক—যদি জেতে তাহলে দেবে।

মাথুর—আর যদি না জেতে ?

দর্দুরক—তাহলে দেবেনা।

মাথুর—তাহলে কথা বলাই ঠিক নয়। ধূর্ত, এরকম যখন বলছিস, তুই দে। আমি ধূর্ত মাথুর মিথ্যেই পাশা দেখাচ্ছি। আর কাউকে ভয় করি না। ধূর্ত তুই চরিত্রহীন।

দর্দুরক —ওরে, কে চরিত্রহীন ?

মাথুর—তুই চরিত্রহীন।

দর্দুরক—তোর বাপ চরিত্রহীন (সংবাহককে পালিয়ে যেতে ইশারা করে)।

মাথুর—বেশ্যার ছেলে, তুই এইভাবেই পাশা খেলেছিস।

দর্দুরক—আমি এইভাবেই পাশা খেলেছি।

মাথুর—ওরে সংবাহক, সেই দশখানা মোহর দে।

সংবাহক—আজ দেব, সব দেব।

মাথুর—(টানতে থাকে।)

দর্দুরক—ওরে আড়ালে সাজা দিতে পারিস আমার সামনে নয়।

(মাথুর সংবাহককে টেনে নাকে ঘুষি মারে। সংবাহক রক্ত শুদ্ধ মূর্চ্ছার অভিনয় করে মাটিতে পড়ে যায়। দর্দুরক কাছে যেয়ে আড়াল করে। মাথুর দর্দুরককে মারতে থাকে। দর্দুরক পাল্টা মারতে থাকে।)

মাথুর—ওরে, ওরে বদ, ছিনালের ছেলে। ফলও পাবি।

দর্দুরক—ওরে মুর্খ, রাজপথেই আমাকে মেরেছিস আবার যদি রাজ দ্বারে মার খাওয়াস তাহলে দেখবি।

মাথুর—এই দেখব।

দর্দুরক—কি ভাবে দেখবি ?

মাথুর—(চোখ দুটো বড় বড় করে) এইভাবে দেখব।

(দর্দুরক মাথুরের চোখদুটো ধূলোয় ভর্তি করে দিয়ে সংবাহককে পালিয়ে যেতে ইশারা করে। মাথুর চোখ দুটো ধরে মাটিতে পড়ে যায়। সংবাহকও পালিয়ে যায়।)

দর্দুরক—(স্বগত) প্রধান সভাপতি মাথুরের সাথে আমি ঝগড়া

করেছি। তাইতে এখানে থাকা ঠিক নয়। আমার প্রিয়বন্ধু শর্বিলক বলেছে যে "সিদ্ধপুরুষের আদেশে আর্যক নামে গোয়ালার ছেলে রাজা হবে এই জন্যে আমাদের মত সব লোকই তাকে অনুসরণ করছে" তাহলে আমিও তার কাছেই যাই।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

সংবাহক—(ভয়ে ভয়ে খানিকটা যেয়ে দেখে) এই কার যেন বাড়ীর পাশের দরজা খোলা রয়েছে। তাহলে এখানেই ঢুকি, (বাড়ী ঢোকার অভিনয় করে বসন্তসেনাকে দেখে) আর্যা, আমি শরণাগত।

বসন্তসেনা—শরণাগতের ভয় নেই। ওলো, পাশের দরজা বন্ধ কর।

(দাসী তাই করে)

বসন্তসেনা—তোমার কাকে ভয়?

সংবাহক—আর্যা বড় লোককে।

বসন্তসেনা—ওলো, এখন পাশের দরজায় খিল দে।

সংবাহক—(স্বগত) বড় লোককে ওরও একই রকম ভয়। একথা ঠিকই বলে যে—

যে নিজের ক্ষমতা বুঝে ভার বয় সে পড়েও
যায় না, আর দুর্গম রাস্তায়ও তার বিপদ হয় না।

এখানে আমাকে লক্ষ্য করছে।

মাথুর—(চোখ দুটো মুছে পাশাখেলোয়াড়কে) ওরে, দে দে।

দ্যূতকর—কর্তা, আমরা দুজন যখন দর্দুরকের সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম সে লোকটা তখনই পালিয়েছে।

মাথুর—সেই পাশাখেলোয়াড়ের ঘুষিতে নাক ভেঙে গিয়েছিল। এস আমরা রক্তের দাগ অনুসরণ করি।

দ্যূতকর—(অনুসরণ করে) কর্তা, সে বসন্তসেনার বাড়ীতে ঢুকেছে।

মাথুর—সোনাগুলো পেয়েছি।

দ্যূতকর—রাজবাড়ীতে যেয়ে বলব?

মাথুর—এই ধূর্তলোকটা এখান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও চলে যাবে। তবে অনুরোধ করেই আদায় করব।

(বসন্তসেনা মদনিকাকে ইশারা করে)

মদনিকা—আপনি কোথা থেকে আর্য? কেই বা আপনি আর্য? কারই বা আপনি আর্য? আপনার পেশাই বা কি আর্য? ভয়ই বা কিসের?

সংবাহক—আপনি শুনুন আর্যা। আমি পাটলিপুত্রে জন্মেছি। গৃহস্থের ছেলে আমি। আমার পেশা মালিশ করা।

বসন্তসেনা—কোমল কলা শিখেছেন আর্য।

সংবাহক—আর্যা, কলা বলে শিখেছি, এখন এই আমার পেশা।

দাসী—আর্য, বড় করুণ উত্তর দিলেন। তারপর? তারপর?

সংবাহক—তারপর আর্যা, নিজের বাড়ীতে পর্যটকদের মুখে শুনে নতুন দেশ দেখার কৌতূহলে এখানে এসেছি। এই উজ্জয়িনীতে এসেও এক আর্যের সেবা করেছি। তিনি সেই রকম সুন্দর দেখতে, মিষ্টি কথা বলেন, দান করে প্রচার করেন না, তাঁর অপকার করলে ভুলে যান, বেশী কথা বলে কি হবে, দাক্ষিণ্যের জন্যে তিনি নিজেকেও পরের ভাবেন, যারা আশ্রয় চায় তাদেরও ভালবাসেন।

দাসী—আর্যার মনের মানুষের গুণ চুরি করেছেন, উজ্জয়িনীর ভূষণ কে এমন আছেন এখন?

বসন্তসেনা—ওলো, বেশ বলেছিস, বেশ। আমিও মনে মনে এই কথাই ভাবছিলাম।

দাসী—আর্য, তারপর? তারপর?

সংবাহক—আর্য, তিনি এখন দয়ার দান করে···

বসন্তসেনা—কি, গরীব হয়ে গিয়েছেন?

সংবাহক—না বলতেই কি করে আর্যা জানলেন?

বসন্তসেনা—এতে জানার কি আছে? গুণ আর ধন একসঙ্গে কম পাওয়া যায়। যে পুকুরের জল খাবার মত নয়, সে পুকুরে অনেক জল থাকে।

দাসী—আর্য, তাঁর কি নাম?

সংবাহক—আর্যা, পৃথিবীর চাঁদ সেই লোকের নাম কে না জানে?

তিনি থাকেন বণিক পাড়ায়, গর্ব করার মত তাঁর নাম, আর্য চারুদত্ত।

বসন্তসেনা—(আনন্দের সাথে আসন থেকে নেমে) আর্যের নিজেরই বাড়ী এটা। ওলো, এঁর আসন দে, তালের পাখাটা নে, পরিশ্রমে আর্যের কষ্ট হচ্ছে।

দাসী—(তাই করে)

সংবাহক—(স্বগত) কি, আর্য চারুদত্তের নাম করাতেই আমার এত আদর? ধন্য আর্য চারুদত্ত, ধন্য। পৃথিবীতে একমাত্র তুমি একাই বেঁচে আছ। অন্য সব লোক শ্বাসই নিচ্ছে, (এই বলে তুই পায়ে পড়ে) বেশ. আর্যা বেশ। আপনি আসনে বসুন আর্যা।

বসন্তসেনা—(আসনে বসে) আর্য সে ধনী কোথায়?

সংবাহক—

ভাল কাজই সজ্জনের ধন। তুদিনের ধন কার না হয়? সম্মান করতে যে জানে সে সম্মান বিশেষও জানে।

বসন্তসেনা—তারপর? তারপর?

সংবাহক—তারপর, সেই আর্য আমাকে মাইনে দিয়ে কাজ করার জন্যে রাখলেন। তারপর তাঁর যখন চরিত্রই অবশিষ্ট রইল তখন পাশা খেলা হল আমার পেশা। তারপর কপাল খারাপ হওয়াতে আমি দশ মোহর হেরেছি।

মাথুর—আমি উচ্ছন্নে গিয়েছি, আমার কাছ থেকে চুরি করেছে।

সংবাহক—এই তুজন পাশাখেলোয়াড় আর সভাপতি আমাকে খুঁজছে। শুনলেন, এখন আর্যা যা করেন।

বসন্তসেনা—মদনিকা, থাকবার গাছ ভেঙে গেলে পাখারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে যাও, এই সভাপতি আর পাশাখেলোয়াড়কে "এই আর্যই দিচ্ছেন" এই বলে এই হাতের গয়নাটা দাও। (এই বলে হাত থেকে গয়না খুলে দাসীকে দেয়)

দাসী—(নিয়ে) আর্যার যা আদেশ (এই বলে বেরিয়ে যায়)

মাথুর—আমি উচ্ছন্নে গিয়েছি, আমার কাছ থেকে চুরি করেছে।

দাসী—এই দুজন যখন উপরে তাকাচ্ছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে, দরজার দিকে তাকিয়ে আলাপ করছে, তখন মনে হয় এরা দুজনেই পাশা-খেলোয়াড় আর সভাপতি হবে। (কাছে যেয়ে) আর্য, নমস্কার।

মাথুর—তুমি সুখী হও।

দাসী—আর্য, আপনাদের ভিতরে সভাপতি কে ?

মাথুর—

কোমর তোমার সরু, মেয়ে, ভালবাসার সময়
দাঁতের আঘাত লেগে অধর অবিনীত হয়েছে. মিষ্টি
মিষ্টি কথা বলছ, আড়চোখে চাইছ, তুমি কার ?

আমার টাকা নেই অন্য জায়গায় যাও।

দাসী—আপনি যদি এইরকম বলেন, তাহলে আপনি পাশাখেলোয়াড় নন। আপনাদের কাছে ধারে এরকম কেউ আছে ?

মাথুর—আছে, দশ মোহর ধারে, তার কি ?

দাসী—তার জন্যে আর্যা এই হাতের গয়নাটা দিচ্ছেন, না, না, সেই দিচ্ছে।

মাথুর—(আনন্দের সাথে নিয়ে) ওগো, সেই সদ্‌বংশের ছেলেকে ব'লো "তোমার বাজি শোধ হয়েছে। আবার পাশা খেলবে এসো" (এই বলে দুজনে বেরিয়ে যায়)

দাসী—(বসন্তসেনার কাছে গিয়ে) আর্যা, সভাপতি আর পাশা-খেলোয়াড় খুশী হয়ে চলে গিয়েছে।

বসন্তসেনা—তাহলে যান। বন্ধুরা আশ্বস্ত হোন।

সংবাহক—তা যদি হয়, তাহলে এই কলাবিদ্যা পরিজনদের হাতে তুলে নিন।

বসন্তসেনা—আর্য, যার জন্যে এই কলা শিখেছেন, আগে যার সেবা করেছেন, সেই আর্যেরই সেবা করা উচিত্।

সংবাহক—(স্বগত) আর্যা, আমাকে নিপুণভাবে ফিরিয়ে দিলেন, কি

করে প্রত্যুপকার করি ? (প্রকাশ্যে) পাশাখেলোয়াড়দের এই অপমানে আমি বৌদ্ধভিক্ষু হব। সংবাহক নামে পাশা-খেলোয়াড় বৌদ্ধভিক্ষু হয়েছে এই কটা কথা আর্যা মনে রাখবেন।

বসন্তসেনা—আর্য, সাহস করবেন না।

সংবাহক—আর্যা, ঠিক করে ফেলেছি।—(এই বলে একটু যেয়ে)

সব লোকের মাঝখানে যে আমাকে ব্যতিব্যস্ত
করেছে, সে পাশা খেলা। আমি এখন নেড়া
মাথা হয়ে রাজপথে ঘুরে বেড়াব।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সংবাহক—(শুনে) আরে এ কি ? (আকাশে) কি বললে ? "বসন্তসেনার দুষ্ট হাতি খুণ্টমোড়ক ব্যতিব্যস্ত করছে" আহা, যেয়ে আর্যার গন্ধ হাতী দেখি, না এতে আমার কি হবে ? যা ঠিক করেছি তাই করি। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

(তারপর পট না সরিয়েই বিকট উজ্জ্বল বেশে কর্ণপূরকের প্রবেশ)

কর্ণপূরক—কোথায় ? আর্যা কোথায় ?

দাসী—খারাপ মিনসে। তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? আর্যা সামনে দেখতে পাচ্ছিস না ?

কর্ণপূরক—(দেখে) আর্যা নমস্কার।

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক, মুখ খুশী দেখাচ্ছে কি ব্যাপার ?

কর্ণপূরক—(বিস্ময়ের সাথে) আর্যা, ঠকে গিয়েছেন, আজ কর্ণপূরকের পরাক্রম দেখেননি।

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক—কি ? কি ?

কর্ণপূরক—শুনুন আর্যা, আর্যার সেই খুন্টমোড়ক নামে দুষ্ট হাতী, সে বাঁধার খুঁটি ভেঙে, সর্দার মাহুতকে মেরে ফেলে, বিরাট গোলমাল সৃষ্টি করে, রাজপথে এসে নেমেছে। তারপর তখন লোক ঘোষণা করতে লাগল—

ছোটদের সরিয়ে নাও, তাড়াতাড়ি গাছে কি

বাড়ির উপরে ওঠ। দেখছ না কি, দুষ্টু হাতী সামনে, এদিকেই আসছে?

আর—

জোড়া নুপুর চলছে। মণি বসানো মেখলা ছিঁড়ে পড়ছে, ছোট মণিবসানো বালা পড়ে যাচ্ছে।

তার পর সেই দুষ্টু হাতী শুঁড়, দাঁতে আর পায়ে ফোটা পদ্মের মত উজ্জয়িনী শহরকে চষে বেড়াতে বেড়াতে এক পরিব্রাজককে ধরল। দণ্ডকমণ্ডলু ছাড়া জলে ভেজা পরিব্রাজককে দাঁতের মাঝে দেখে আবার লোকজন বলতে লাগল "হায়রে, পরিব্রাজককে মেরে ফেলছে।"

বসন্তসেনা—(উদ্বেগের সাথে) আহা, বিপদ বড় বিপদ।

কর্ণপূরক—ব্যস্ত হবেন না আর্যা, শুনুন।

তারপর শিকলগুলো ছেঁড়া সেই হাতীকে দাঁতের মাঝে পরিব্রাজককে বয়ে বেড়াতে দেখে আমি কর্ণপূরক—না, না আমার ভাত খেয়ে মানুষ এই দাস, বাঁ দিকে যেয়ে পাশা-খেলোয়াড়কে হাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সেই হাতীকে ডাক দিলাম।

বসন্তসেনা—তারপর? তারপর?

কর্ণপূরক—বিন্ধ্যা পাহাড়ের চূড়ার মত সেই হাতীকে রেগে আঘাত করে, দাঁতের মাঝখান থেকে পরিব্রাজককে আমি উদ্ধার করেছি।

বসন্তসেনা—তুমি বেশ করেছ। তারপর? তারপর?

কর্ণপূরক—তারপর আর্যা "সাধু কর্ণপূরক সাধু" এই কথা বলতে বলতে বোঝায় ভারী নৌকোর মত সমস্ত উজ্জয়িনী একদিকে হেলে পড়ল। তারপর আর্যা, একজন গায়ের গয়না পরার জায়গাগুলো খালি দেখে, উপরে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই চাদরটা আমার দিকে ফেলে দিলেন।

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক, দেখ ত' এই চাদরে জাতিফুলের গন্ধ আছে না কি?

কর্ণপূরক—আর্যা, মদগন্ধের জন্যে সেই গন্ধ ভাল বুঝতে পারছি না।

বসন্তসেনা—নামটা দেখ।

কর্ণপূরক—এই নাম আর্যাই পড়ুন (এই বলে চাদরটা দেয়)।

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্তের (এই বলে আগ্রহের সাথে নিয়ে গায় দেয়)।

দাসী—কর্ণপূরক, চাদরটা আর্যাকে মানিয়েছে।

কর্ণপূরক—হ্যাঁ, আর্যাকে চাদরটা মানিয়েছে।

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক, এই তোমার পুরস্কার (এই বলে গয়না দেয়)

কর্ণপূরক—(মাথায় করে নিয়ে প্রণাম করে) এখন আর্যাকে চাদরটা বেশ মানিয়েছে।

বসন্তসেনা—কর্ণপূরক, এই সময় আর্য চারুদত্ত কোথায় ?

কর্ণপূরক—এই রাস্তা দিয়েই বাড়ী যাচ্ছেন।

বসন্তসেনা—ওলো, উপরের বারান্দায় উঠে আর্য চারুদত্তকে আমরা দেখি।

(এই বলে সবাই বেরিয়ে যায়)

দ্যূতকর সংবাহক নামে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ

তৃতীয় অঙ্ক

(তারপর চাকরের প্রবেশ)

চাকর—

চাকরের উপর দরদ আছে এরকম ভালমানুষ
মনিব গরীব হলেও ভাল। কিন্তু যে মনিবের
টাকার গরম, যে মনিব দুষ্ট আর শেষ পর্যন্ত
ভয়ঙ্কর সে মনিবের কাজ করা মুস্কিল

তাছাড়া—

শস্যলোভী ষাঁড়কে বারণ করা যায় না, পরের
স্ত্রীতে আসক্ত লোককে বারণ করা যায় না,
পাশাখেলার নেশা যে লোকের তাকে বারণ
করা যায় না, যে দোষ স্বাভাবিক তা বারণ করা
যায় না।

অনেকক্ষণ হল আর্য চারুদত্ত গান শুনতে গিয়েছেন, মাঝরাত হয়ে গেল এখনও এলেন না। তাহলে এখন বাইরের ঘরে যেয়ে শুই।

(তারপর চারুদত্ত আর বিদূষকের প্রবেশ)

চারুদত্ত—আহা হা, রেভিল বড় ভাল গেয়েছেন। বীণা সত্যিই সমুদ্র থেকে না ওঠা রত্ন। কারণ—

বীণা হল উৎকণ্ঠিত লোকের মনের বন্ধু। যে
ইশারা করেছে সে দেরী করলে মন ভাল রাখার
সব চাইতে ভাল উপায়, বিরহীদের ধৈর্য রাখার
পক্ষে সব চাইতে ভাল। এ আনন্দ প্রেমিকের
ভালবাসা বাড়িয়ে দেয়।

বিদূষক—শোন, চল বাড়ী যাই।

চারুদত্ত—আহা, পণ্ডিত রেভিল বেশ গেয়েছেন।

বিদূষক—আমার কিন্তু দুজিনিষেই হাসি পায়। মেয়েদের সংস্কৃত পড়া আর ছেলেদের মিহি সুরে গান গাওয়া। মেয়েরা যখন সংস্কৃত পড়ে তখন নাকে নতুন দড়ি দেয়া গরুর মত একটু বেশী সু সু করে। ছেলেদেরও মিহি সুরে গান শুকনো ফুলের মালা গলায় বুড় পুরুতের মন্ত্রের মত আমার বেশী ভাল লাগে না।

চারুদত্ত—বন্ধু, পণ্ডিত রেভিল কিন্তু আজ বেশ গেয়েছেন। তুমি খুশী হওনি ?—

অনুরাগে ভরা সে গান মধুর, সমান, স্পষ্ট, ভাবে
ভরা, মিষ্টি। সে গান মন ভুলিয়ে নেয়। বেশী
বলেই বা কি হবে। আমার মনে হয় যেন
আড়াল থেকে কোন মেয়েই গাইছে।

আর—

সত্যিই গানের সময় পেরিয়ে গেলেও অক্ষর-
গুলোর মূর্চ্ছনার ভিতরে উঁচু আর বিরামে নীচু
সুর। হেলায় সংযত অথচ মধুর রাগ। দুবার
উচ্চারণ করা, বীণার তারের উঁচু-নীচু মিষ্টি শব্দ,
এসব যেন শুনতে শুনতে যাচ্ছি।

বিদূষক—বন্ধু, হাটের ভিতরে রাস্তার একপাশে কুকুরগুলোও সুখে ঘুমুচ্ছে। আমরাও বাড়ী যাই। (সামনে দেখে) বন্ধু দেখ দেখ, অন্ধকারকে যেন সুযোগ দিয়ে ভগবান চাঁদ আকাশের প্রাসাদ থেকে নেমে যাচ্ছেন।

চারুদত্ত—তুমি ঠিক বলেছ।—

ঐ উন্নত রশ্মি চাঁদ অন্ধকারকে সুযোগ দিয়ে অস্ত
যাচ্ছে। যেন বুনো হাতী জলে ডুবে গিয়েছে
তার ধারাল দাঁতের মাথা অবশিষ্ট আছে।

বিদূষক—এই যে আমাদের বাড়ী। বর্ধমানক, বর্ধমানক দরজা খোল !

চাকর—আর্য মৈত্রেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে। আর্য চারুদত্ত এসেছেন। তাঁর দরজাটা এবার খুলে দি। (তাই করে) আর্য প্রণাম। আর্য মৈত্রেয় আপনাকেও প্রণাম। এই আসন বিছানো আছে, আপনারা দুজন বসুন।

(দুজনে ভিতরে যাবার আর বসবার অভিনয় করে)

বিদূষক—বর্ধমানক পা ধুয়ে দেবার জন্যে রদনিকাকে ডাক।

চারুদত্ত—(অনুকম্পার সাথে) ঘুমন্ত লোককে জাগানো উচিত নয়।

চাকর—আর্য মৈত্রেয়, আমি জল ধরছি আপনি পা ধুয়ে দিন।

বিদূষক—(রেগে) বন্ধু শোন, এ দাসীর ছেলে হয়ে জল ধরবে আর আমি ব্রাহ্মণ হয়ে পা ধুয়ে দেব।

চারুদত্ত—বন্ধু মৈত্রেয়, তুমি জল ধর, বর্ধমানক পা ধুয়ে দিক।

চাকর—আর্য মৈত্রেয়, জল দিন।

(বিদূষক তাই করে। চাকর চারুদত্তের পা ধুইয়ে সরে যায়।)

চারুদত্ত—ব্রাহ্মণের পায়ের জল দাও।

বিদূষক—আমার পায়ের জল দিয়ে কি হবে? তাড়া খাওয়া গাধার মত আমার আবারও মাটিতেই গড়াতে হবে।

চাকর—আর্য মৈত্রেয় আপনি ব্রাহ্মণ।

বিদূষক—সব সাপের ভিতর যেমন ঢোঁড়া সাপ তেমনি সব বামুনের ভিতরে আমি বামুন।

চাকর—আর্য মৈত্রেয় তবুও ধুইয়ে দেব। (তাই করে) আর্য মৈত্রেয়, এই সেই সোনার ভাঁড়। আমার দিনের বেলা আপনার রাত্রি-বেলা—তা হ'লে নিন। (এই বলে দিয়ে বেরিয়ে যায়)

বিদূষক—(নিয়ে) আজও এটা আছে? এই উজ্জয়িনীতে কি চোরও নেই যে এই দাসীর ব্যাটা ঘুমচোরটাকে চুরি করছে না। বন্ধু শোন, ভিতরের চতুঃশালায় এটা ঢুকিয়ে রাখি।

চারুদত্ত—

এগুলো বেশ্যা পরেছিল, ভিতরবাড়ীতে নিও না।

ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না তাকে দিয়ে দিচ্ছি, ততক্ষণ
তুমি নিজেই রাখ।

(ঘুমের অভিনয় করতে করতে "সত্যিই গানের" ইত্যাদি আবার বলতে থাকে।)

বিদূষক—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?

চারুদত্ত—হ্যাঁ।—

এই হল চোখ জোড়া ঘুম, কপাল থেকে যেন
কাছে এগিয়ে আসছে, এর রূপ দেখা যায় না,
এ চঞ্চল। মানুষের চেতনাকে এ হারিয়ে দিয়ে
জরার মত নিজে বাড়তে থাকে।

বিদূষক—তাহলে আমরা ঘুমুই। (ঘুমের অভিনয় করে)

(তারপর শর্বিলকের প্রবেশ)

শর্বিলক—

নিজের মাপ মত, আরামে ঢোকা যায় এইরকম
রাস্তা তৈরী করেছি। শিক্ষার জোরে আর
গায়ের জোরে কাজ করার পথ বানিয়েছি। পাশে
মাটির ঘসা খেয়ে সরু সাপের মত ভিতরে ঢুকে যাব।

(আকাশের দিকে তাকিয়ে আনন্দে)—আহা, সেই চন্দ্রদেব অস্ত যাচ্ছেন। দেখ—

পরের বাড়ীতে ঢুকতে এরকম বীর আর নেই,
রাজপুরুষদের এ আশঙ্কা ছিল। ঘন অন্ধকারে
সব জিনিষ লুকিয়ে যাওয়াতে এই রাত মায়ের
মত আড়াল করে নিয়েছে।

গাছের আড়াল দেয়া জায়গায় সিঁধ দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি। তাহলে এখন এই চতুঃশালাটাও নষ্ট করি।—

ঘুমের ভিতরেই যা বেশী হয় এ কাজ তাই।
লোকে একে ছোট কাজ বলে এ কথা সত্যি। যে
বিশ্বাস করে তাকেও ঠকিয়ে কষ্ট দেয়া, এ চুরিই

বীরত্ব নয়। বাঁধা হয়ে সেবা করা নয়, এ স্বাধীন কাজ, বরং ভাল। পুরাকালে দ্রোণের ছেলে ঘুমের ভিতরে রাজাদের মারতে এই রাস্তাই নিয়ে ছিলেন।

তাহলে কোন জায়গায় সিঁধ কাটি?—

দেয়ালের কোন জায়গা জলে ভিজে নরম হয়েছে, শব্দ হবে না, দেখা যাবে না অথচ সিঁধটাও ভাল হবে। দালানের কোন জায়গাটা ক্ষার লেগে ঢেলার মত পাতলা হয়ে গিয়েছে। কোন জায়গায় মেয়ে মানুষের সাথে দেখা হবে না অথচ আমার কাজও সিদ্ধি হবে।

(দেয়াল ছুঁয়ে) রোজ সূর্য দেখার সময়কার জল পড়ে পড়ে জায়গাটা খারাপ হয়েছে, ক্ষারে পাতলা হয়েছে। এখানে ইঁদুরের মাটিও রয়েছে। আঃ, কাজ সিদ্ধি হয়েছে। কার্তিকেয়ের সন্তানদের সিদ্ধির এই প্রথম লক্ষণ। এখানে কাজের সুরুতে কিরকম সিঁধ দিই? ভগবান কনকশক্তি সিঁধ দেবার চাররকম উপায় দেখিয়েছেন। যেমন পোড়া ইঁট হলে টেনে আনা, কাঁচা ইঁট হলে কাটা। মাটির হলে জলে ভেজানো, কাঠের তৈরী হলে কাটা। এখানে পোড়া ইঁট সুতরাং ইঁট টানতে হবে। তাতে—

ফোটা পদ্ম, সূর্য, নতুন চাঁদ, বড় দীঘি, স্বস্তিক, পূর্ণকুম্ভ, নিজের কোন্ শিল্প দেখাব। যা দেখে সকাল বেলা নগরের লোক অবাক হয়ে যাবে?

তবে এখানে পোড়া ইঁটে পূর্ণকুম্ভই ভাল দেখায়, তাই করি।—

রাত্রিবেলা পরের ক্ষারে ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালে আমার সিঁধ দেখে আর অন্যান্য ভয়ানক কায়দা দেখে সকালবেলা প্রতিবেশীরা আমাকে দোষও দেবে আবার কাজের নৈপুণ্যের কথাও বলবে।

বরদাতা কুমার কার্তিকেয়কে নমস্কার। দেবব্রত ব্রহ্মণ্যদেব

কনকশক্তিকে নমস্কার, ভাস্করনন্দীকে নমস্কার, যাঁর আমি প্রথম শিষ্য সেই যোগাচার্যকে নমস্কার। তিনি আমাকে খুশী হয়ে— যোগরোচনা দিয়েছেন।—

এ গায়ে মাখলে রক্ষীরা আমাকে দেখতে পাবে
না, অস্ত্র গায়ে পড়লেও আঘাত লাগবে না।

(তাই করে) হায়রে কষ্ট। মাপার সুতো ভুলে গিয়েছি। (ভেবে) হ্যাঁ, এই পৈতে মাপার সুতো হবে। পৈতেটা ব্রাহ্মণদের বিশেষ করে আমাদের মত ব্রাহ্মণের বড় দরকারী জিনিষ। কারণ—

এ দিয়ে দেয়ালের ভিতরে কাজের রাস্তা মাপা
যায়, এ দিয়ে গয়না আটকানো থাকলে
খোলা যায়, যন্ত্রের মত শক্ত দরজা হলে এ দিয়ে
খোলা যায়। সাপ কি পোকা কামড়ালে এ দিয়ে
বাঁধা যায়।

মেপে নিয়ে কাজ সুরু করি (তাই করে দেখে) একটি মোটে ইট আছে এই সিঁধে। হায়রে কষ্ট, সাপে কামড়াল। (পৈতে দিয়ে আঙুল বেঁধে বিষের জ্বালার অভিনয় করে। চিকিৎসা করে) সুস্থ হয়েছি। (আবার কাজ করে দেখে) আহা প্রদীপ জ্বলছে।—

প্রান্ত পর্যন্ত অন্ধকারে ঢাকা প্রদীপের শিখা
যেন কষ্টিপাথরে সোনার রেখা, সিঁধের মুখ দিয়ে
পৃথিবীতে বেরিয়ে আসছে।

(আবারও কাজ করে) সিঁধ শেষ। বেশ ঢুকি। না এখন ঢুকব না। নকল মানুষ ঢোকাই। (তাই করে) আহা, কেউ নেই। কার্তিকেয়কে নমস্কার (ঢুকে দেখে) আঃ, দুজন লোক ঘুমুচ্ছে। হোক, নিজেকে বাঁচানোর জন্যে দরজাটা খুলি। অ্যাঁ, বাড়ীটা পুরোনো বলে দরজাটা আওয়াজ করছে। তাহলে এখন জল খুঁজি। জল কোথায় হবে ? (এদিক ওদিক তাকিয়ে জল নিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিঁটিয়ে দিতে দিতে) মাটিতে পড়ে আওয়াজ না করে, (পিছন

দিকে তাকিয়ে দরজা খুলে) বেশ, এখন পরীক্ষা করি। ঘুমের ভান করছে, না সত্যিই এরা দুজন ঘুমুচ্ছে। (ভয় দিয়ে পরীক্ষা করে) হ্যাঁ, এরা ঠিকই ঘুমুচ্ছে। কারণ—

ও নিশ্বাস নিচ্ছে নির্ভয়ে, সমান ব্যবধানে স্পষ্ট
ভাবে। চোখ গভীর ভাবে বোজা, বিকৃত নয়,
ভিতরে চঞ্চল নয়। গাঁটগুলো ঢিলে, শরীর
শিথিল, দরকারের চাইতে বেশী জায়গা নিয়ে
শুয়েছে। ঘুমের ভান করলে প্রদীপটাও মুখের
উপর সহ্য করতে পারত না।

(চারদিকে দেখে) আরে, মৃদঙ্গ, ঐ দর্দুর। ঐ পনব, এই যে বীণাও। এখানে বাঁশী, ওই যে বই। এ কি নাট্যাচার্যের বাড়ী? না, আমি বাড়ী দেখে ঢুকেছি। তাহলে ওকি সত্যিই গরীব? না কি রাজার ভয়ে কিংবা চোরের ভয়ে মাটির ভিতরে জিনিষ রাখে? তবে আমার নামও শর্বিলক। মাটির ভিতরে জিনিষ? বেশ বীজ ছড়াই। (তাই করে) বীজ ফেলা হল কোনটা ফুটে উঠল না। আহা ও সত্যিই গরীব, বেশ যাই।

বিদূষক—(স্বপ্নের ঘোরে) বন্ধু শোন, সিঁধের মত দেখাচ্ছে। চোরের মত দেখছি, এই সোনার ভাঁড় তাহলে তুমি নাও।

শর্বিলক—ওকি আমি ঢুকছি জেনে "আমি গরীব" এই বলে উপহাস করছে? তা হলে কি মেরে ফেলব? না কি হালকা লোক বলে স্বপ্নে কথা বলছে? (দেখে) আরে সত্যিই ছেঁড়া স্নানের কাপড় দিয়ে বাঁধা প্রদীপের আলোয় জ্বলজ্বল করছে গয়নার ভাঁড় এটা, বেশ নিই. না এ অবস্থায়—ভাল বংশের লোকদের উপর অত্যাচার করতে নেই। তাহলে যাই।

বিদূষক—বন্ধু শোন, যদি এই সোনার ভাঁড় না নাও তাহলে গরু আর ব্রাহ্মণের কামনার দিব্যি।

শর্বিলক—ভগবতী গাভীর কামনা আর ব্রাহ্মণের কামনা এড়ানো যায় না। তাহলে নিই, না প্রদীপ জ্বলছে। আমার কাছে প্রদীপ

নেবানোর জন্যে আগুনে পোকাও আছে। এখন সেগুলো ছেড়ে দিই। এই তার স্থান কাল। এই আমি পোকা ছেড়ে দিলাম, ওই প্রদীপের উপরে নানা রকমভাবে ঘুরবার জন্যে যাক। এই যে ভদ্রপীঠ পাখার হাওয়া দিয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছে। হায়রে, অন্ধকার করে ফেলল। আমি ও কি আমার ব্রাহ্মণের বংশকে অন্ধকার করে ফেলিনি? চারবেদে যে পণ্ডিত, যে কখনো দান নেয়নি তার ছেলে আমি ব্রাহ্মণ শর্বিলক বেশ্যা মদনিকার জন্যে খারাপ কাজ করছি। এখন ব্রাহ্মণের সাথে ভাব করব।

(এই বলে নেবার চেষ্টা করে)

বিদূষক—বন্ধু, তোমার হাতের ডগা ঠাণ্ডা।

শর্বিলক—ছিঃ, ভুল করেছি। জল লেগে আমার হাতের ডগা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। হোক, বগলে হাত রাখি। (ডান হাত গরম করার অভিনয়, করে নেয়)

বিদূষক—নিয়েছ?

শর্বিলক—ব্রাহ্মণের এই ভালবাসা এড়ানো যায় না, তাইতে নিলাম।

বিদূষক—জিনিষ বিক্রী হবার পর বেনের মত এইবার আমি সুখে ঘুমুব।

শর্বিলক—মহাব্রাহ্মণ। একশ বছর ঘুমোও। দুঃখের কথা বেশ্যা মদনিকার জন্যে ব্রাহ্মণের বংশকে অন্ধকারে ফেললাম। না নিজেকে ফেললাম।—

যে দারিদ্র্যে পৌরুষ দেখানো যায় না, তাকে নিন্দা
করি। সেই জন্যেই এই খারাপ কাজ করছি।
আবার তাকে নিন্দাও করছি।

তাহলে এখন মদনিকাকে মুক্ত করার জন্যে বসন্তসেনার বাড়ীতে যাই। (পা ফেলে দেখে) আঃ, পায়ের শব্দের মত। রক্ষীরা আবার না হয়। বেশ থাম হয়ে থাকি। না আমিও শর্বিলক। আমার কাছে আবার রক্ষী। যে আমি—

চলনে বেড়াল, দৌড়ে হরিণ, ছোঁ মেরে নিতে
বাজ পাখী, ঘুমোন আর জাগা মানুষের ক্ষমতা

বুঝতে কুকুর, ফুটো দিয়ে গলে যাবার ব্যাপারে সাপ, শরীরের নানারকম পোষাক করার ব্যাপারে স্বয়ং মায়া, নানা দেশের ভাষায় স্বয়ং সরস্বতী, রাত্রিতে প্রদীপ, বিপদে শিয়াল, মাটিতে ঘোড়া, জলে নৌকো।

আর—

আমি চলাতে সাপের মত, স্থৈর্যে পাহাড়ের মত, তাড়াতাড়ি যেতে গরুড়ের মত, পৃথিবী দেখতে খরগোশের মত, ছিনিয়ে নিতে বাঘের মত আর শক্তিতে সিংহের মত।

রদনিকা—(ঢুকে) হায়, হায়! বাইরের ঘরে বর্ধমানক ঘুমুচ্ছিল, তাকেও এখানে দেখা যাচ্ছে না। বেশ, আর্য মৈত্রেয়কে ডাকি, (এই বলে যেতে থাকে)

শর্বিলক—(রদনিকাকে মেরে ফেলতে যায়। দেখে) কি মেয়েলোক। বেশ যাই। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

রদনিকা—(যেয়ে ভয়ের সাথে) হায়, হায়! আমাদের বাড়ীতে সিঁধ কেটে চোর পালাচ্ছে। (বিদূষকের কাছে যেয়ে) আর্য মৈত্রেয়, উঠুন উঠুন—। আমাদের বাড়ীতে সিঁধ দিয়ে চোর পালিয়েছে।

বিদূষক—(উঠে) আঃ দাসীর মেয়ে, কি বলছিস? সিঁধ চোর কেটে বেরিয়ে গেল।

রদনিকা—কোন আশা নেই, ঠাট্টা রাখুন। এটা দেখছেন না?

বিদূষক—আঃ দাসীর মেয়ে। কি বলছিস? এ যেন আর একখানা দরজা কেটেছে। ও বন্ধু চারুদত্ত। ওঠ, ওঠ। আমাদের বাড়ীতে সিঁধ দিয়ে চোর পালিয়েছে।

চারুদত্ত—বেশ। শোন, ঠাট্টা রাখ।

বিদূষক—শোন, ঠাট্টা নয়। নিজে দেখ।

চারুদত্ত—কোথায়?

বিদূষক—এখানে।

চারুদত্ত—(দেখে) আহা, সিঁধটা দেখার মত।—

উপর থেকে আর নীচু থেকে ইঁট সরিয়ে ফেলেছে,
ওটা হয়েছে উপর দিকটা সরু আর মাঝখানটা
বড়। বড় বাড়ীটা খারাপ লোকের সংসর্গ
করতে ভয় পেয়েছে। তাইতে যেন ওর বুক
ফেটে গিয়েছে।

এই কাজেও কিরকম নিপুণতা।

বিদূষক—বন্ধু, এই সিঁধ দুরকম লোক দিয়ে থাকতে পারে। হয় বাইরে থেকে এসেছে এরকম লোক না হয় শিখছে এরকম কোন লোক, তাছাড়া এই উজ্জয়িনীতে আমাদের বাড়ীর সম্পত্তির কথা কে না জানে ?

চারুদত্ত—

কোন বিদেশী, কি শিখছে এরকম কোন লোক
আমার বাড়ীতে এ কাজ করেছে। সে জানত না
যে টাকা নেই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে লোকে ঘুমুচ্ছে।
প্রথমে আমাদের বড় বাড়ী দেখে আশা করেছিল,
অনেকক্ষণ ধরে সিঁধ কেটে পরিশ্রান্ত হয়ে পরে
নিরাশ হয়ে চলে গিয়েছে।

তাহলে সে বেচারা বন্ধুদের কাছে যেয়ে কি বলবে ? "বণিকের ছেলের বাড়ী যেয়ে আমি কিছুই পাইনি,"

বিদূষক—শোন, তুমি সেই হতাশ চোরটার জন্য দুঃখ করছ কেন ? সে ভেবেছিল এত বড় বাড়ী, এখান থেকে রতনের ভাঁড় কি সোনার ভাঁড় বের করব। (মনে করে দুঃখের সাথে নিজের মনে) সেই সোনার ভাঁড় কোথায় ? (আবার মনে করে প্রকাশ্যে) বন্ধু, শোন। তুমি সব সময়ই বল মৈত্রেয় মূর্খ, মৈত্রেয় পণ্ডিত নয়। সেই সোনার ভাঁড় তোমার হাতে দিয়ে আমি ঠিক কাজ করেছি। তাছাড়া দাসীর ছেলেটা চুরি করত।

চারুদত্ত—ঠাট্টা কোরো না।

বিদূষক—শোন, আমি এমন মুর্খ যে ঠাট্টারও স্থান-কাল জানি না?

চারুদত্ত—কখন দিয়েছ?

বিদূষক—যখন আমি তোমাকে বললাম তোমার হাতের

চারুদত্ত—এরকম আবার কখন হল? (সবদিক তাকিয়ে আনন্দের সাথে) বন্ধু, কপালগুণে তোমাকে ভাল খবর দিচ্ছি।

বিদূষক—কি? চুরি হয়নি?

চারুদত্ত—চুরি হয়েছে।

বিদূষক—তাহলে আবার ভাল খবর কি?

চারুদত্ত—সে লোক সফল হয়ে ফিরেছে।

বিদূষক—সে ছিল গচ্ছিত ধন।

চারুদত্ত—কি? গচ্ছিত? (মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে)

বিদূষক—তুমি আশ্বস্ত হও। গচ্ছিত জিনিষ যদি চোরে নিয়ে গেল, তাহলে তুমি কেন মূর্চ্ছা গেলে?

চারুদত্ত—(আশ্বস্ত হয়ে) বন্ধু,—

সত্যি কথা কে বিশ্বাস করবে? সবাই আমাকে
লঘু মনে করবে। নিষ্প্রভ দারিদ্র্যকে পৃথিবীতে
সবাই সন্দেহ করে।

হায়রে কষ্ট!—

অদৃষ্ট, আমার টাকাকে ভালবেসে এখন কেন
নিষ্ঠুর ভাবে আমার চরিত্রও নষ্ট করলে?

বিদূষক—আমি অস্বীকার করব। কে দিয়েছে? কে নিয়েছে? সাক্ষী কে?

চারুদত্ত—আমি এখন মিথ্যে কথা বলব?—

ভিক্ষে করে গচ্ছিত জিনিষ ফেরৎ দেব, মিথ্যে
কথা বলে চরিত্র নষ্ট করব না।

রদনিকা—যাই, আর্যা ধূতাকে বলি। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

(তারপর দাসীর সাথে চারুদত্তের স্ত্রীর প্রবেশ)

বধূ—(ভয়ে ভয়ে) ওলো সত্যিই আর্য মৈত্রেয় আর আর্যপুত্র অক্ষত শরীরে আছেন ?

দাসী—গিন্নি মা সত্যি ! কিন্তু সেই বেশ্যার যে গয়না ছিল তা চুরি হয়ে গিয়েছে ।

(মূর্চ্ছার অভিনয় করে)

দাসী—আর্যা ধূতা আশ্বস্ত হোন ।

বধূ—(আশ্বস্ত হয়ে) ওলো, কি বলছিস ? "আর্যপুত্র অক্ষত দেহে" এই ! তার শরীরের ক্ষতি হলে বরং ভাল ছিল কিন্তু চরিত্রের ক্ষতি নয় । এখন উজ্জয়িনীর লোকে এরকম বলবে । দারিদ্র্যের জন্যে আর্যপুত্রই এই রকম খারাপ কাজ করেছে । (উপরে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে) ভগবান, অদৃষ্ট, পদ্মপাতার উপর চঞ্চল জলের ফোঁটার মত, গরীবের ভাগ্য নিয়ে খেলা কর । মায়ের বাড়ী থেকে পাওয়া এই একটাই আমার রত্নাবলী আছে । বেশী দয়া বলেই আর্যপুত্র এটা নেন নি । ওলো, আর্য মৈত্রেয়কে একটু ডাক ।

দাসী—আর্যা ধূতার যা আদেশ । (বিদূষকের কাছে যেয়ে) আর্য মৈত্রেয়, ধূতা আপনাকে ডাকছেন ।

বিদূষক—তিনি কোথায় ?

দাসী—এখানে রয়েছেন, কাছে যান ।

বিদূষক—(কাছে যেয়ে) আপনার মঙ্গল হোক ।

বধূ—আর্য, নমস্কার । আমার দিকে মুখ ফেরান আর্য ।

বিদূষক—এই যে আপনার দিকে মুখ ফিরিয়েছি ।

বধূ—আর্য, এটা নিন ।

বিদূষক—এটা আবার কি ?

বধূ—আমি রত্নষষ্ঠীর উপোষ করেছিলাম । তাতে ক্ষমতা অনুসারে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয় । সেটাও দেয়া হয় নি । তাইতে তার জন্যে এই রত্নহারটা নিন ।

বিদূষক—(নিয়ে) মঙ্গল হোক, যাই প্রিয়বন্ধুকে বলি ।

বধূ——আর্য মৈত্রেয়, আমাকে লজ্জা দেবেন না। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

বিদূষক—(বিস্ময়ের সাথে) আহা, কি ওঁর মহানুভবতা।

চারুদত্ত—মৈত্রেয় দেরী করছে। ঘাবড়ে যেয়ে আবার কোন অকাজ না করে, মৈত্রেয়, মৈত্রেয়।

বিদূষক—(কাছে যেয়ে) এই যে আমি। এটা নাও। (রত্নহার দেখায়)

চারুদত্ত—এটা কি ?

বিদূষক—শোন, এ তোমার যোগ্যস্ত্রী বিয়ে করার ফল।

চারুদত্ত—কি, ব্রাহ্মণী আমাকে দয়া করছে ? কি কষ্ট ! এখন আমি গরীব হলাম।—

কপালদোষে নিজের জিনিষ গিয়েছে, স্ত্রীর জিনিষ
নিয়ে অনুগৃহীত হচ্ছি। কাজ দিয়েই পুরুষ আর
মেয়ে। সে মেয়ে কাজের বেলায় পুরুষ।

না ; আমি গরীব নই, যে আমার—

স্ত্রী অবস্থা অনুসারে চলে, তুমি সুখে আর দুঃখে
বন্ধু, বিশেষ করে গরীবের পক্ষে শক্ত সেই
সত্যও যার নষ্ট হয় নি।

মৈত্রেয়, রত্নাবলী নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও। তাকে আমার কথায় বল "আমরা নিজেদের ভেবে বিশ্বাস করে পাশা খেলায় সোনার গয়নাগুলো হেরেছি তার জন্যে এই রত্নহার গ্রহণ করুন।"

বিদূষক—যা ভোগ করা হয়নি, যা খাওয়া হয় নি, চোরে নেয়া সেই কমদামী জিনিষের জন্যে চার সমুদ্রের সার এই রত্নহার দিও না।

চারুদত্ত—বন্ধু, না, তা নয়।—

যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সে আমাদের
কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, সেই বিশ্বাসেরই এই
বিরাট দাম দিচ্ছি।

তাহলে বন্ধু, আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, এটা গ্রহণ না করিয়ে তুমি এখানে আসবে না। বর্ধমানক,—

এই ইটগুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁধটা গেথে ফেল। নিন্দায় অনেক দোষ, তাইতে ওটা রাখতে চাই না।

বন্ধু মৈত্রেয়, তুমিও অকৃপণ উদারভাবে বলবে।

বিদূষক—গরীব কি অকৃপণভাবে বলতে পারে?

চারুদত্ত—আমি গরীব নই বন্ধু। আমার—

স্ত্রী অবস্থা অনুসারে চলে, তুমি সুখে আর দুঃখে বন্ধু, বিশেষ করে গরীবের পক্ষে যা শক্ত সেই সত্যও নষ্ট হয় নি।

তুমি তাহলে যাও। আমিও হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে সন্ধ্যা করি।

(এই বলে সবাই বেরিয়ে যায়)

সন্ধিচ্ছেদ নামে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

(তারপর দাসীর প্রবেশ)

দাসী—মা আর্যার কাছে যেতে বলেছেন, এই যে আর্যা ছবির দিকে তাকিয়ে বসে মদনিকার সাথে কথা বলছেন। তাহলে কাছে যাই।

(এই বলে হাঁটতে থাকে)

(তারপর যেমন বলা হয়েছে সেই ভাবে বসন্তসেনা আর মদনিকার প্রবেশ)

বসন্তসেনা—ওলো মদনিকা, এই ছবিটা কি ঠিক আর্য চারুদত্তের মত ?

মদনিকা—ঠিক একরকম।

বসন্তসেনা—তুই কি করে জানলি ?

মদনিকা—কারণ আপনার স্নিগ্ধদৃষ্টি লেগে আছে।

বসন্তসেনা—ওলো মদনিকা, বেশ্যা বাড়ীতে থাকিস বলে কি মন রেখে এই কথা বলছিস ?

মদনিকা—আর্যা, বেশ্যা বাড়ীতে যেই থাকে সেই কি মিথ্যা দাক্ষিণ্য দেখায় ?

বসন্তসেনা—ওলো, নানা পুরুষের সংসর্গে আসে বলে বেশ্যারা মিথ্যা দাক্ষিণ্য দেখায়।

মদনিকা—আপনার দৃষ্টি আর মন যে এতে আটকে আছে তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করছেন ?

বসন্তসেনা—ওলো, সখীদের উপহাস থেকে রক্ষা করছি।

মদনিকা—আর্যা, এ ঠিক নয়। মেয়েরা সখীদের মনের মত হয়।

প্রথমা দাসী—(কাছে এসে) আর্যা, মা আদেশ করছেন "পাশের দরজায় ঢাকা গাড়ী সাজানো রয়েছে তাইতে যাও।"

বসন্তসেনা—ওলো, আর্য চারুদত্ত কি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন ?

দাসী—আর্যা, যিনি গাড়ীর সাথে দশ হাজার মোহরের গয়না পাঠিয়েছেন।

বসন্তসেনা—সে আবার কে ?

দাসী—ইনি হলেন রাজার শালা সংস্থানক।

বসন্তসেনা—(রেগে) দূর হ। এরকম আর বলিস না।

দাসী—প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন আর্যা, আমি খবর নিয়ে এসেছি।

বসন্তসেনা—আমি খবরের উপরেই রাগ করছি।

দাসী—তা হলে মাকে কি বলব ?

বসন্তসেনা—এই রকম বলতে হবে "আমাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চান, তবে এরকম আদেশ যেন মা আর না করেন।"

দাসী—আপনার যা ইচ্ছে। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

শর্বিলক—(প্রবেশ করে)—

রাত্রিকে অপবাদ দিয়ে, ঘুমকে আর রাজার
রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে শেষ রাত্রিতে সূর্য ওঠার
সময়কার চাঁদের মত ম্লান হয়ে গিয়েছি।

তাছাড়া—

তাড়াতাড়ি চলেছে এরকম কোন লোক যদি
আমার দিকে তাকায়, যদি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি
কাছে আসে, কি দাঁড়িয়ে থাকে, দোষী মন তাদের
সবাইকেই ভয় করে। মানুষ নিজের দোষেই
শঙ্কিত হয়।

মদনিকার জন্যে আমি সাহসের কাজ করেছি।—

কোন লোক হয়ত বাড়ীর লোকের সাথে কথা
বলছে তাকে এড়িয়ে গিয়েছি। কোন বাড়ী
মেয়েরাই রক্ষা করছে দেখে ছেড়ে গিয়েছি।
রাজার রক্ষীরা পাশে এলে বাড়ীর থামের মত
দাঁড়িয়ে থেকেছি। এই রকম নানা ঘটনায়
রাতকে দিন ক'রে ফেলেছিলাম।

(এই বলে হাঁটতে থাকে)

বসন্তসেনা—ওলো, এই ছবি শোবার ঘরে রেখে, তালপাখাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।

মদনিকা—আর্যা যা আদেশ করেন। (এই বলে ছবি নিয়ে বেরিয়ে যায়)

শর্বিলক—এই বসন্তসেনার বাড়ী, তাহলে ভিতরে যাই, (ভিতরে যেয়ে) মদনিকাকে আমি কোথায় দেখতে পাব ?

(তখন তালপাখা হাতে মদনিকার প্রবেশ)

শর্বিলক—(দেখে) আঃ, এই যে মদনিকা।—

গুণে কামদেবকেও হারিয়ে দিয়েছে। এই মূর্তিমতী
রতির মত শোভা পাচ্ছে। ভালবাসার আগুনে বড়
তপ্ত আমার মনও যেন ও চন্দন দিয়ে শান্ত ক'রে
দেয়।

মদনিকা — !

মদনিকা—(দেখে) আরে শর্বিলক যে, শর্বিলক, খবর ভাল ত ? কোথায় চলেছ ?

শর্বিলক—বলছি। (এই বলে অনুরাগের সাথে দুজন দুজনকে দেখতে থাকে)

বসন্তসেনা—মদনিকা দেরী করছে। ও কোথায় তাহলে ? (জানালা দিয়ে দেখে) এযে একজন পুরুষ মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অত স্নিগ্ধ চোখে পলক না ফেলে যেন খেয়ে ফেলছে এইভাবে যখন দেখছে তখন মনে হয় লোকটি ওকে মুক্ত করতে চায়। তাহলে আনন্দ করুক, আনন্দ করুক। কারও ভালবাসায় যেন বাধা না হয়। আমি ডাকব না।

মদনিকা—শর্বিলক বল।

(শর্বিলক ভয়ে ভয়ে সব দিক দেখতে থাকে)

মদনিকা—শর্বিলক, যেন ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে।

শর্বিলক—তোমাকে একটু গোপনীয় কথা বলব, তা এ জায়গাটা নির্জন তো ?

মদনিকা—হ্যাঁ।

বসন্তসেনা—কি, বড্ড গোপন? তাহলে শুনব না।

শর্বিলক—মদনিকা, দাম দিলে বসন্তসেনা কি তোমাকে মুক্তি দেবেন?

বসন্তসেনা—কি, আমার সম্বন্ধেই কথা, তাহলে এই জানলা দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে শুনি।

মদনিকা—শর্বিলক, আমি আর্যাকে বলেছিলাম। তাতে বলেছেন "যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহলে বিনা পয়সাতেই সব পরিজনকে মুক্ত করে দেব।" আর শর্বিলক, তোমার এত পয়সা কোথায় যে আমাকে আর্যার কাছ থেকে মুক্ত করবে?

শর্বিলক—

ওগো ভীতু মেয়ে, আমি গরীব, আর তোমাকে
ভালবাসি, তাইতে আজ রাত্রে তোমার জন্যে
সাহসের কাজ করেছি।

বসন্তসেনা—ওর চেহারা শান্ত। কিন্তু সাহসের কাজের কথায় উদ্বেগ হয়।

মদনিকা—দুদিনের মেয়েমানুষের জন্যে তুমি দুই-ই বিপদে ফেলেছিলে।

শর্বিলক—কি, কি?

মদনিকা—দেহ আর চরিত্র।

শর্বিলক—বোকা মেয়ে, সাহসের ভিতরেই লক্ষ্মী বাস করেন।

মদনিকা—তোমার চরিত্রে কোন দোষ নেই। তাহলে আমার জন্যে সাহসের কাজ করে তুমি কি খুব অন্যায় করনি?

শর্বিলক—

টাকার জন্যে আমি ফুটে ওঠা লতার মত গয়না
পরা মেয়েদের কখনো চুরি করি না, ব্রাহ্মণের
সোনা চুরি করি না। যজ্ঞের জন্যে আনা জিনিষ
চুরি করি না, ধাত্রীর কোলে শিশুকে চুরি
করি না। চুরি করতে গেলেও আমার মন সব
সময় ভালমন্দ বিচার করে।

সুতরাং বসন্তসেনাকে জানাও—

তোমার শরীরের মাপে তৈরী এই গয়না আমার
ভালবাসার খাতিরে গোপনে পরবে।

মদনিকা—শর্বিলক, গোপনে আর গয়না পরা এ দুটো একসাথে হয় না। তা আন দেখি গয়নাগুলো।

শর্বিলক—এই গয়না। (এই বলে ভয়ে ভয়ে দেয়)

মদনিকা—(দেখে) এই গয়নাগুলো যেন আগে কোথায় দেখেছি। বলত এগুলো তুমি কোথায় পেলে ?

শর্বিলক—মদনিকা, তা দিয়ে তোমার কি ? নাও।

মদনিকা—(রেগে) আমাকে যদি বিশ্বাসই না কর, তা হলে আমাকে মুক্ত করে নিতে চাও কেন ?

শর্বিলক—ওগো, সকালে আমি শুনেছি, এগুলো বণিকপাড়ার বণিক চারুদত্তের।

(বসন্তসেনা আর মদনিকা মূর্ছার অভিনয় করে)

শর্বিলক—মদনিকা আশ্বস্ত হও।—

তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছি। তবুও কেন
ভালবাসা দেখাচ্ছ না ? তুমি কাঁপছ, দুঃখে
তোমার সারা শরীর লুটিয়ে পড়েছে। ভয়ে
তোমার চোখ ঘুরছে।

মদনিকা—(আশ্বস্ত হয়ে) ওগো সাহসী, আমার জন্য এই অকাজ করতে যেয়ে কেউকে হত কি আহত করনি ত ?

শর্বিলক—মদনিকা, যে ভয় পেয়েছে, কি ঘুমিয়ে আছে তাকে শর্বিলক মারে না। তাইতে আমি কাউকে খুনও করিনি, আহতও করিনি।

মদনিকা—সত্যি ?

শর্বিলক—সত্যি।

বসন্তসেনা—(জ্ঞান হয়ে) আঃ, বাঁচলাম।

মদনিকা—প্রিয় সংবাদ।

শর্বিলক—(ঈর্ষার সাথে) মদনিকা, কি এমন প্রিয় ?—

পূর্বপুরুষরা ভাল কাজ করেছেন, এমন বংশে জন্মেও তোমাকে ভালবাসি বলে খারাপ কাজ করেছি। প্রেমে আমার গুণ নষ্ট হলেও তোমার মান রেখেছি আর তুমি আমাকে বন্ধু বলছ, অথচ অন্য পুরুষের কাছেও যাচ্ছ।

উত্তেজনার সাথে—

পৃথিবীতে ভাল বংশের ছেলেরা যেন বিরাট গাছ। তাতে সর্বস্ব ফলে। বেশ্যারা যেন পাখা তারা খেলে সবই ফলশূন্য হয়। এই কাম হল আগুন, প্রণয় জ্বালানি আর রমণ তার শিখা। মানুষ তাতে যৌবন আর ধন আহুতি দেয়।

বসন্তসেনা—(সবিনয়ে) আরে ওর আবেগ ভুল যায়গায়।

শর্বিলক—সব দিক দিয়েই—

আমার মতে যারা স্ত্রীলোক কি সম্পদে বিশ্বাস করে তারা বোকা। স্ত্রীলোক আর সম্পদ, সাপ আর মেয়ের মতই কুটিলভাবে চলে।— মেয়ে মানুষকে ভালবাসা ঠিক নয়। যে পুরুষ ভালবাসে মেয়ে মানুষের কাছে সে জব্দ হয়। যে অনুরক্ত তার সাথেই প্রেম করা উচিত। যে অনুরক্ত নয় তাকে ত্যাগ করা উচিত।

এ ঠিকই বলে—

এরা টাকার জন্যই হাসে আর কাঁদে। পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করায় কিন্তু বিশ্বাস করে না। তাইতে ভাল বংশের সচ্চরিত্র লোকদের উচিত বেশ্যাদের শ্মশানের ফুলের মত ত্যাগ করা।

আরও—

মেয়েলোকের স্বভাব সমুদ্রের ঢেউয়ের মত

চঞ্চল, সন্ধ্যার মেঘের রেখার মত তাদের ভালবাসা এক মুহূর্ত থাকে। মেয়েলোক সব সম্পদ নিয়ে নিয়ে নিস্বম্বল পুরুষকে নিংড়ে আলতা পাতার মত ত্যাগ করে।

মেয়েলোক চঞ্চল—

তারা অন্য পুরুষকে মনের ভিতর রেখে, অন্য একজন পুরুষকে দৃষ্টি দিয়ে ডাকে, অন্য জায়গায় হাবভাব দেখায় আর অন্য লোককে দেহ ভোগ করতে দেয়।

একথা একজন ঠিকই বলেছেন—

পর্বতের চূড়ায় পদ্ম ফোটে না, গাধা ঘোড়ার ভার বইতে পারে না, যব বুনলে ধান হয় না, সেই রকম যে মেয়েমানুষের জন্ম বেশ্যা বাড়ীতে সেও পবিত্র হয় না।

ওরে দুরাত্মা, হতভাগা চারুদত্ত। তুই কি এরকম হোসনি?

(এই বলে কয়েক পা যায়)

মদনিকা—(আঁচল ধরে) ওগো, উল্টোপাল্টা বলছ। যা সম্ভব নয় তা নিয়ে রাগ করছ।

শর্বিলক—কি এমন অসম্ভব?

মদনিকা—এই গয়নাগুলো হল আর্যার।

শর্বিলক—তাতে কি?

মদনিকা—তিনি এগুলো ওই আর্যের হাতে রেখেছিলেন।

শর্বিলক—কেন?

মদনিকা—(কানে কানে) এই জন্যে।

শর্বিলক—(বিচলিত হয়ে) হায়রে কষ্ট।—

গ্রীষ্মে তাপিত হয়ে ছায়ার জন্যে যাকে আশ্রয় করেছিলাম, না জেনে আমি সেই ডালকেই পাতাশূন্য করলাম।

বসন্তসেনা—এও দুঃখ পাচ্ছে, তা হলে না জেনেই ও এরকম করেছে।

শর্বিলক—মদনিকা এখন কি করা উচিত ?

মদনিকা—এ ব্যাপারে তুমিই পণ্ডিত।

শর্বিলক—তা নয়, দেখ—

এই সব মেয়েলোক স্বাভাবিক ভাবেই পণ্ডিত
কিন্তু পুরুষদের পাণ্ডিত্য শাস্ত্রের উপদেশ থেকে।

মদনিকা—শর্বিলক, যদি আমার কথা শোন তা হলে সেই মহাপুরুষকেই ফিরিয়ে দাও।

শর্বিলক—যদি উনি রাজবাড়ীতে আমার কথা বলে দেন ?

মদনিকা—চাঁদ থেকে রোদ হয় না।

বসন্তসেনা—বেশ মদনিকা, বেশ।

শর্বিলক—মদনিকা,—

সেই সাহসের কাজে আমার ভয় কি দুঃখ নেই।
তুমি কেন সেই সাধুর গুণের কথা বলছ ? এই
খারাপ কাজের লজ্জায়ই আমার দুঃখ হচ্ছে।
আমার মত ধূর্তদের রাজা কি করতে পারেন ?

তবুও এ নীতিবিরুদ্ধ। অন্য উপায় ভাব।

মদনিকা—এই হল আর একটা উপায়।

বসন্তসেনা—অন্য উপায়টা কি হবে ?

মদনিকা—সেই আর্যেরই লোক হয়ে গয়নাগুলো আর্যার কাছে নিয়ে যাও।

শর্বিলক—এ করলে কি হবে ?

মদনিকা—তুমিও চোর হলে না, সেই আর্যেরও ঋণ রইল না। আর্যাও নিজের গয়নাগুলো পেলেন।

শর্বিলক—এটা অতি সাহসের কাজ।

মদনিকা—ওগো, নিয়ে যাও। না হলেই অতি সাহসের কাজ।

বসন্তসেনা—বেশ মদনিকা, বেশ, মুক্ত লোকের মত কথা বলছ

শর্বিলক—

তোমার কথা শুনে আমার খুব বুদ্ধি হল। রাত্রি বেলা চাঁদ ডুবে গেলে রাস্তা দেখানোর লোক পাওয়া শক্ত।

মদনিকা—তাহলে তুমি এই কামদেবের ঘরে একটু অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণ আর্যা বসন্তসেনাকে তোমার আসবার খবর দিই।

শর্বিলক—তাই হোক।

মদনিকা—(কাছে যেয়ে) আর্যা, এই যে চারুদত্তের কাছ থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন।

বসন্তসেনা—ওলো, সম্পর্কটা তুই কি করে জানলি?

মদনিকা—আর্যা, নিজের লোককেও চিনব না?

বসন্তসেনা--(নিজের মনে মাথা নেড়ে, হেসে) ঠিক। (প্রকাশ্যে) নিয়ে আয়।

মদনিকা—আর্যার যা আদেশ। (কাছে যেয়ে) শর্বিলক ভিতরে এস।

শর্বিলক—(কাছে যেয়ে বিচলিত হয়ে) আপনার মঙ্গল হোক।

বসন্তসেনা—আর্য নমস্কার। বসুন আর্য।

শর্বিলক—বণিক আপনাকে জানাচ্ছেন "বাড়ীটা জীর্ণ, এ ভাঁড় রক্ষা করা কষ্ট, তাইতে এটা নিন।" (এই বলে মদনিকাকে দিয়ে, যেতে সুরু করে)

বসন্তসেনা—আর্য, আমার উত্তরটাও ঐ আর্যের কাছে নিয়ে যাবেন।

শর্বিলক—(স্বগত) সেখানে কে যাবে? (প্রকাশ্যে) কি উত্তর?

বসন্তসেনা—আর্য, মদনিকাকে গ্রহণ করুন।

শর্বিলক—আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

বসন্তসেনা—আমি বুঝতে পারছি।

শর্বিলক—কি রকম?

বসন্তসেনা—আমাকে আর্য চারুদত্ত বলেছিলেন "এ গয়নাগুলো যে নিয়ে যাবে তার হাতে তুমি মদনিকাকে দান করবে।" তা তিনিই একে দান করছেন একথা আর্যের জানা দরকার।

শর্বিলক—(স্বগত) ও, আমাকে ইনি চিনেছেন। (প্রকাশ্যে) সাধু আর্য চারুদত্ত, সাধু।—

মানুষের সব সময়ই গুণী হতে চেষ্টা করা উচিত।
গুণীলোক যদি গরীবও হয় তবুও সে, যে বড়
লোকের গুণ নেই তার মত নয়।

আর—

মানুষের গুণী হতে চেষ্টা করা উচিত। গুণের
অপ্রাপ্য কিছুই নেই। চাঁদ গুণী বলে, যেখানে
ওঠা যায় না সেই মহাদেবের মাথায় উঠেছে।

বসন্তসেনা—গাড়োয়ান কে আছে ?

চাকর—(গাড়ী নিয়ে ঢুকে) আর্যা, গাড়ী তৈরী।

বসন্তসেনা—ওলো মদনিকা, আমার দিকে শুভদৃষ্টি কর। তোকে দান করা হল, গাড়ীতে ওঠ। আমাকে মনে রাখিস।

মদনিকা—(কাঁদতে কাঁদতে) আর্যা, আমাকে ত্যাগ করলেন। (এই বলে পায়ে পড়ে)

বসন্তসেনা—এখন তুই-ই প্রণম্য। তাহলে যা, গাড়ীতে ওঠ। আমাকে মনে রাখিস।

শর্বিলক—আপনার মঙ্গল হোক। মদনিকা—

এঁর দিকে শুভদৃষ্টি কর। এঁকে মাথা নুইয়ে
প্রণাম কর। তুমি দুর্লভ বধূশব্দের গৌরব
পেয়েছ।

(এই বলে মদনিকাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে রওনা হয়।)

(নেপথ্যে)—কে, কে আছ এখানে শোন। রাষ্ট্রপাল আদেশ করছেন। "এই গোয়ালার ছেলে আর্যক রাজা হবে" সিদ্ধপুরুষের এই কথায় বিশ্বাস করে, ভয় পেয়ে রাজা পালক তাকে গোয়ালাদের পাড়া থেকে এনে ভয়ঙ্কর কারাগারে বন্ধ করেছেন। তাইতে নিজের নিজের জায়গায় নিজেরা সাবধান হয়ে থাকবে।"

শর্বিলক—(শুনে) কি, রাজা পালক আমার প্রিয়বন্ধু আর্যককে আটকে রেখেছেন ? আমি স্ত্রী পেয়েছি। হায়রে কষ্ট। না,—

এই পৃথিবীতে মানুষের বন্ধু আর স্ত্রী দুই-ই খুব
প্রিয়। কিন্তু এখন শত সুন্দরীর চাইতেও বন্ধুই
বেশী।

বেশ নেমে যাই। (এই বলে নেমে যায়)

মদনিকা—(চোখের জল ফেলতে ফেলতে হাত জোড় করে) তাই বটে। আর্যপুত্র তবে আমাকে অন্য কোন গুরুজনের কাছে নিয়ে চল।

শর্বিলক—বেশ প্রিয়া, বেশ। আমার মনের মত বলেছ। (চাকরকে উদ্দেশ্য করে) ভদ্র, বণিক রেভিলের বাড়ী চেন ?

চাকর—হ্যাঁ।

শর্বিলক—প্রিয়াকে সেখানে পৌঁছে দাও।

চাকর—আর্যের যা আদেশ।

মদনিকা—আর্যপুত্র যা বললে তাতে আর্যপুত্রের সাবধান থাকা উচিত। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

শর্বিলক—আমি এখন—

রাজা উদয়নের মুক্তির জন্য যৌগন্ধরায়ণের মত,
বন্ধুর জন্যে, জ্ঞাতিদের, পণ্ডিত লোকদের, বাহু-
বলে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের, আর রাজা
অপমান করেছেন বলে যে সব রাজকর্মচারীরা
রেগে আছেন তাঁদের উত্তেজিত করব।

আর—

অসৎ শত্রুরা ভয় পেয়ে প্রিয়বন্ধুকে অকারণে
আটকে রেখেছে। রাহুর মুখে চাঁদের মত
সে রয়েছে। হঠাৎ যেয়ে তাকে মুক্ত করব।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

দাসী—(ঢুকে) আর্যা, কপালগুণে আপনার উন্নতি হচ্ছে। আর্য চারুদত্তের কাছ থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন।

বসন্তসেনা—আহা, আজকের দিন সুন্দর। ওলো, আদর করে বন্ধুলদের সাথে তাঁকে নিয়ে আয়।

দাসী—আর্যার যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

(বন্ধুলদের সাথে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—হে হে, রাক্ষসদের রাজা রাবণ কষ্টে তপস্যা করে উপার্জন করা পুষ্পক বিমানে যাতায়াত করেন আর আমি ব্রাহ্মণ তপস্যা করার কষ্ট না করেও পুরুষলোক আর মেয়েলোকদের সাথে চলেছি।

দাসী—আর্য, আমাদের বাড়ীর দরজা দেখুন।

বিদূষক—(দেখে বিস্ময়ের সাথে) আহা বসন্তসেনার বাড়ীর দরজার কি শোভা। জল দিয়ে ধুয়ে, মেজে হলদে রঙ লাগিয়েছে। নানারকম সুগন্ধি ফুলে সাজানোতে মেঝেতে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। ঐরাবতের শুঁড় বলে ভুল হয় এই রকম মল্লিকা ফুলের মালা যেন আকাশ দেখার কৌতূহলে মাথা অনেক দূরে উঁচু করেছে। সেই মালায় দরজা সাজানো। মালাগুলো ঝোলানো রয়েছে আর তুলছে। উঁচু হাতীর দাঁতের তোরণ মহারত্ন দিয়ে সাজানো, সৌভাগ্য পরিচায়ক পতাকা ঝোলানো রয়েছে, হাওয়ায় দুলছে—যেন এদিকে এস, এই কথাই আমাকে বলছে। তোরণের থামের নীচে বেদীর দুপাশে স্ফটিকের সুন্দর মঙ্গল কলস। তার উপরে হল্‌দে রঙের সুন্দর আমের পল্লব। সোনার দরজা মহাসুরের বুকের মত দুর্ভেদ্য, তাতে ঘন ঘন পেরেক লাগানো রয়েছে। এই দরজা গরীব লোকের মনের আশাকে কষ্ট দেয়। সত্যি, উদাসীন লোকের দৃষ্টিও জোর করে আকর্ষণ করে।

দাসী—আসুন আর্য, এই প্রথম মহলে ঢুকবেন আসুন।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) আহা, এই প্রথম মহলেও মুঠো মুঠো সাদা গুঁড়ো দেয়াতে চাঁদ, শাঁখ আর মৃণালের মত সুন্দর, নানারকম রত্ন বসানো সোনার সিঁড়িতে সাজানো নানারকম প্রাসাদের সার; মুক্তোর মালা দিয়ে সাজানো স্ফটিকের জানলা যেন প্রাসাদগুলোর

চাঁদমুখ, তাই দিয়ে ওরা উজ্জয়িনী দেখছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত আনন্দে বসে দারোয়ানরা ঘুমুচ্ছে। কাকেদের দই আর কলম চালের ভাত দেয়া হয়েছে তারা লোভী হলেও চুন মাখা মনে করে খাচ্ছে না। বলুন আপনি।

দাসী—আসুন আর্য, এই দ্বিতীয় মহলে আসুন।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) বাঃ, এই দ্বিতীয় মহলেও গাড়ী টানার সব বলদ বাঁধা রয়েছে। সেগুলো সামনে রাখা যব আর ভুষি খেয়ে বেশ মোটা হয়েছে। ওদের শিঙ্‌গুলো তেল মাখানো। আর এই আর একটা মোষ অপমানিত কুলীনের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। এদিকে আবার লড়াই ফেরতা কুলীনের মত ভেড়ার ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছে। আবার এদিকে ঘোড়ার কেশর সাজিয়ে দিচ্ছে। এই আবার একটা বাঁদরকে চোরের মত আস্তাবলে বেঁধে রাখা হয়েছে। এদিকে আবার হাতী মাহুতের কাছ থেকে কুরের তেল মেশানো ভাত খাচ্ছে। আদেশ করুন আপনি।

দাসী—আসুন আর্য, এই তৃতীয় মহলে ঢুকবেন আসুন।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) বাঃ বাঃ। এই তৃতীয় মহলেও সব ভাল বংশের লোকদের বসবার জন্যে আসন সাজানো রয়েছে। পাশার খাটের উপরে একটা অর্ধেক পড়া বই রয়েছে। এই একটা মণি বসানো গুটিশুদ্ধ পাশার খাট। ভালবাসার ব্যাপারে সন্ধিবিগ্রহ ঘটাতে নিপুণ আর কয়েকজন বেশ্যা আর বুড়বিট, নানা রকম রঙে আঁকা ছবি হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। আদেশ করুন আপনি।

দাসী—আসুন আর্য, এই চতুর্থ মহলে ঢুকবেন আসুন আর্য।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) বাঃ, ভারি আশ্চর্য ত, এই চতুর্থ মহলে যুবতীদের হাতের তাড়া খেয়ে মৃদঙ্গগুলো মেঘের মত গম্ভীর আওয়াজ করছে। পুণ্য কমে গেলে আকাশের তারা যেরকম পড়ে যায় সেই রকম কাঁসার করতালগুলো পড়ছে। 'মৌমাছির গুন্‌গুনে'র মত মিষ্টি বাঁশী বাজাচ্ছে। এই একটা বীণা, যেন ভালবাসার হিংসায় রেগে

যাওয়া মেয়ে। বীণাটাকে কোলে নিয়ে নখ দিয়ে বাজাচ্ছে। ফুলের মধু খেয়ে মাতাল মৌমাছিদের মত বড় মিষ্টি গান গায় এই কয়েকটি বেশ্যার মেয়ে ওদের নাচাচ্ছে। শৃঙ্গার রসের নাটক পড়াচ্ছে। জানলার কাছে বসানো জলের গাড়ুতে হাওয়া ঢুকছে। বলুন আপনি।

দাসী—এদিকে আর্য, এই পঞ্চম মহলে ঢুকবেন আসুন আর্য।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) ভারি আশ্চর্য ত! এখানে পঞ্চম মহলেও গরীব লোকের লোভ হয় এই রকম হিঙ্গু তেলের গন্ধ উপচে আসছে। সব সময়ই গরম রান্না ঘর যেন দরজা দিয়ে মিষ্টিগন্ধ ধোঁয়া ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। নানারকম খাবার তৈরী হচ্ছে। তার গন্ধ আমাকে আরও চঞ্চল করে তুলছে। আর এই একটা সুন্দর ছেলে ডিম ধুচ্ছে যেন ছেঁড়া ন্যাকড়া। রাঁধুনীরা নানারকম খাবার তৈরী করছে। মোয়া বাঁধছে, পিঠে রাঁধছে। (স্বগত) "এখানে প্রচুর খান" এ বলে পা ধোবার জল দেবে কি? (অন্য দিকে তাকিয়ে) এখানে গন্ধর্ব আর দেবতাদের মত নানারকম গয়নায় সাজানো বেশ্যা আর বন্ধুলেরা মিলে এ বাড়ীকে সত্যিই স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে। ওহে বন্ধুল নামে তোমরা কে?

বন্ধুলরা—আমরা—

পরের বাড়ীতে মানুষ, পরের ভাত খাই, পর-
পুরুষের ঔরসে পরস্ত্রীর গর্ভে জন্মেছি, পরের
পয়সায় থাকি, বলার মত কোন গুণ আমাদের
নেই। হাতীর বাচ্চার মত আমরা বন্ধুল।

বিদূষক—বলুন আপনি।

দাসী—আসুন আর্য, এই ষষ্ঠ মহলে ঢুকবেন আসুন আর্য।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) ভারি আশ্চর্য ত। এই ষষ্ঠ মহলেও ওই সোনা আর মণি দিয়ে গড়া নীলমণি বসানো তোরণগুলো রয়েছে, যেন রামধনু ওঠার জায়গার মত দেখাচ্ছে। শিল্পীরা বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতর, পদ্মরাগ, মরকত, এই সব

নানারত্ন নিয়ে একটার সঙ্গে আর একটার বিচার করছে। সোনা দিয়ে মানিক গাঁথছে, লাল সুতো দিয়ে সোনার গয়না তৈরী করছে, মুক্তোর গয়না গাঁথছে, আস্তে আস্তে বৈদুর্যগুলো ঘষছে, শাঁখ কাটছে। প্রবালগুলোতে সান দিচ্ছে। ভেজা কুঙ্কুমগুলোকে শুকোচ্ছে। কস্তুরী একসাথে করছে, চন্দন ভাল করে ঘষছে, সুগন্ধি লাগাচ্ছে, বেশ্যা আর প্রেমিকদের কর্পূর দেয়া পান দিচ্ছে। কটাক্ষের সাথে দেখছে, হাসছে, সীৎকার করতে করতে অনবরত মদ খাচ্ছে। এই চাকররা, চাকরাণীরা আর এই কতকগুলো লোক বউ ছেলে সম্পত্তি সব ছেড়ে বেশ্যারা বরফের সাথে মদ খেয়ে যে আসব ফেলে দিয়েছে তাই খাচ্ছে। বলুন আপনি—

দাসী—আসুন আর্য, এই সপ্তম মহলে ঢুকবেন আসুন আর্য।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) ভারি আশ্চর্য ত, এই সপ্তম মহলেও সুন্দর বানানো পাখীর ঘরে সুখে বসে পায়রার সব জোড়, একজন আর একজনকে চুমু খেয়ে আনন্দ করছে। খাঁচার শুকপাখী দইভাতে পেট ভর্তি করে ব্রাহ্মণের মত সুক্ত পাঠ করছে। এই আর একটা মেয়ে ময়না মালিকের আদরে প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়া বাড়ীর ঝিয়ের মত খুব কুর কুর করছে। অনেক রকম ফলের রস খেয়ে তৃপ্ত গলা কুটনীর মত কোকিল ডাকছে। কাঠের দাঁড়ে পর পর অনেক খাঁচা ঝোলানো রয়েছে। লাবক পাখীদের যুদ্ধ করাচ্ছে। খাঁচার তিতিরদের কথা বলাচ্ছে। পায়রাগুলোকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যেন নানা রকম মণি দিয়ে আঁকা ওই বাড়ীর ময়ূর এদিক ওদিক নাচতে নাচতে রোদে গরম বাড়ীটাকে পাখা নেড়ে হাওয়া করছে। (অন্যদিকে তাকিয়ে) এদিকে জমা করা চাঁদের আলোর মত রাজহাঁসের জোড়া যেন হাঁটা শিখতে শিখতে মেয়েদের পিছন পিছন চলেছে। এই আর কতকগুলো বাড়ীর সারস পাখী বুড় মোড়লদের মত এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে। অবাক কাণ্ড। বেশ্যা

হরেক রকম পাখা দিয়ে ভরে ফেলেছে। তাইতে আমার বেশ্যার বাড়ী সত্যিই নন্দনকানন মনে হচ্ছে। বলুন আপনি—

দাসী—আসুন আর্য, এই অষ্টম মহলে ঢুকবেন, আসুন আর্য।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) হ্যাঁ গো, পাটকাপড়ের চাদর গায়ে অদ্ভুত রকম অনেক গয়না পরা, নানা ভঙ্গি করে যেন পড়তে পড়তে এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছেন—উনি কে ?

দাসী—আর্য, ইনি আর্যার ভাই হন।

বিদূষক—কত তপস্যা করে বসন্তসেনার ভাই হওয়া যায়। তা ঠিক নয়। কারণ যদিও এ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ, যদিও সুন্দর এর গন্ধ তবুও শ্মশানের পথের চাঁপা ফুলের গাছের মত এর কাছে কেউ যাবে না। (অন্যদিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ গা, চকচকে চাদরে গা ঢাকা, তেল চুকচুকে পা দুটো জুতোর ভিতরে দিয়ে, উঁচু আসনে বসে আছেন ইনি আবার কে ?

দাসী—আর্য, ইনি আমাদের আর্যার মা।

বিদূষক—ও বাবা, এই নোংরা ডাইনীটার পেটটা কি বড়। তাহলে কি এটাকে ঢুকিয়ে মহাদেবের মত এই বাড়ীর দরজার শোভা করা হয়েছে ?

দাসী—হতভাগা, আমাদের মাকে এরকম উপহাস করো না। ইনি প্রত্যেক চতুর্থ দিনে ভুগছেন।

বিদূষক—(পরিহাসের সাথে) ভগবান, চতুর্থ দিনের অসুখ, আমি ব্রাহ্মণ আমার দিকেও এইভাবে নজর দাও।

দাসী—হতভাগা মরবে।

বিদূষক—(পরিহাসের সাথে) দাসীর মেয়ে, এই রকম পেটমোটা লোকেরই মরা ভাল।—

সিধু, সুরা আর আসবে মত্ত হয়ে মা এই অবস্থায়
পৌঁছেছে। যদি এই মা মরে তাহলে হাজার
শিয়ালে খাবে।

হ্যাঁ গা, তোমাদের কি বাণিজ্যপোত আছে ?

দাসী—না, আর্য না।

বিদূষক—এ জিজ্ঞাসা করেই বা কি হবে? তোমাদের প্রেমের নির্মল জলে ভরা কামসমুদ্রে স্তন, নিতম্ব আর জঘনই হল সুন্দর বাণিজ্য-পোত। বসন্তসেনার এই রকম নানা জিনিষে ভরা আট মহল বাড়ী দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে একজায়গায় যেন ত্রিভুবন দেখলাম। আমার কথার এমন ক্ষমতা নেই যে প্রশংসা করে। এখনও কি বেশ্যা বাড়ী না কুবেরের বাড়ীর সীমা? তোমাদের আর্যা কোথায়?

দাসী—আর্যা এই বাগানে রয়েছেন। তাহলে আপনি ভিতরে যান আর্য।

বিদূষক—(ঢুকে দেখে) ভারী আশ্চর্য ত! আহা বাগানটা কি সুন্দর! ফুলগুলো সুন্দরভাবে রাখা, অনেকরকম গাছ হয়েছে। গাছের নীচে ঘন ঘন যুবতীদের কোমরের মত উঁচু পট্টস্থতোর দোলনা বানানো রয়েছে। সোনালী যূথিকা, শেফালিকা, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবী ইত্যাদি নানা ফুল নিজে নিজেই ঝরে পড়ে নন্দনবনের শোভাকেও হার মানিয়েছে। (অন্যদিকে তাকিয়ে) আবার এদিকে উদীয়মান সূর্যের মত সুন্দর পদ্ম আর রক্তপদ্মে পুকুরে যেন সন্ধ্যা নেমেছে।

আর—

এই এক অশোক গাছ নতুন ফোটা ফুল আর
পাতায় শোভা পাচ্ছে। যেন যুদ্ধের ভিতরে
রক্ত আর কাদায় মাখা একজন ভাল যোদ্ধা।

হ্যাঁ গা, তোমাদের আর্যা কোথায়?

দাসী—চোখ নামিয়ে আর্যাকে দেখুন।

বিদূষক—(দেখে কাছে যেয়ে) মঙ্গল হোক আপনার।

বসন্তসেনা—ও মৈত্রেয়! (উঠে) স্বাগত, এই যে আসন, এখানে বসুন।

বিদূষক—আপনি বসুন (দুজনে বসে)

বসন্তসেনা—বণিকপুত্র ভাল আছেন তো?

বিদূষক—আজ্ঞে ভাল আছেন।

বসন্তসেনা—আর্য মৈত্রেয়,—

সেই সাধু গাছ—গুণ তার পাতা, বিনয় তার
শাখা, বিশ্বাস তার মূল, গৌরব তার ফুল।
নিজের গুণেই তার প্রচুর ফল। বন্ধুরা পাখীর
মত সে গাছে সুখে আশ্রয় নিয়ে এখনো আছে ত।

বিদূষক—(স্বগত) এই খারাপ বেশ্যাটা বেশ লক্ষ্য করেছে ত। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ।

বসন্তসেনা—আজ্ঞে, আপনার আসবার কারণ?

বিদূষক—শুনুন, আর্য চারুদত্ত জোড়হাত মাথায় রেখে আপনাকে জানাচ্ছেন।

বসন্তসেনা—(হাত জোড় করে) কি আদেশ করছেন?

বিদূষক—আমি বিশ্বাস করে সেই সোনার ভাঁড় পাশা খেলায় হেরেছি। সেই সভাপতি আবার রাজদূত কোথায় গিয়েছেন জানি না।

দাসী—আর্যা, কপালগুণে আপনার উন্নতি হচ্ছে। আর্য দ্যূতকর হয়েছেন।

বসন্তসেনা—(স্বগত) আশ্চর্য, চোরে নিয়ে গিয়েছে তবুও সৌজন্যের জন্যে বলছেন "পাশায় হেরেছি।" সেই জন্যেই ত চাই।

বিদূষক—তাইতে সেটার বদলে এই রত্ন হারটা নিন।

বসন্তসেনা—(নিজের মনে) সেই গয়নাগুলো দেখাব কি? (ভেবে) না, দেখাব না।

বিদূষক—আপনি কি তাহলে এই রত্নহার নেবেন না?

বসন্তসেনা—(হেসে সখীর মুখের দিকে তাকিয়ে) মৈত্রেয়, রত্নহার নেব না কেন? (এই বলে নিয়ে পাশে রাখে) আশ্চর্য! ফুল না থাকলেও আমগাছ থেকে ফোটা ফোটা মধু ঝরে পড়ছে। (প্রকাশ্যে) আর্য, আমার কথায় সেই দ্যূতকর আর্য চারুদত্তকে বলবেন—আমিও সন্ধ্যাবেলা আর্যের সাথে দেখা করতে যাব।

বিদূষক—(স্বগত) আর কি ? সেখানে যেয়ে নেবে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে বলব। (স্বগত) বলব, বেশ্যাদের ব্যাপার থেকে দূরে থাক।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

বসন্তসেনা—ওলো, এই গয়না নে। চারুদত্তের কাছে অভিসারে যাব।

দাসী—আর্যা দেখুন, দেখুন। অকালে দুর্যোগ আসছে।

বসন্তসেনা—

মেঘহোক, রাত হোক, অবিরল বৃষ্টি হোক, এসব
কিছুই মানব না। মন আমার দয়িতের দিকে।

ওলো, হার নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।

(সবাই বেরিয়ে যায়)

(মদনিকা, শর্বিলক নামে চতুর্থ অঙ্ক শেষ)

পঞ্চম অঙ্ক

(তারপর আসনে বসে, উদ্বিগ্ন চারুদত্তের প্রবেশ)

চারুদত্ত—(উপরে তাকিয়ে) অকালে দুর্যোগ আসছে। কারণ—
বাড়ীতে পোষা ময়ূররা লেজ উঁচু করে দেখেছে,
যাবার মুখে উৎকণ্ঠিত হাঁসেরা উপেক্ষা করেছে।
হঠাৎ আকাশে ওঠা এই দুর্যোগ উৎকণ্ঠিত মন
আর আকাশকে সমান ভাবে ঢেকে দিয়েছে।

আর—

জলে ভেজা মহিষের পেটের মত আর মৌমাছির
মত নীল মেঘ, বিদ্যুতের আলোয় গড়া হলদে
তার উত্তরীয়, শঙ্খের মত বকের পাল তার
কাছাকাছি শোভা পাচ্ছে। আর একজন বিষ্ণুর
মত যেন আকাশকে ঢেকে দিতে চাইছে।—

আর—

চক্রধারীর মত মেঘ উঠেছে। সে মেঘ বিষ্ণুর
দেহের মত শ্যামল, আঁকাবাঁকা বকের পাল
দিয়ে বানানো তার শঙ্খ, বিদ্যুতের রেখায় তৈরী
তার কৌশেয়।—

গলা রুপোর মত জলের ধারা মেঘের ভিতর
থেকে বেগে পড়ছে। বিদ্যুতের প্রদীপের শিখায়
কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যেন আকাশ ছিঁড়ে
ছিঁড়ে পড়ছে—

চক্রবাক-মিথুনের মত, উড়ন্ত হাসের মত, জোর
করে ধরে আনা বিরাট মাছ আর মকরের মত,

উপড়ে তোলা দালানের মত, কখনো এই রকম নানা চেহারার পর পর জোড়া মেঘ একসাথে উঠছে, কখনো আবার ছেঁড়া পাতার মত ছেঁড়া মেঘে আকাশ শোভা পাচ্ছে।—

ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের মত, মেঘের অন্ধকারে ঢাকা এই আকাশ। ক্ষমতার গর্বে গর্বিত দুর্য্যোধনের মত ময়ূর আনন্দে গর্জন করছে। পাশায় হারার পর যুধিষ্ঠিরের মত কোকিল চলে গিয়েছে। হাঁসরা এখন পাণ্ডবদের মত বন থেকে অজ্ঞাত-বাসে গিয়েছে।

(ভেবে) মৈত্রেয় অনেকক্ষণ বসন্তসেনার কাছে গিয়েছে, এখন ও ফিরছেনা।

বিদূষক—(প্রবেশ করে)—ওঃ, বেশ্যাটার কি লোভ আর কার্পণ্য—অন্য কোন কথাও বলল না। কোন রকম আদর না দেখিয়ে, কিছুই না বলে এই ভাবে রত্নহারটা নিয়ে নিল। এত পয়সা থাকতেও আমাকে বলল না—"আর্য মৈত্রেয়, বিশ্রাম করুন, পাত্রে একটু জলও খেয়ে যান। সেই জন্যে ওই দাসীর মেয়ে বেশ্যাটার মুখও আর দেখব না।" (দুঃখের সাথে) ঠিকই বলে যে "শিকড় ছাড়া পদ্ম, ঠকায় না এমন বণিক, চোর নয় এমন স্যাঁকরা, ঝগড়া নেই এমন গ্রাম্য সভা, লোভ নেই এমন বেশ্যা, এসব পাওয়া খুব শক্ত।" প্রিয়বন্ধুর কাছে যেয়ে তাকে এই বেশ্যার ব্যাপার থেকে ফিরিয়ে আনব। (যেয়ে দেখে) এই যে প্রিয়বন্ধু বাগানে বসে আছে। তাহলে কাছে যাই। (কাছে যেয়ে) তোমার মঙ্গল হোক। তোমার উন্নতি হোক।

চারুদত্ত—(দেখে) এই যে আমার বন্ধু মৈত্রেয় এসেছে। বন্ধু স্বাগত! বোস।

বিদূষক—বসলাম।

চারুদত্ত—বন্ধু, সেই কাজের কথা বল।

বিদূষক—সে কাজ নষ্ট হয়েছে।

চারুদত্ত—কি ? সে রত্নহার নেয় নি ?

বিদূষক—আমাদের এমন ভাগ্য কোথায় ? নতুন পদ্মের মত কোমল অঞ্জলি মাথায় করে নিয়েছে।

চারুদত্ত—তাহলে নষ্ট হয়েছে বলছ কেন ?

বিদূষক—শোন, নষ্ট নয় কেন ? সেই সোনার ভাঁড় খাওয়া হয়নি, পান করা হয়নি। চোরে চুরি করেছে। সামান্যই তার দাম। তার জন্যে চার সমুদ্রের সার রত্নমালা গেল।

চারুদত্ত—বন্ধু, এরকম বলো না।—

যে বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কাছে সে গচ্ছিত
রেখেছিল সেই বিশ্বাসেরই এই বিরাট দাম
দেয়া হল।

বিদূষক—বন্ধু, আমার দুঃখের দ্বিতীয় কারণ এই। সখীদের ইশারা করে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে সে আমাকে উপহাস করেছে। তাইতে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে এখন তোমার কাছে মাথা নুইয়ে বলছি—এই বেশ্যা সংসর্গে অনেক দোষ। তুমি নিজেকে এ থেকে সরিয়ে নাও। জুতোর ভিতরে ঢোকা ছোট্ট ঢিলের মত বেশ্যাকে আবার বার করা কষ্ট। আরও বন্ধু, বেশ্যা, হাতী, কায়স্থ, ধূর্ত লোক আর গাধা এরা যেখানে থাকে দুষ্ট লোকও সেখানে যায় না।

চারুদত্ত—বন্ধু, এইসব অপবাদ দিও না। কারণ অবস্থাই আমাকে ফিরিয়ে আনছে। দেখ—

ঘোড়া তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে বেগে যায়,
হাঁপিয়ে গেলে পা আর সেভাবে ফেলে না।
মানুষের চঞ্চল স্বভাব সব জায়গায়ই যায় কিন্তু
পরিশ্রান্ত হয়ে আবার মনের ভিতরেই ফিরে আসে।

আরও বন্ধু,—

যার অর্থ আছে, ও মেয়ে তারই। ওকে টাকায়
পাওয়া যায়।

(স্বগত) না গুণে পাওয়া যায়।

(প্রকাশ্যে)—

অর্থ আমাদের ত্যাগ করেছে, সুতরাং সে ত'
আমাদের ত্যাগ করারই মত।

বিদূষক—(নীচে তাকিয়ে স্বগত) যেরকম উপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে, তাতে মনে হয় আমি নিষেধ করাতে ওর উৎকণ্ঠা আরও বেড়েছে। তাইতে একথা ঠিকই বলে। "ভালবাসা উল্টো দিকে যায়" (প্রকাশ্যে) বন্ধু শোন, সে বলেছে "চারুদত্তকে বলো আজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওখানে যাব।" তাইতে আমার মনে হয় রত্নাবলীতে খুশী হয়নি আরও চাইতে আসছে।

চারুদত্ত—বন্ধু, আসুক খুশী হয়ে যাবে।

চাকর—(ঢুকে) সবাই জেনে রাখ—

মেঘ থেকে যেমন যেমন বর্ষা হয়, তেমন তেমন
পিঠের চামড়া ভিজে যায়। যেমন যেমন ঠাণ্ডা
হাওয়া লাগে তেমন তেমন আমার বুক কাঁপে।

(হেসে)—

সুন্দর শব্দ হয়, সাতটা ছিদ্র আছে এমন বাঁশী
বাজাই। সাতটা তারে আওয়াজ হয় এমন
বীণা বাজাই। গান গাই গাধার মত, গানে
আমার কাছে তুম্বরুই বা কে, আর নারদই বা কে।

আর্যা বসন্তসেনা আমাকে বলেছেন, কুম্ভীলক, তুমি যাও, আমার আসবার কথা আর্য চারুদত্তকে বল; তাহলে আমি আর্য চারুদত্তের বাড়ী যাই। (যেয়ে ঢোকার ভঙ্গী করে) এই যে চারুদত্ত বাগানে রয়েছেন আর এই যে সেই দুষ্টু বামুন। তাহলে কাছে যাই। কি রকম? বাগানের দরজা বন্ধ রয়েছে। বেশ, এই দুষ্টু বামুনটাকে ইশারা করি। (এই বলে ছোট ছোট ঢিল চোঁড়ে)

বিদূষক—অ্যাঁ, প্রাচীরে ঘেরা কৎবেলের মত আমাকে এখন ঢিল মারছে কে?

চারুদত্ত—আরাম প্রাসাদের বেদীর উপরে খেলতে খেলতে পায়রারা ফেলেছে হবে।

বিদূষক—বাঁদীর পো, দুষ্টু পায়রা, দাঁড়া, দাঁড়া এই লাঠি দিয়ে পাকা আমের মত ওই দালানের উপর থেকে তোদের মাটিতে ফেলে দেব। (এই বলে লাঠি উঁচিয়ে দৌড়োয়)

চারুদত্ত—(পৈতে ধরে টেনে) বন্ধু বোস। ওতে কি হবে? বেচারা পায়রারা প্রিয়ার সাথে থাকুক।

চাকর—কি? পায়রা দেখছে, আমাকে দেখছে না। বেশ, আর একটা ছোট ঢিল দিয়ে আবারও মারি। (তাই করে)

বিদূষক—(চারদিকে তাকিয়ে) কি কুম্ভীলক। তাহলে কাছে যাই। (কাছে যেয়ে দরজা খুলে) ওরে কুম্ভীলক ভিতরে আয়। তোর খবর ভাল ত?

চাকর—(প্রবেশ করে) আর্য, প্রণাম হই।

বিদূষক—ওরে, তুই কেন এই রকম দুর্দিনের অন্ধকারে এসেছিস?

চাকর—ওগো, এই সে—।

বিদূষক—কে, এ কে?

চাকর—এই সে।

বিদূষক—কেন রে, এখন বাঁদীর পো, দুর্ভিক্ষের সময় কৃপণ বুড়োর মত উপরে তাকিয়ে "সে সে" করে শাসাচ্ছিস?

চাকর—হ্যাঁ গো, তুমিই বা কেন এখন ঠিক ইন্দ্রযজ্ঞের লোভী কাকের মত "কে কে" করছ?

বিদূষক—তা বল।

চাকর—(স্বগত) বেশ, এই ভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) ও গো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।

বিদূষক—আমিও তোর মাথায় পা দেব।

চাকর—ওগো, আমের বোল কখন হয় জান?

বিদূষক—ওরে বাঁদীর পো, গরমকালে।

চাকর—(হেসে) ওরে না, না।

বিদূষক—(স্বগত) এখানে এখন কি বলি ? (চিন্তা করে) বেশ, চারুদত্তের কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওরে একটু দাঁড়া। (চারুদত্তের কাছে যেয়ে) বন্ধু শোন, জিজ্ঞাসা করি, আমের বোল ধরে কখন ?

চারুদত্ত—মূর্খ, বসন্তে।

বিদূষক—(চাকরের কাছে যেয়ে) মূর্খ বসন্তে।

চাকর—তোমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করি, সুসমৃদ্ধ গ্রামগুলো কে রক্ষা করে।

বিদূষক—ওরে রাস্তা।

চাকর—(হেসে) ওগো না, না।

বিদূষক—বেশ, সন্দেহে পড়লাম, (চিন্তা করে) বেশ, চারুদত্তকে আবারও জিজ্ঞাসা করি। (আবার যেয়ে চারুদত্তকে সেইভাবে জিজ্ঞাসা করে)।

চারুদত্ত—বন্ধু, সেনা।

বিদূষক—(চাকরের কাছে যেয়ে) ওরে বাঁদীর পো, সেনা।

চাকর—ওগো দুটো একত্র করে তাড়াতাড়ি বল।

বিদূষক—সেনা বসন্তে।

চাকর—না, ঘুরিয়ে বল।

বিদূষক—(শরীর ঘুরিয়ে) সেনা বসন্তে—

চাকর—ওগো মূর্খ বামুন, পদপরিবর্তন কর।

বিদূষক—(পা দুটো ঘুরিয়ে) সেনা বসন্তে।

চাকর—ও হে মূর্খ, অক্ষর দিয়ে তৈরী পদ পরিবর্তন কর।

বিদূষক—(ভেবে) বসন্তসেনা।

চাকর—এই তিনি এসেছেন।

বিদূষক—তা হলে চারুদত্তকে বলি, (কাছে যেয়ে) ও চারুদত্ত, তোমার মহাজন এসেছে।

চারুদত্ত—আমাদের বংশে মহাজন কোথায় ?

বিদূষক—বংশে যদি না থাকে তা হলে দরজায় আছে। এই যে বসন্তসেনা এসেছে।

চারুদত্ত—বন্ধু, আমাকে ঠকাচ্ছ ?

বিদূষক—যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, তা হলে এই কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা কর। ওরে বাঁদীর পো কুম্ভীলক, কাছে আয়।

চাকর—(কাছে যেয়ে) আর্য, প্রণাম করি।

চারুদত্ত—ভদ্র, স্বাগত, বল সত্যিই কি বসন্তসেনা এসেছে ?

চাকর—এই সেই বসন্তসেনা এসেছেন।

চারুদত্ত—(আনন্দের সাথে) ভদ্র, আমি কখনো প্রিয়সংবাদ নিষ্ফল করিনি, পুরস্কার নাও (এই বলে চাদরটা দেয়)

চাকর—(নিয়ে প্রণাম করে, খুশী হয়ে) আর্যাকে জানাই। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

বিদূষক—শোন, জান—কেন এই দুর্যোগে এসেছে ?

চারুদত্ত—বন্ধু, ঠিক বুঝতে পারছি না।

বিদূষক—আমি জানি। রত্নহারের দাম কম, সোনার ভাঁড়ের দাম বেশী। তাইতে খুশী না হয়ে আরও চাইতে এসেছে।

চারুদত্ত—(নিজের মনে) খুশী হয়ে যাবে।

(তারপর উজ্জ্বল অভিসারের বেশে বসন্তসেনা, ছত্রধারিণী আর বিটের প্রবেশ)

বিট—(বসন্তসেনাকে উদ্দেশ্য করে)—

ইনি পদ্ম ছাড়া লক্ষ্মী, প্রেমের দেবতার কোমল
অস্ত্র, কুলবধূদের শোক। ভালবাসা যেন সব চাইতে
ভাল একটি গাছ—ইনি তার ফুল। প্রেমের নিয়ম,
লজ্জা, বিনয় সবই এঁর আছে। প্রেমের রঙ্গস্থানে
লীলাভরে চলেছেন। প্রিয় পথিকরা নিজের
স্বার্থে পিছনে পিছনে চলেছে।

বসন্তসেনা, দেখ, দেখ—

পর্বতের শিখর থেকে ঝোলানো বিরহিণীর হৃদয়ের
মত মেঘ। সে মেঘ গর্জন করছে। সে গর্জনে
ময়ূররা যেন হঠাৎ উঠে মণিবসানো তালপাখা
দিয়ে আকাশকে হাওয়া করছে।

আর—

ব্যাঙগুলোর গায়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। তাদের মুখে কাদা, তারা জল খাচ্ছে। ভালবাসায় আকুল ময়ূররা ডাকছে। কদম গাছগুলো প্রদীপের মত দেখাচ্ছে। কুলের দোষ যেরকম সন্ন্যাসকে ঢেকে রাখে, সেইরকম মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে। নীচবংশের যুবতীদের মত বিদ্যুৎ একসাথে থাকছে না।

বসন্তসেনা—পণ্ডিত ঠিকই বলেছ। কারণ—

রাত যেন সতীন, রেগে গিয়েছে, রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাকে বকছে, বার বার বাধা দিচ্ছে। পীনপয়োধরা আমি, আমার সাথে যদি আমার মনের মানুষ প্রেম করে, মূর্খ, তাতে তোমার কি?

বিট—বেশ, হোক এরকম। তুমিও ওর নিন্দা কর।

বসন্তসেনা—পণ্ডিত, মেয়েলোকের স্বভাব বলে ও বোকা, ওকে বকে কি হবে? পণ্ডিত দেখ—

মেঘ বর্ষণ করুক, গর্জন করুক, কিংবা বজ্রপাত করুক। যে মেয়ে অভিসারে চলেছে সে শীত-গ্রীষ্ম কিছুই মানে না।

বিট—বসন্তসেনা, দেখ দেখ। এই আর একটা—

মেঘের গতি হাওয়ায় বেড়ে গিয়েছে। বাণের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। ঢাকের মত আওয়াজ হচ্ছে। বিদ্যুতের চমকানো যেন পতাকা। কোন রাজা দুর্বল শত্রুর বাড়ীর ভিতরে যেয়ে যেরকম কর আদায় করে, মেঘ ঠিক সেইরকম আকাশ থেকে চাঁদের আলো কেড়ে নিচ্ছে।

বসন্তসেনা—তা বটে।—

হাতীর মত শ্যামল মেঘ ছেয়ে আছে। জলভরা বলে ভিতরটা বড়, সাথে বক আর বিদ্যুৎ। সেই মেঘ গর্জন করছে। তাতেই বিরহীদের মনে যেন কাঁটা বিঁধছে। হায় হায়, হতাশ আর দুষ্টু আর একটা বক এই সময়ই বিরহীদের বধ করার আওয়াজের মত প্রাবৃট্‌ প্রাবৃট্‌ বলে কাটা ঘায়ে নূন দেবার মত কেন ডাকছে?

বিট—বসন্তসেনা, তাই বটে। এই আর একটা দেখ—

বকের সার যেন সাদা পাগড়ী। বিদ্যুৎ যেন ওঠানো চামর। আকাশটা যেন পাগলা হাতীর মত হতে চাইছে।

বসন্তসেনা—পণ্ডিত, দেখ দেখ—

এই ভেজা তালপাতার মত মেঘ দিয়ে আকাশ সূর্যকে পান করেছে। উই ঢিবিগুলো যেন বাণ খাওয়া হাতীর মত বৃষ্টির ধারায় ভিজছে। বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়েছে, সে যেন সোনার প্রদীপের মত প্রাসাদের উপরে চলে বেড়াচ্ছে। যে মেয়ের স্বামী দুর্বল সেই মেয়ের মত জ্যোৎস্নাকে মেঘ জোর করে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে।

বিট—বসন্তসেনা, দেখ দেখ—

কক্ষে বিদ্যুতের দড়ি দিয়ে বাঁধা, জল ঝরে পড়ছে এই রকম সব মেঘ, হাতীর মত একটা আর একটার দিকে ধেয়ে চলেছে। যেন ইন্দ্রের আদেশে রূপোর দড়ি দিয়ে পৃথিবীকে টেনে তুলছে।

আরও দেখ—

মোষের মত নীলরঙের এই মেঘগুলো, ভীষণ হাওয়া এদের আঘাত করছে। বিদ্যুৎ যেন

এদের পাখা, সমুদ্রের মত গভীর পর্যন্ত এরা চঞ্চল, এরা চলে বেড়াচ্ছে। যেন এই সুগন্ধি নতুন হলদে তৃণের অঙ্কুর ওঠা পৃথিবীকে ওরা বৃষ্টির ধারায় মণিময় বাণ দিয়ে ভেদ করছে।

বসন্তসেনা—পণ্ডিত, দেখ এই আর একটা—

মেঘ যেন বকের পালের স্পষ্ট 'এস এস' ডাকেই উঠছে। তাড়াতাড়ি উড়ে চলেছে বকের পাল, তারা যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওকে আলিঙ্গন করছে। পদ্মবন থেকে তাড়াতাড়ি উঠেছে যে হাঁসের পাল তারা যেন ওকে উদ্বেগের সাথে দেখছে। সমস্ত দিককে যেন কাজলের রঙে ঢেকে ওই মেঘ উঠছে।

বিট—তা বটে। তাই দেখ।—

পদ্মবন যেন চোখ—সে চোখ নিষ্পন্দ। দিন-রাত্রির কিছুই ঠিক নেই। বিদ্যুতে কখনো দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে সমস্ত দিক ঢেকে গিয়েছে। এই অবস্থায় বৃষ্টির বাড়ীর ভিতরের পৃথিবী, ফুলে ওঠা মেঘের বাড়ীতে যেন অনেক ছাতায় নিজেকে ঢেকে এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘুমুচ্ছে।

বসন্তসেনা—পণ্ডিত, তাই বটে। তা দেখ দেখ—

খারাপ লোককে করা উপকারের মত তারাগুলো লোপ পেয়েছে। দিকগুলো যেন স্বামী ছাড়া স্ত্রী—আর শোভা পাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে ইন্দ্রের অস্ত্রে দারুণ গরম হয়ে আকাশটা যেন গলে গলে জল হয়ে পড়ছে।

আরও দেখ—

মেঘ উঠছে, নামছে, বর্ষণ করছে, ভীষণ অন্ধকার

সৃষ্টি করছে, নতুন বড়লোকের মত নানারকম রূপ ধরছে।

বিট—তা বটে—

আকাশ বিদ্যুতে যেন জ্বলছে। উঁচু বকের পালে যেন হাসছে। বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করছে এমন ইন্দ্রের ধনুক দিয়ে যেন যুদ্ধ করছে। স্পষ্ট বাজের আওয়াজে যেন সিংহনাদ করছে, বাতাসে যেন ঘুরছে, সাপের মত গভীর নীল মেঘ দিয়ে যেন ঢেকে দিচ্ছে।

বসন্তসেনা—

মেঘ তোমার লজ্জা নেই। আমি দয়িতের বাড়ী যাচ্ছি। তুমি আমাকে গর্জন করে ভয় দেখিয়ে বৃষ্টির ধারার মত হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছ।

ইন্দ্র—

আমি কি আগে তোমাকে ভালবেসেছি যে তুমি সিংহনাদ করছ? আমি প্রিয়ের কাছে যাচ্ছি; বৃষ্টি! আমার পথে বাধা দেয়া তোমার উচিত নয়।

আর—

ইন্দ্র, তুমি যেমন অহল্যার জন্যে 'আমি গৌতম' এই রকম মিথ্যা কথা বলেছিলে, সেইরকম আমারও দুঃখ দেখে বৃষ্টি থামিয়ে দাও।

তাছাড়া—

ইন্দ্র, গর্জনই কর আর বর্ষণই কর আর শত বজ্রপাতই কর, মেয়েমানুষ যখন দয়িতের কাছে যায় তাকে আটকাতে পারবে না।—

মেঘ যদি গর্জন করে ত' করুক, কারণ পুরুষরা নিষ্ঠুর। বিদ্যুৎ তুমিও কি মেয়েদের দুঃখ জান না।

বিট—শোন, ওঁকে বকো না, বকো না—উনিই এখন উপকারী।—

ঐরাবতের বুকে চঞ্চল সোনার দড়ির মত,
পাহাড়ের চূড়ায় গাঁথা সাদা পতাকার মত,
ইন্দ্রের বাড়ীর ভিতরের প্রদীপ এ তোমাকে
প্রিয়তমের বাড়ী চিনিয়ে দিচ্ছে।

বসন্তসেনা—পণ্ডিত, ঠিক, এই সেই বাড়ী।

বিট—সব কলাই তুমি জান, তোমাকে উপদেশ দেবার কোন দরকার নেই। তবুও ভালবাসলে বেশী কথা বলতে হয়। তুমি এখানে ঢুকে বেশী রাগ করো না।—

যদি রাগ করো, ভালবাসা হবে না। রাগ ছাড়াই
বা প্রেম কোথায়? রাগবেও আবার রাগাবেও—
তুমি নিজেও খুশী হবে, প্রিয়তমকেও খুশী করবে।

বেশ, এইভাবে বলি। ওহে শোন, আর্য চারুদত্তকে বল—

ফোটা কদমের গন্ধে আর মেঘের শোভায় সুন্দর
এই সময়ে, ভেজা চুলে ভালবাসায় আর আনন্দে-
ভরা এই মেয়ে, বিদ্যুতে আর মেঘের আওয়াজে
চকিত হয়ে তোমাকে দেখার ইচ্ছায় প্রিয়তমের
বাড়ীতে এসেছে। পায়ের নুপুরে যে কাদা
লেগেছিল, সে কাদা ধুতে ধুতে—সে মেয়ে
অপেক্ষা করছে।

চারুদত্ত—(শুনে) বন্ধু, কি ব্যাপার দেখ।

বিদূষক—তুমি যা বল। (বসন্তসেনার কাছে যেয়ে সাদরে) মঙ্গল হোক আপনার।

বসন্তসেনা—আর্য প্রণাম। আর্যের শুভাগমন ত? (বিটকে) পণ্ডিত এ আপনারই ছাতা ধরুক।

বিট—(স্বগত) এইভাবে আমাকে নিপুণভাবে সরিয়ে দেয়া হল। (প্রকাশ্যে) তাই হোক, মাননীয় বসন্তসেনা—

গর্ব, ছল, কপটতা আর মিথ্যার যে জন্মভূমি,

শঠতার যে আত্মা, কামলীলার যে আশ্রয়, যৌন
উৎসব যার সংগ্রহ সেই দোকান বেশ্যা, তার
পণ্যে দাক্ষিণ্য করে যে সুখ তাই তোমার হোক।

(এই বলে বিট বেরিয়ে যায়)

বসন্তসেনা—আর্য মৈত্রেয়, তোমাদের দ্যুতকর কোথায় ?

বিদূষক—(স্বগত) বেশ, বেশ। দ্যুতকর বলে প্রিয়বন্ধুকে সম্মান করেছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, উনি শুকনো গাছের বাগানে।

বসন্তসেনা—আর্য, আপনাদের শুকনো গাছের বাগান কোনটাকে বলে ?

বিদূষক—আজ্ঞে, যেখানে খায়ও না, পানও করে না।

(বসন্তসেনা মৃদু হাসে)

বিদূষক—তাহলে আপনি ভিতরে যান।

বসন্তসেনা—(জনান্তিকে) ওখানে ঢুকে আমি কি বলব ?

দাসী—দ্যুতকর, সন্ধ্যাটা আপনার ভাল লাগছে ত ?

বসন্তসেনা—পারব ত ?

দাসী—সময়ই আপনাকে সামর্থ দেবে।

বিদূষক—ভিতরে যান আপনি।

বসন্তসেনা—(ভিতরে ঢুকে, কাছে যেয়ে, ফুল দিয়ে আঘাত করতে করতে) ও দ্যুতকর, সন্ধ্যাটা তোমার ভাল লাগছে ত ?

চারুদত্ত—(দেখে) ও, বসন্তসেনা এসেছে (আনন্দের সাথে উঠে) ওগো প্রিয়া—

সন্ধ্যা, আমার জেগেই কাটে, রাতও আমার
নিঃশ্বাস ফেলেই যায়, ওগো বিশালাক্ষি, তুমি
আসাতে আজ সন্ধ্যায় আমার দুঃখের শেষ হল।

তাহলে তোমার শুভাগমন ত ? এই আসন, এখানে বোস।

বিদূষক—এই আসন, বসুন আপনি।

(বসন্তসেনা বসে, তারপর সবাই বসে)

চারুদত্ত—বন্ধু, দেখ দেখ—

কানে ঝোলানো কদমফুল থেকে বৃষ্টির জল ঝরে
ঝরে যেন রাজার ছেলে যুবরাজের মত একটি
স্তনকে অভিষেক করছে।

তা হলে বন্ধু, বসন্তসেনার কাপড় দুটো ভিজে গিয়েছে আর দুটো ভাল কাপড় নিয়ে এস।

বিদূষক—তোমার যা আদেশ।

দাসী—আর্য মৈত্রেয়, আপনি থাকুন, আমিই আর্যার সেবা করি। (তাই করে)

বিদূষক—(আড়ালে) বন্ধু, ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করি ?

চারুদত্ত—তাই কর।

বিদূষক—এই রকম চাঁদের আলো ছাড়া দুর্দিনের অন্ধকারে আপনি কেন এসেছেন ?

দাসী—আর্যা, ব্রাহ্মণ সোজা মানুষ।

বসন্তসেনা—বরং চতুর বল।

দাসী—এই আর্যা জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন—ওই রত্নহারের দাম কত ?

বিদূষক—(জনান্তিকে) শোন, আমি বলেছিলাম যে, যেহেতু রত্নহারের দাম কম আর সোনার ভাঁড়ের দাম বেশী সেই জন্যে খুশী না হয়ে আরও চাইতে এসেছে।

দাসী—সেটা আর্য নিজের মনে করে পাশাখেলায় হেরেছেন। সেই সভাপতিও রাজদূত, কোথায় গিয়েছে জানা যায় নি।

বিদূষক—ওহে, আমি যা বলেছিলাম তাই বলছে।

দাসী—যতক্ষণ তাকে খুঁজি ততক্ষণ এই সোনার ভাঁড় রাখুন। (এই বলে দেখায়)

(বিদূষক ভাবে)

দাসী—আর্য খুব ভাল করে দেখছেন। তা হলে আগে দেখেছেন নাকি ?

বিদূষক—ওহে, বানানোর নৈপুণ্যে আমার দৃষ্টি আটকে আছে।

দাসী—দৃষ্টি আপনাকে ঠকিয়েছে। এই সেই সোনার ভাঁড়

বিদূষক—(আনন্দের সাথে) বন্ধু শোন, চোরে যে আমাদের বাড়ী থেকে চুরি করেছিল এই সেই সোনার ভাঁড়।

চারুদত্ত—বন্ধু—

গচ্ছিত জিনিষ ফেরৎ দেবার জন্যে আমরা যে ছল
ঠিক করেছিলাম, এও আমাদের কাছে সেই ছল
করছে, কিন্তু সত্যিই এ বিড়ম্বনা।

বিদূষক—বন্ধু শোন। ব্রাহ্মণত্বের দিব্যি। এ সত্যি।

চারুদত্ত—বেশ। আমাদের প্রিয়সংবাদ।

বিদূষক—(জনান্তিকে) শোন, জিজ্ঞাসা করি, এটা কোথায় পাওয়া গেল ?

চারুদত্ত—দোষ কি ?

বিদূষক—(দাসীর কানে কানে) এই রকম ?

দাসী—(বিদূষকের কানে কানে) এই রকম।

চারুদত্ত—কি বলছ ? আমরা কি বাইরের লোক ?

বিদূষক—(চারুদত্তের কানে) এই রকম।

চারুদত্ত—ভদ্রে, সত্যিই কি এই সেই সোনার ভাঁড় ?

দাসী—হ্যাঁ আর্য।

চারুদত্ত—ভদ্রে, আমি কখনো ভাল খবর দেয়াকে বিফল করি নি। এই আংটিটা পুরস্কার নাও। (এই বলে হাতে আংটি নেই দেখে লজ্জার অভিনয় করে)

বসন্তসেনা—(স্বগত) এই জন্যেই ভালবাসি।

চারুদত্ত—(জনান্তিকে) হায়রে কষ্ট।—

কিছু করতে পারে না বলে যার খুশী হওয়া কি
রেগে যাওয়ার কোন ফল নেই, সেই গরীব
লোকের প্রথম থেকে পৃথিবীতে বেঁচে কি লাভ ?

আর—

পাখা ছাড়া পাখী, শুকনো গাছ, জল ছাড়া পুকুর,

গরীব লোক আর যার দাঁত তুলে দেয়া হয়েছে
এমন সাপ, এ সবই সমান।—

আর—

শূন্য বাড়ী, জল ছাড়া কুয়ো, জীর্ণ গাছ আর গরীব
লোক সমান, কারণ, আনন্দের সময় কোন ফল
নেই বলে আগে যাদের দেখা হয়েছে সেই সব
লোকের সাথে দেখা হওয়াটা আর তাদের ভুলে
যাওয়া সমানই হয়।

বিদূষক—শোন, বেশী দুঃখ করোনা। (প্রকাশ্যে পরিহাসের সাথে) আমার স্নানের শাডীটা দিন।

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্ত, এই রত্নাবলী দিয়ে এঁকে লঘু করা আপনার উচিত হয় নি।

চারুদত্ত—(বিচলিত হয়ে একটু হেসে) দেখ, বসন্তসেনা—

দেখ, দেখ—সত্যি কথা কে বিশ্বাস করবে? সবাই
আমাকে লঘু মনে করবে। এই পৃথিবীতে
প্রভাবহীন দারিদ্র্য ভয়ের কারণ।

বিদূষক—আপনি কি এখানেই শোবেন?

দাসী—(হেসে) আর্য মৈত্রেয়, এখন নিজেকে খুব সহজ বলে দেখাচ্ছেন।

বিদূষক—বন্ধু যারা সুখে বসে আছে তাদের যেন সরিয়ে দিতে দিতে, প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ করতে করতে আবার এই মেঘ এল।

চারুদত্ত—তুমি ঠিক বলেছ।—

পদ্মের মৃণাল যে রকম অন্য কাদা ভেদ করে,
সেই রকম অন্য মেঘ ভেদ করে বৃষ্টির ধারা পড়ছে।
যেন চাঁদের দুঃখে আকাশের চোখের জল পড়ছে।

আর—

বলরামের কাপড়ের মত মেঘেরা, ভাল লোকের
মনের মত নির্মল আর অর্জুনের বাণের মত কঠিন

ভয়ঙ্কর ধারায় ইন্দ্রের মুক্তার ভাণ্ডার থেকে ঝরে পড়ছে।

প্রিয়া দেখ, দেখ—

এই বাটা তালপাতার মত মেঘ আকাশকে লেপে দিয়েছে, মিষ্টি গন্ধওয়ালা ঠাণ্ডা সন্ধ্যার বাতাস যেন হাওয়া করছে। এই বিদ্যুৎ মেঘের সমাগমকে ভালবাসে। সে স্বেচ্ছায় আসা অনুরক্ত প্রণয়িনীর মত প্রণয়ী আকাশকে আলিঙ্গন করছে।

(বসন্তসেনা শৃঙ্গার ভাবের অভিনয় করে চারুদত্তকে আলিঙ্গন করে)

চারুদত্ত—(স্পর্শের অভিনয় করে প্রতি আলিঙ্গন করে।)—

মেঘ, তুমি আরও গম্ভীর ভাবে গর্জন কর, তোমার অনুগ্রহে, প্রেমার্ত আমার দেহ, অনুরাগে আর স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে কদম্বের মত হয়েছে।

বিদূষক—দুর্যোগ, তুই দাসীর ছেলে। তুই এখন অনায় হয়ে গিয়েছিস। এই মহিলাকে তুই বিদ্যুৎ দিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস।

চারুদত্ত—বন্ধু গাল দেয়া উচিত নয়।

একশ বছর ধরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি হোক, বিদ্যুৎ চমকাতে থাকুক। আমাদের মত লোকের কাছে দুর্লভ প্রিয়া আমাকে আলিঙ্গন করেছে।

আর বন্ধু,—

ঘরে আসা তরুণীর মেঘের জলে ভেজা শীতল দেহ যারা দেহ দিয়ে আলিঙ্গন করতে পারে তাদের জীবন সত্যিই ধন্য।

প্রিয়া বসন্তসেনা—

বেদীর কাছে চাঁদোয়ার প্রান্তটা কাঁপছে, জরাজীর্ণ স্তম্ভ কোনরকমে চাঁদোয়াটাকে ধরে রেখেছে,

আর জলের ধারায় ভিজে, সাদা প্রলেপ ভেঙ্গে
পড়ে এই দেয়ালটা বিচিত্র হয়েছে।

(উপরে তাকিয়ে)

বাঃ রামধনু, প্রিয়া দেখ দেখ—

বিদ্যুৎ যেন জিব, রামধনু যেন বাড়িয়ে দেয়া
বিরাট হাত, মেঘ যেন বাঁড়িয়ে দেয়া চোয়াল, সব
দিয়ে এই আকাশ যেন হাই তুলছে।

তাহলে এস ভিতরেই যাই। (এই বলে উঠে হাঁটতে থাকে)।—

তালবনে জোরে জোরে, গাছের উপরে গম্ভীর,
পাথরে রুক্ষ আর জলের উপরে কর্কশ বৃষ্টির
ধারা পড়ছে। ঠিক যেন গানের বীণা কেউ
তালে তালে বাজাচ্ছে।

(এই বলে সবাই বেরিয়ে যায়)

দুর্দিন নামে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

(তারপর দাসীর প্রবেশ)

দাসী—কি, এখনো আর্যা জাগছেন না ? বেশ যেয়ে জাগিয়ে দিই।

(এই বলে যাবার অভিনয় করে)

(তারপর গা ঢাকা ঘুমন্ত বসন্তসেনার প্রবেশ)

দাসী—(দেখে) উঠুন আর্যা, উঠুন। ভোর হয়েছে।

বসন্তসেনা—(জেগে) রাত্রিই রয়েছে। ভোর হল কি করে ?

দাসী—আমাদের এই ভোর কিন্তু আর্যাদের কাছে এটা রাত্তির।

বসন্তসেনা—ওলো, তোদের দ্যূতকর কোথায় ?

দাসী—আর্যা, বর্ধমানককে আদেশ করে আর্য চারুদত্ত পুষ্পকরণ্ডক নামে জীর্ণোদ্যানে গিয়েছেন।

বসন্তসেনা—কি আদেশ করে ?

দাসী—"রাত্তিরেই গাড়ী জুড়ে রাখ। বসন্তসেনা যাবে।"

বসন্তসেনা—ওলো, আমি কোথায় যাব ?

দাসী—আর্যা, যেখানে চারুদত্ত।

বসন্তসেনা—রাত্তিরে ভাল করে দেখিনি, তাইতে আজ ভাল করে দেখব। ওলো, আমি কি ভিতরের চতুঃশালায় ঢুকেছি ?

দাসী—কেবল ভিতরের চতুঃশালায়ই নয়, সবার মনের ভিতরেও ঢুকেছেন।

বসন্তসেনা—চারুদত্তের স্ত্রী কি দুঃখিত হয়েছেন ?'

দাসী—দুঃখিত হবেন।

বসন্তসেনা—কখন ?

দাসী—আর্যা যখন চলে যাবেন।

বসন্তসেনা—তখন আমারই প্রথম দুঃখিত হতে হবে।

(অনুনয় করে) ওলো, এই রত্নাবলীটা নে, আমার বোন আর্যা ধূতাকে দে আর বল "আমি আর্য চারুদত্তের গুণে কেনা দাসী, সেই সূত্রে আপনারও। তাইতে এই রত্নাবলী আপনার গলারই হার হোক।"

দাসী—আর্যা, তাহলে চারুদত্ত আর্যার উপরে রাগ করবেন।

বসন্তসেনা—যা, রাগ করবেন না।

দাসী—(নিয়ে) যা বলেন (এই বলে বেরিয়ে যেয়ে আবার প্রবেশ করে) আর্যা ধূতা বললেন "আর্যপুত্র খুশী হয়ে তোমাকে দিয়েছেন, সুতরাং আমার এ নেয়া উচিত নয়। আর্যপুত্রই আমার বড় আভরণ বলে জেনো।"

(তারপর বালককে নিয়ে রদনিকার প্রবেশ)

রদনিকা—বাছা, এস ছোট্ট গাড়ীটা নিয়ে খেলা করি।

বালক—(করুণ স্বরে) রদনিকা, এই মাটির গাড়ী দিয়ে আমার কি হবে? সেই সোনার গাড়ীটা দাও।

রদনিকা—(দুঃখের সাথে নিঃশ্বাস ফেলে) বাছা, আমরা সোনা ব্যবহার করব কোত্থেকে? বাবার অবস্থা ভাল হলে আবার সোনার গাড়ী দিয়ে খেলা করবে। তা হলে একে শান্ত করি। আর্যা বসন্তসেনার কাছে যাই, (কাছে যেয়ে) আর্যা প্রণাম হই।

বসন্তসেনা—রদনিকা, শুভাগমন তো? এ ছেলেটি কার? যদিও গায়ে গয়না নেই তবুও চাঁদমুখ দেখে আমার মনটা ভারি ভাল লাগছে।

রদনিকা—এ আর্য চারুদত্তের ছেলে, নাম রোহসেন,

বসন্তসেনা—(হাত বাড়িয়ে) আমার ছেলে, এস, কোলে এস। (এই বলে কোলে বসিয়ে) ওকে দেখতে বাবার মত হয়েছে।

রদনিকা—কেবল দেখতেই নয়, মনে হয় স্বভাবেও। একে নিয়ে আর্য চারুদত্ত নিজে আনন্দে থাকেন।

বসন্তসেনা—তা' ও কাঁদছে কেন?

রদনিকা—ও প্রতিবেশী এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে একটা ছোট সোনার গাড়ী নিয়ে খেলছিল, সে ওটা নিয়ে গিয়েছে, তখন ও আবার চাওয়াতে আমি এই মাটির গাড়ীটা করে দিয়েছি। তারপর থেকে বলছে "রদনিকা, এই মাটির গাড়ী দিয়ে কি হবে। সেই সোনার গাড়ীটাই দাও।"

বসন্তসেনা—হায়, হায়, এও পরের সম্পদে দুঃখিত। ভগবান দৈব, পদ্মের পাতায় জলের ফোঁটার মত মানুষের ভাগ্য নিয়ে তুমি খেলা কর। (এই বলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে) বাছা কেঁদো না, সোনার গাড়ী নিয়ে তুমি খেলবে।

বালক—রদনিকা, ইনি কে ?

বসন্তসেনা—তোমার বাবার গুণে কেনা দাসী।

রদনিকা—বাছা, আর্যা তোমার মা হন।

বালক—রদনিকা, তুমি মিছে কথা বলছ। আর্যা যদি আমার মা হবেন তা হলে গয়না পরেছেন কেন ?

বসন্তসেনা—বাছা, মিষ্টি মুখে বড় করুন কথা বলছ। (গয়না খুলে ফেলার অভিনয় করে, কাঁদতে কাঁদতে) এখন এ তোমার মা হল। এই গয়নাগুলো নিয়ে সোনার গাড়ী তৈরী করাও।

বালক—যাও, নেব না, তুমি কাঁদছ।

বসন্তসেনা—(চোখের জল মুছে) বাছা, কাঁদব না, যাও খেল (গয়না দিয়ে ছোট মাটির গাড়ীটা ভর্তি করে) বাছা, সোনার গাড়ী করিয়ে নিও।

(এরপর বালককে নিয়ে রদনিকা বেরিয়ে যায়)

চাকর—(গাড়ীতে চড়ে প্রবেশ করে) রদনিকা, রদনিকা, আর্যা বসন্তসেনাকে বল "পাশের দরজায় ঢাকা গাড়ী জোড়া রয়েছে।"

রদনিকা—(প্রবেশ করে) আর্যা, এই বর্ধমানক বলছে "পাশের দরজায় গাড়ী জোড়া রয়েছে"

বসন্তসেনা—ওলো, একটু দাঁড়াক, আমি সেজে নি।

রদনিকা—(বেরিয়ে) বর্ধমানক, একটু দাঁড়াও। আর্যা সাজগোজ করছেন।

চাকর—ওহো, আমিও গাড়ীর চাদরটা ভুলে এসেছি, তাহলে নিয়ে আসি। এই বলদগুলোও নাকে দড়ি দেয়াতে অস্থির হয়ে গিয়েছে। বেশ, গাড়ীতেই যাতায়াত করি। (এই বলে চাকর বেরিয়ে যায়)

বসন্তসেনা—ওলো, আমার সাজবার জিনিষপত্র নিয়ে আয়, আমি সাজগোজ করি। (এই বলে প্রসাধন করতে থাকে)

(গাড়ীতে চড়ে স্থাবরক নামে চাকরের প্রবেশ)

স্থাবরক—রাজার শালা সংস্থানক আমাকে আদেশ করেছেন "স্থাবরক গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে আয়।" বেশ, সেখানেই যাই। চলরে বলদ, চল (যেয়ে দেখে) গ্রামের গাড়ীতে রাস্তা যে বন্ধ। এখন কি করি? (গর্বের সাথে) ওরে, ওরে, সরে যা, সরে যা (শুনে) কি বলছিস? "এটা কার গাড়ী?" এটা রাজার শালা সংস্থানের গাড়ী, শিগ্‌গির সরে যা (দেখে) কি? এই আর একজন লোক। যেন সভাপতির মত আমাকে দেখে দ্যূতকর যেরকম পাশাখেলা থেকে পালায় সেই রকম হঠাৎ নিজেকে লুকিয়ে অন্য জায়গায় পালাল। তাহলে এটা আবার কি? না, আমার তাতে কি? তাড়াতাড়ি যাই। গাঁয়ের লোকেরা সরে যাও, সরে যাও। কি বলছ? "একটু দাঁড়াও, চাকা ঘোরাতে দাও?" ওরে আমি বীর, রাজার শালা সংস্থানকের লোক হয়ে চাকা ঘোরাতে দেব? না, এ বেচারা একা। তাহলে এই রকম করি এই গাড়ীটা আর্য চারুদত্তের বাগানবাড়ীর পাশের দরজায় রাখি। (এই বলে গাড়ী রেখে) এই আমি এসেছি। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

দাসী—আর্যা, চাকার শব্দের মত শোনা যাচ্ছে, তাহলে গাড়ী এসেছে।

বসন্তসেনা—ওলো, আমার মনটা তাড়াতাড়ি করছে, পাশের দরজা কোন দিকে বল।

দাসী—আসুন আর্যা, আসুন।

বসন্তসেনা—(খানিকটা যেয়ে) ওলো তুই বিশ্রাম কর।

দাসী—আর্যা যা আদেশ করেন। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

বসন্তসেনা—(ডান চোখ কাঁপার অভিনয় করে গাড়ীতে উঠে) ডান চোখ কাঁপছে কেন? না, চারুদত্তকে দেখলেই দুর্লক্ষণের দোষ কেটে যাবে।

চাকর স্থাবরক—(প্রবেশ করে) গাড়ীগুলো সরিয়ে দিয়েছি। তাহলে এখন যাই। (এই বলে ওঠার অভিনয় করে চালিয়ে নিজের মনে) গাড়ীটা ভারী,—না কি গাড়ী ঘুরিয়ে ক্লান্ত হয়েছি বলে গাড়ীটা ভারী মনে হচ্ছে। বেশ, যাই। চলরে গরু, চল।

নেপথ্যে—রক্ষীরা সাবধান, নিজের নিজের জায়গায় যাক। আজ এই গোয়ালার ছেলে, কারাগার ভেঙে, কারাগারের রক্ষককে মেরে ফেলে, বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পালাচ্ছে। ধর, ধর—

(একপায়ে শিকল বাঁধা আর্যক, গা ঢেকে ব্যস্ত ভাবে যবনিকা না সরিয়েই ঢুকে ঘুরে বেড়াতে লাগল)

চাকর—(নিজের মনে) শহরে বড় গোলমাল সুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি. তাড়াতাড়ি যাই। (এই বলে বেরিয়ে যায়।)

আর্যক—

রাজবন্দী হওয়ার ভীষণ বিপদ আর অমঙ্গলের
সমুদ্র পেরিয়ে, বাঁধন ছেঁড়া হাতীর মত একপায়ে
বাঁধা শিকল টেনে টেনে বেড়াচ্ছি।

হায়রে, সিদ্ধপুরুষের আদেশে ভয় পেয়ে রাজা পালক আমাকে গোয়ালপাড়া থেকে এনে বধ্যস্থানে গোপন কারাগারে বেঁধে রেখেছিলেন। সেখান থেকে প্রিয়বন্ধু শর্বিলকের দয়ায় বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছি। (চোখের জল মুছে)—

আমার যদি ভাগ্য থাকে তাতে আমার কি
অপরাধ যে, সে আমাকে বুনো হাতীর মত বেঁধে
রেখেছিল? অদৃষ্টের ফল কেউ আটকাতে

পারে না। রাজার কাছেই যাওয়া উচিত। যার ক্ষমতা আছে তার সাথে বিবাদ কিসের?

আমার কপাল খারাপ—যাই কোথায়? (দেখে) এই কোন একজন ভাল লোকের বাড়ীর পাশের দরজা খোলা রয়েছে।—

এ বাড়ীটা ভাঙা। বিরাট দরজার জোড়গুলো আলগা, খিল দেয়া। এদের ভাগ্য আমার মত হয়েছে। বাড়ীর লোকরা নিশ্চয়ই দুর্দশায় পড়েছে। তাহলে এখানে ঢুকে অপেক্ষা কর।

নেপথ্যে—চল গরু, চল।

আর্যক—(শুনে) অঁ্যা, গাড়ীটা এদিকেই আসছে।—

এ গাড়ীটা কোন দুষ্ট লোকের বলে মনে হয় না। হয়ত এটা বধূর যাবার জন্যে, তাকে নিতে উপস্থিত হয়েছে। কোন বড় লোককে নিয়ে যাবার উপযুক্ত এটা। হয়ত তার আদেশে তাকে বাইরে নিয়ে যাবে। গাড়ীটা খালি, পরিষ্কারও সুতরাং কপালগুণে গাড়ীটা আমার হবে।

(তারপর চাকর বর্ধমানকের গাড়ী নিয়ে প্রবেশ)

বর্ধমানক—আশ্চর্য। গাড়ীর চাদরটা আমি এনেছি। রদনিকা, আর্যা বসন্তসেনাকে বল "গাড়ী সাজানো রয়েছে, চড়ে পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে চলুন আর্যা।"

আর্যক—(শুনে) এটা বেশ্যাকে বাইরে নিয়ে যাবার গাড়ী। বেশ উঠি। (এই বলে আস্তে আস্তে কাছে যায়)।

চাকর—(শুনে) কি, নুপুরের শব্দ? তাহলে আর্যা এসেছেন। আর্যা বলদ দুটো নাকে দড়ি দেয়াতে ছট্‌ফট্ করছে, তাইতে পিছন থেকেই উঠুন আর্যা। (আর্যক তাই করে)

চাকর—পা দুটো ওঠানোতে নুপুরের শব্দ বেজেছে। গাড়ীটাও ভারী হয়েছে। মনে হয় আর্যা এখন উঠেছেন, তাহলে যাই। চল গরু, চল। (এই বলে চলতে থাকে)

বীরক—(প্রবেশ করে) ওরে, ওরে—জয়, জয়মান, চন্দনক, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র ইত্যাদি—

বিশ্বাস করে অপেক্ষা করছ কেন ? সেই গোয়ালার
ছেলে যাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সে রাজার
মন আর বাঁধন দুইই ভেঙে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

ওহে, পূবদিকে রাস্তার দরজায় তুমি থাক, আর তুমি পশ্চিম, তুমি দক্ষিণে আর তুমি উত্তরে । আর এই যে প্রাচীরের অংশ এর উপরে উঠে আমি আর চন্দনক দেখছি । এস চন্দনক, এদিকে এস ।

চন্দনক—(ব্যস্ত সমস্ত হয়ে প্রবেশ করে) ওরে, ওরে বীরক, বিশল্য, ভীমাঙ্গদ, দণ্ডকালক, দণ্ডশূর সব বীরেরা—

তোমরা বিশ্বস্ত হয়ে এস । তাড়াতাড়ি তাকে
ধরতে চেষ্টা কর—রাজলক্ষ্মী যাতে অন্য বংশে
যেতে না পারেন ।

তাছাড়া—

বাগানে, সভায়, রাস্তায়, শহরে, দোকানে,
গোয়ালাপাড়ায় কিংবা যেখানেই সন্দেহ হয়
সেখানেই তাদের দুজনকে খোঁজ ।

ওহে বীরক, তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ ঠিক ঠিক বল । বাঁধন ছিঁড়ে সেই গোয়ালার ছেলেকে কে নিয়ে যাচ্ছে ?—

বল, কার জন্মলগ্নের অষ্টমে সূর্য ? কারই বা
চতুর্থে চন্দ্র ? কার ষষ্ঠে শুক্র, কার পঞ্চমে
মঙ্গল ?—
বৃহস্পতি কার ষষ্ঠে ? শনি কার নবমে ?
চন্দনক বেঁচে থাকতে কে সেই গোয়ালার
ছেলেকে হরণ করেছে ?

বীরক—বীর চন্দনক—

চন্দনক তোমার মনের দিব্যি । কেউ তাড়াতাড়ি

হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ সূর্য যখন অর্ধেক
উঠেছে তখন গোয়ালার ছেলে পালিয়েছে।

চাকর—চল গরু, চল।

চন্দনক—(দেখে) দেখ দেখ—

ঢাকা গাড়ী রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে। দেখ,
কার গাড়ী কোথায় চলেছে।

বীরক—(দেখে) ওরে গাড়োয়ান, ও গাড়ী চালাস না। এ গাড়ী কার? এতে কে উঠেছে? যাচ্ছেই বা কোথায়?

চাকর—এ হল আর্য চারুদত্তের গাড়ী, এতে আর্যা বসন্তসেনা উঠেছেন। পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে আর্য চারুদত্তের বিহার করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

বীরক—(চন্দনকের কাছে যেয়ে) এই গাড়োয়ান বলছে—"আর্য চারুদত্তের গাড়ী, বসন্তসেনা উঠেছে। পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে নিয়ে যাচ্ছে।"

চন্দনক—তা যাক।

বীরক—না দেখেই?

চন্দনক—হ্যাঁ।

বীরক—কার বিশ্বাসে?

চন্দনক—আর্য চারুদত্তের।

বীরক—আর্য চারুদত্ত কে? বসন্তসেনাই বা কে, যে দেখা হয়নি তবুও চলেছে।

চন্দনক—ওহে, আর্য চারুদত্তকে জান না? বসন্তসেনাকেও না? যদি আর্য চারুদত্ত আর বসন্তসেনাকে না জান তাহলে আকাশের চাঁদ আর জ্যোৎস্নাকেও তুমি চেন না।—

যিনি পদ্মের মত গুণী, চাঁদের মত চরিত্র, যিনি
বিপন্নের দুঃখ দূর করেন, যিনি চার সমুদ্রের সেরা
রত্ন, তাকে কে না জানে?—

এ নগরে পূজনীয় দুজনই আছেন। আর্যা বসন্ত-

সেনা আর ধার্মিক চারুদত্ত। তাঁরা নগরের
গৌরব।

বীরক—ওহে চন্দনক—

চারুদত্তকে চিনি, বসন্তসেনাকেও ভাল করে
চিনি কিন্তু রাজকার্যের সময় বাবাকেও আমি
চিনি না।

আর্যক—(স্বগত) ও আমার আগের বন্ধু, ও আমার আগের শত্রু। কারণ—

এক কাজ করলেও ওদের দুজনের স্বভাব এক-
রকম নয়। যেমন এক আগুন—বিয়েতে আর
চিতায় দুরকম।

চন্দনক—তুমি **প্রধান** সেনাপতি, রাজার বিশ্বাসী। আমি এই বলদ দুটোকে ধরলাম, তুমি দেখ।

বীরক—তুমিও রাজার বিশ্বাসী সেনাপতি, সুতরাং তুমিই দেখ।

চন্দনক—আমি দেখলে তোমার দেখা হবে?

বীরক—তুমি যা দেখবে, তা রাজা পালকেরই দেখা হবে।

চন্দনক—ওরে জোয়াল নামা।

(চাকর তাই করে)

আর্যক—(স্বগত) রক্ষীরা কি আমাকে দেখছে? কপাল খারাপ। অস্ত্রও নেই। না—

ভীমের নকল করব। হাতই অস্ত্র হবে। যুদ্ধ
করতে করতে বরং মরা ভাল, বন্ধনে নয়।

না—সাহসের সময় এ নয়।

(চন্দনক গাড়ীতে উঠে দেখার অভিনয় করে)

আর্যক—শরণ নিলাম।

চন্দনক—(সংস্কৃতে) শরণাগতের ভয় নেই।

আর্যক—

শরণাগতকে যে ত্যাগ করে তাকে বন্ধুবান্ধব

ত্যাগ করে। জয়শ্রীও তাকে ত্যাগ করে। সে সব সময় উপহাসের পাত্র হয়।

চন্দনক—আরে, গোয়ালার ছেলে আর্যক, বাজপাখী দেখে ভয় পাওয়া ছোট পাখী যে রকম ব্যাধের হাতে পড়ে সেই রকম। (ভেবে) এ নিরপরাধ, শরণাগত। আর্য চারুদত্তের গাড়ীতে চলেছে, আমার প্রাণদাতা আর্য শর্বিলকের বন্ধু। অন্যদিকে রাজার আদেশ। তাহলে এখন এখানে কি করা উচিত? বরং যা হয় হোক্, প্রথমেই অভয় দিয়েছি,—

যে ভয় পেয়েছে তাকে যে অভয় দেয় আর
পরোপকার করতে যে ভালবাসে এরা যদি মারাও
যায় তবুও পৃথিবীতে এগুলো গুণই।

(ভয়ে ভয়ে নেমে) আর্যকে দেখেছি। (এই কথা অর্ধেক বলে) না আর্যা বসন্তসেনা, তা তিনি বললেন "আমি আর্য চারুদত্তের কাছে অভিসারে যাচ্ছি, আমাকে রাজপথে অপমান করা—এ ঠিকও নয়, শোভনও নয়।"

বীরক—চন্দনক, এতে আমার সন্দেহ হয়েছে।

চন্দনক—তোমার সন্দেহ কেন?

বীরক—তুমি প্রথমে বললে আর্যকে দেখেছি, আবার বললে আর্য। বসন্তসেনা। বলবার সময় ভয়ে ভয়ে তোমার গলা ঘর ঘর করছিল।

এতেই আমার অবিশ্বাস।

চন্দনক—ওহে, তোমার অবিশ্বাসটা কি? আমরা দাক্ষিণাত্যের লোক অস্পষ্ট কথা বলি। খস, খত্তি, খড়া, খড়ট্ট, বিলয়, কর্ণাট, কর্ণ, প্রাবরণ, দ্রবিড়, চোল, চীন, বর্বর, খের, খান, মুখ আর মধুঘাত—এই সব ম্লেচ্ছজাতের অনেক দেশের ভাষা আমরা জানি। আমরা খুশি মত বলি—"দৃষ্ট কি দৃষ্টা, আর্য কিংবা আর্যা।"

বীরক—তবে আমিও দেখব। এ রাজার আদেশ, আমাকে রাজা বিশ্বাস করেন।

চন্দনক—তা হলে আমি কি অবিশ্বাসী হলাম।

বীরক—এ প্রভুর আদেশ।

চন্দনক—(স্বগত) আর্য গোয়ালার ছেলে আর্য চারুদত্তের গাড়ীতে উঠে পালাচ্ছে। এ যদি বলি তবে রাজা আর্য চারুদত্তকে শাস্তি দেবেন। তাহলে এখানে উপায় কি ? (ভেবে) কর্ণাটি দেশের মত ঝগড়া সুরু করি : (প্রকাশ্যে) ওহে বীরক, আমি চন্দনক দেখেছি, আবার তুমি দেখবে ? কে তুমি ?

বীরক—ওহে তুমিই বা কে ?

চন্দনক—তোমাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, তুমি নিজের জাতটা মনে রাখ না ?

বীরক—(রেগে) ওহে, আমার জাতটা কি ?

চন্দনক—কে বলবে ?

বীরক—বল ?

চন্দনক—না বলব না।—

তোমার জাত জানা থাকলেও স্বভাবের গুণে তা
বলব না। আমার মনেই থাক, কৎবেল ভেঙে
কি হবে ?

বীরক—না, বলুন বলুন।

(চন্দনক ইসারা করে)

বীরক—ওহে, একি ?

চন্দনক— হাতে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর, ক্ষুর নিয়ে ব্যস্ত
পুরুষদের দাড়ি কামাও, তুমিও সেনাপতি হয়েছ।

বীরক—ওহে চন্দনক, তুমিও মানী লোক। নিজের জাত মনে রাখ না।

চন্দনক—ওহে, আমি চন্দনক চাঁদের মত নির্মল, আমার কি জাত ?

বীরক—কে বলবে ?

চন্দনক—বল, বল।

বীরক—(ইসারা করার অভিনয় করে)।

চন্দনক—ওহে, এটা কি ?

বীরক—ওরে, শোন, শোন—

ওরে দুর্মুখ, জাত তোর খুব ভাল। মা ঢোল,
বাপ তোর ঢাক, ডুগডুগি হল ভাই, তুইও
সেনাপতি হয়েছিস।

চন্দনক—(রেগে) আমি চন্দনক চামার ? তা হলে গাড়ী দেখ ?

বীরক—ওরে গাড়োয়ান, গাড়ী ফেরা, আমি দেখব।

(চাকর তাই করে)

(বীরক গাড়ীতে উঠতে যায়, চন্দনক হঠাৎ চুল ধরে ফেলে দেয় আর লাথি মারতে থাকে)

বীরক—(রেগে উঠে) ওরে, আমি বিশ্বাসী, রাজার কাজ করছিলাম, তুই হঠাৎ চুল ধরে লাথি মারলি। তাহলে শোন। বিচারালয়ে যদি তোকে চার রকম শাস্তি না দেয়াই তাহলে আমি বীরকই নই।

চন্দনক—ওরে, রাজবাড়ী যা, আর বিচারালয়েই যা, তুই কুকুরের মত, তুই কি করবি ?

বীরক—বেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

চন্দনক—(সব দিক তাকিয়ে) যারে গাড়োয়ান, যা। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবি—"চন্দনক আর বীরকের দেখা এই গাড়ী চলেছে।" "আর্যা বসন্তসেনা, এই অভিজ্ঞান আপনাকে দিলাম।" (এই বলে খড়্গ দেয়)

আর্যক—(খড়্গ নিয়ে খুশি হয়ে নিজের মনে)—

অস্ত্র পেলাম, ডান হাত কাঁপছে, সবই অনুকূল,
আঃ, আমি রক্ষাই পেলাম।

চন্দনক—

আর্যা, এখানে আমি বলি, বিশ্বাস করে আমাকে
মনে রাখবেন। লোভে পড়ে এ কথা বলছি না,
ভালবেসে বলছি।

আর্যক—

চন্দনের মত চরিত্র চন্দনক, কপালগুণে আমার

বন্ধু। চন্দনক শোন, সিদ্ধপুরুষের আদেশ যদি ফলে তাহলে মনে রাখব।

চন্দনক—

দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভকে হত্যা করে যে রকম অভয় দিয়েছিলেন সেই রকম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, চন্দ্র আর সূর্য শত্রু পক্ষকে ধ্বংশ করে তোমাকে অভয় দিন।

(চাকর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়)

চন্দনক—(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন প্রিয়বন্ধু শর্বিলক পিছন থেকে আর্যকের অনুসরণ করল। বেশ, রাজার বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি বীরকের সাথে ঝগড়া করেছি। তাহলে আমিও ভাই আর ছেলেদের নিয়ে এরই অনুসরণ করি। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

(প্রবহণ বিপর্যয় নামে ষষ্ঠ অঙ্ক শেষ)

সপ্তম অঙ্ক

(তারপর চারুদত্ত আর বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—দেখ, পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানের সৌন্দর্য দেখ।

চারুদত্ত—বন্ধু, তাই বটে, সেই জন্যেই—

গাছগুলো যেন বণিক, ফুলগুলো পণ্য, মৌমাছিরা
যেন রাজপুরুষ—খাজনা আদায় করে বেড়াচ্ছে।

বিদূষক—শোন, পরিষ্কার করা না হলেও সুন্দর এই পাথরের উপরে বোস।

চারুদত্ত—(বসে) বন্ধু, বর্ধমানক দেরি করছে।

বিদূষক—আমি বলেছিলাম "বর্ধমানক, বসন্তসেনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এস।"

চারুদত্ত—তাহলে দেরি করছে কেন ?—

ওর সামনে কি আস্তে আস্তে গাড়ী চলছে ?
তার ফাঁক খুঁজছে কি ? ভাঙা চাকা বদলাচ্ছে ?
না দড়ি ছিঁড়েছে ? মাঝে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ
হওয়াতে অন্য রাস্তা খুঁজছে কি ? নাকি গরু
দুটোকে আস্তে আস্তে চালিয়ে খুশিমত আসছে ?

(যে গাড়ীতে আর্যক লুকিয়ে আছে সেই গাড়ী নিয়ে চাকর প্রবেশ করে)।

চাকর—চল গরু, চল।

আর্যক—(স্বগত)—

রাজপুরুষরা দেখবে বলে ভয় পেয়েছি। পায়ে
শিকল বাঁধা থাকাতে পালানর এখনও কিছু বাকি,
অজানিত ভাবে ভাললোকের গাড়ীতে চড়ে চলেছি।

আমি যেন কোকিল, বাসায় মেয়ে কাকরা রক্ষা
করছে।—

আঃ, শহর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। তাহলে কি এই গাড়ী থেকে নেমে বাগানবাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ব? নাকি গাড়ীর মালিকের সাথে দেখা করব? না বাগান বাড়ীর ভিতর এখন থাক। মাননীয় আর্য চারুদত্ত শরণাগত বৎসল বলে শোনা যায়, সুতরাং দেখা করে যাই।—

তিনি ভাল লোক। আমি বিপদের সাগর পেরিয়ে
এসেছি। দেখে তিনি খুশি হবেন। আমার
শরীরের এই দশা হয়েছে। সেই মহাত্মার গুণে
এই শরীর রাখতে পেরেছি।

চাকর—এই সেই বাগান, তাহলে কাছে যাই। (কাছে যেয়ে) আর্য মৈত্রেয়—

বিদূষক—শোন, তোমাকে ভাল খবর দিচ্ছি। বর্ধমানক কথা বলছে, বসন্তসেনা এসেছে হবে।

চারুদত্ত—বেশ, আমাদের প্রিয় খবর।

বিদূষক—বাঁদীর ব্যাটা দেরী করলি কেন?

চাকর—আর্য মৈত্রেয়, রাগ করবেন না। গাড়ীর চাদর ভুলে গিয়েছিলাম, সেই জন্য যাতায়াত করতে করতে দেরি করে ফেলেছি।

চারুদত্ত—বর্ধমানক, গাড়ী ফেরাও, বন্ধু মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে নামাও।

বিদূষক—ওঁর পা কি শিকলে বাঁধা, যে নিজে নামছেন না। (উঠে গাড়ীর ঢাকনা তুলে) বসন্তসেনা নয়, এ যে বসন্তসেন।

চারুদত্ত—বন্ধু, ঠাট্টা করো না। ভালবাসা দেরী করতে পারে না। না কি নিজেই নামাই। (এই বলে ওঠে)।

আর্যক—(দেখে) ও, এই যে গাড়ীর মালিক। কেবল শুনতেই ভাল নয়, দেখতেও ভাল। আঃ, বেঁচে গেলাম।

চারুদত্ত—(গাড়ীতে চড়ে) ওহে তা হলে কে ইনি?—

হাতীর শুঁড়ের মত হাত, সিংহের মত উঁচু বড়
কাঁধ, চওড়া সমান বুক, লাল বড় বড় চঞ্চল
চোখ। এইরকম মহাত্মা পায়ে করে অযোগ্য
একগাছ শিকল বইছেন কেন ?

তা হলে কে আপনি ?

আর্যক—আমি গোপসন্তান আর্যক, আপনার শরণাগত।

চারুদত্ত—গোয়ালপাড়া থেকে এনে যাকে রাজা পালক বন্দী করে রেখেছিলেন ?

আর্যক—হ্যাঁ।

চারুদত্ত—

ভগবান যেন আপনাকে উপস্থিত করেছেন,
আপনি আমার চোখে পড়েছেন। আমি নিজের
প্রাণও ছাড়তে পারি কিন্তু শরণাগত আপনাকে
নয়।

(আর্যক আনন্দের অভিনয় করে)

চারুদত্ত—বর্ধমানক, পা থেকে শিকল খোল।

চাকর—আর্যের যা আদেশ। (তাই করে) আর্য. শিকল খুলেছি।

আর্যক—আরও কয়েকটা দিয়েছ! ভালবাসার আরও শক্ত শিকল।

বিদূষক—শিকলগুলো লাগিয়ে দাও। এও মুক্ত, এখন আমরা যাই।

চারুদত্ত—ছিঃ, চুপ কর।

আর্যক—বন্ধু চারুদত্ত, আমিও বিশ্বাস করে গাড়ীতে উঠেছিলাম তাইতে ক্ষমা করবেন।

চারুদত্ত—নিজে থেকে আপনি ভালবেসে গ্রহণ করেছেন। সে আমার গৌরব।

আর্যক—আপনার অনুমতি পেলে যেতে চাই।

চারুদত্ত—যান।

আর্যক—বেশ নামছি!

চারুদত্ত—বন্ধু, নামবেন না। শিকল আপনার একটু আগেই ছাড়িয়ে

দেয়া হয়েছে, তাইতে আপনি তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না। এ দিকটায় লোক যাতায়াত অনেক। গাড়ীকে বিশ্বাস করে, তাইতে গাড়ীতেই যান।

আর্যক—আপনি যা বলেন।

চারুদত্ত—মঙ্গল মত বন্ধুদের কাছে যান।

আর্যক—আপনাকেই ত আমি বন্ধু পেয়েছি।

চারুদত্ত—অন্য কাজের ভিতরেও আমাকে মনে রাখবেন।

আর্যক—নিজেকেও ভুলে যাব।

চারুদত্ত—রাস্তায় দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন।

আর্যক—আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

চারুদত্ত—নিজের ভাগ্যে রক্ষা পেয়েছেন।

আর্যক—তবু ভাগ্যেরও কারণ আপনি।

চারুদত্ত—পালক দণ্ড দিতে চাইলে রক্ষা পাবার উপায় নেই। আপনি তাড়াতাড়ি পালান।

আর্যক—আবার আপনার দেখা পাবার জন্যে। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

চারুদত্ত—এই ভাবে রাজার খুব অপ্রিয় কাজ করেছি।

এখানে অল্প সময়ই থাকা উচিত। মৈত্রেয়,
শিকলটা পুরোনো কুয়োয় ফেলে দাও। রাজারা
চরের চোখ দিয়েই দেখেন।

(বাঁ চোখ কাঁপার অভিনয় করে) বন্ধু মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করছে। দেখ—

সে মেয়েকে না দেখে আজ বাঁ চোখ কাঁপছে।
অকারণে আমার মনটা ব্যস্ত হয়েছে। খারাপ
লাগছে।

তা হলে এস আমরা যাই। (হেঁটে) কি? সামনেই অমঙ্গলের লক্ষণ বৌদ্ধসন্ন্যাসী দেখলাম, (ভেবে) ও এ পথেই আসুক আমরাও এই পথেই যাব। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

আর্যক অপহরণ নামে সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত

অষ্টম অঙ্ক

(তারপর ভেজা কৌপীন হাতে ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু—মূর্খরা, ধর্ম সঞ্চয় কর।—

নিজের পেটকে সংযত কর, ধ্যানের ঢাকের শব্দে
সব সময় জেগে থাক। ইন্দ্রিয়রা ভীষণ চোর,
তারা অনেক দিনের জমানো ধর্ম চুরি করে।

আর, সবই অনিত্য দেখে কেবল ধর্মের শরণ নিয়েছি।—

পাঁচজনকে যে মেরেছে, স্ত্রীকে মেরে যে
গ্রাম রক্ষা করেছে, দুর্বল চণ্ডালকে যে মেরেছে সে
লোক নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে। —

মাথা মুড়িয়েছে, মুখ মুড়িয়েছে, মন যদি না
মুড়িয়ে থাকে তবে কি মুড়িয়েছে? আবার মন
যে মুড়িয়েছে মাথা সে ভাল করেই মুড়িয়েছে।

কৌপীনে কষ মেশানো জল লেগেছে। রাজার শালার বাগানে ঢুকে এটা পুকুরে ধুয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। (হেঁটে যেয়ে তাই করে)

নেপথ্যে—দাঁড়ারে দুষ্টু শ্রমণ, দাঁড়া।

ভিক্ষু—(দেখে ভয় পেয়ে) কি আশ্চর্য, এই সেই রাজার শালা সংস্থান এসেছে। একজন ভিক্ষু অপরাধ করেছে, অন্য যে ভিক্ষুকেই দেখে তাকেই গরুর মত নাক বিঁধিয়ে বার করে দেয়। আর রক্ষা নেই, কার শরণ নিই? তবে প্রভু বুদ্ধই আমার শরণ।

শকার—(খড়্গ নিয়ে বিটের সাথে প্রবেশ করে) দাঁড়া রে দুষ্ট শ্রমণ, দাঁড়া, মদ খাওয়ার সময় লাল মুলোর মত তোর মাথা ভাঙ্‌ছি। (এই বলে মারতে থাকে)

বিট—কানেলীর ছেলে, বৈরাগী হয়ে যে ভিক্ষু গেরুয়া নিয়েছে তাকে

মারা ঠিক নয়। তাহলে ওকে দিয়ে কি হবে? সুখে বিহার করার এই বাগান আপনি দেখুন।—

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, প্রমোদ বনের গাছরা ভাল
কাজ করছে। খারাপ লোকের মনের মত এরা
অরক্ষিত, যেন নতুন জয়করা রাজ্য, এখনও
উপভোগ করা হয় নি।

ভিক্ষু—শুভাগমন তো? উপাসক প্রসন্ন হোন।

শকার—পণ্ডিত, দেখ, দেখ গাল দিচ্ছে।

বিট—কি বলছে?

শকার—আমাকে উপাসক বলছে। আমি কি নাপিত?

বিট—বুদ্ধোপাসক বলে আপনার স্তব করছে।

শকার—শোন বৌদ্ধসন্ন্যাসী, শোন।

ভিক্ষু—তুমি ধন্য, তুমি পুণ্যবান।

শকার—পণ্ডিত, ধন্য-পুণ্য এই সব আমাকে বলছে। আমি কি পাঠক, পাশাখেলোয়াড় না কুমোর?

বিট—কানেলীর ছেলে, ধন্য-পুণ্য এই সব বলে তোমার স্তব করছে।

শকার—পণ্ডিত, তাহলে ও কেন এখানে এসেছে?

ভিক্ষু—এই কৌপীন ধুতে।

শকার—ওরে দুষ্ট বৌদ্ধসন্ন্যাসী, সব বাগানের সেরা এই পুষ্পকরণ্ডক বাগান আমার ভগ্নিপতি আমাকে দিয়েছে, এখানে সব শিয়াল কুকুররা জল খায়। আমি মানুষ, প্রধান পুরুষ, আমিও স্নান করি না। সেই পুকুরে তুই পুরনো কুলুত্থ কলাইয়ের যূষের মত বিশ্রী দুর্গন্ধ কৌপীন ধুচ্ছিস? তোকে একঘায়ে মেরে ফেলব।

বিট—কানেলীর ছেলে, মনে হয় ও অল্প দিন হল সন্ন্যাসী হয়েছে।

শকার—পণ্ডিত, কি করে জানলে?

বিট—এখানে জানার কি আছে। দেখ—

চুল নেই, তবুও এখনও ওর কপালটা ফর্সা।
অল্পদিন হয়েছে বলে কাঁধে কৌপীনের দাগ হয়নি।

গেরুয়া কাপড় তৈরী করতে অভ্যস্ত হয়নি।
গায়ের লম্বা পোষাকটা বড় হওয়াতে ঢিলে হয়ে
কাঁধে ঠিকমত থাকছে না।

ভিক্ষু—উপাসক, তা বটে। আমি অল্পদিন হল সন্ন্যাসী হয়েছি।

শকার—তাহলে তুমি জন্মেই কেন সন্ন্যাসী হওনি? (এই বলে মারতে থাকে)

ভিক্ষু—বুদ্ধকে প্রণাম।

বিট—এ বেচারাকে মেরে কি হবে? ছেড়ে দাও, চলে যাক।

শকার—ওরে দাঁড়া, আমি বুঝে নি।

বিট—কার সাথে?

শকার—নিজের মনের সাথে।

বিট—হায়রে, গেল না।

শকার—পুত্র, হৃদয়, প্রভু, পুত্র, এই ভিক্ষু কি যাবে? এই ভিক্ষু কি থাকবে? (স্বগত) যাবেও না, থাকবেও না। (প্রকাশ্যে) পণ্ডিত, আমি মনের সাথে আলোচনা করেছি। আমার মন এই বলছে।

বিট—কি বলছে?

শকার—যাবেও না, থাকবেও না, শ্বাস নেবেও না ছাড়বেও না, এখানেই চট্‌পট্‌ পড়ে মরে যাবে।

ভিক্ষু—বুদ্ধকে প্রণাম। আমি শরণাগত।

বিট—যাক?

শকার—শপথ করে।

বিট—কি রকম শপথ?

শকার—এমনভাবে কাদা ফেলুক যাতে জল ঘোলা না হয়, নয়তো জলের স্তূপ করে কাদায় ফেলুক।

বিট—কি মূর্খতা!—

মনের ভাব যাদের বিপরীত, শরীর যাদের পাষাণের
মত, মাংসের গাছ এই রকম মূর্খরা পৃথিবীর ভার।

ভিক্ষু—(বুড়া আঙুল দেখানোর অভিনয় করে)

শালা—কি বলছে।

বিট—আপনার স্তুতি করছে।

শকার—শোন, শোন আবার শোন।

(তাই করে ভিক্ষু বেরিয়ে যায়)

বিট—কানেলীর ছেলে, বাগানের শোভা দেখ।—

একেবারে নিষ্পন্দ লতায় ঘেরা ফল আর ফুলে
সাজানো এই সমস্ত গাছ রাজার আদেশে রক্ষীরা
পালছে। স্ত্রী নিয়ে যে রকম শান্তিতে লোকে
থাকে সেই রকম শান্তিতে এরা রয়েছে।

শকার—পণ্ডিত ঠিক বলেছে।—

নানা ফুলে পৃথিবী সাজানো, ফুলের ভারে
গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। গাছের উপর থেকে লতা
ঝুলছে আর কাঁঠালের মত বাঁদরগুলো ঝুলছে।

বিট—কানেলীর ছেলে, এই পাথরের উপরে বোস।

শকার—এই বসলাম। (এই বলে বিটের সাথে বসে)

পণ্ডিত—আজও সেই বসন্তসেনাকে মনে পড়ে। খারাপ লোকের কথার মত মন থেকে যাচ্ছে না।

বিট—(স্বগত) ওইভাবে ফিরিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তার কথা ভাবছে। না—

মেয়েলোক অপমান করলে কাপুরুষদের কাম
আরও বাড়ে, ভাল লোকদের তাইতেই কামভাব
কমে যায় কিংবা একদম চলে যায়।

শকার—পণ্ডিত, অনেকক্ষণ হল চাকর স্থাবরককে বলেছিলাম, "গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়" এখনও এল না। অনেকক্ষণ হল আমার ক্ষিদে পেয়েছে। দুপুরবেলা হেঁটে যেতে পারছি না। আর দেখ, দেখ—

বাঁদর রেগে গেলে যে রকম তার দিকে তাকানো
যায় না, সেই রকম মাঝ আকাশের সূর্যের দিকেও

তাকানো যাচ্ছে না। মাটি একশ ছেলে মারা
যাবার পর গান্ধারীর মত অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছে।

বিট—তা বটে।—

ঘাসের গ্রাস ফেলে গরু ছায়ায় ঘুমুচ্ছে,
পিপাসায় বনের পশু পুকুরের গরম জল খাচ্ছে।
গরমের ভয়ে লোকে শহরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত
করছে না, মনে হয়, গরম জায়গা ছেড়ে গাড়ীটা
কোথাও অপেক্ষা করছে।

শকার—পণ্ডিত—

সূর্যের তাপ আমার মাথায় পড়ছে, পাখীরা গাছের
ছায়ায় লুকিয়ে আছে, লোকে গরম দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলতে ফেলতে ঘরের ভিতরে রোদ কাটাচ্ছে।

পণ্ডিত, এখনও চাকরটা আসছে না। নিজের আনন্দের জন্যে কি গান গাইব (এই বলে গান গায়) পণ্ডিত, তুমি শুনেছ? আমার গান?

বিট—কি বলব? আপনি ত গন্ধর্ব।

শকার—গন্ধর্ব হব না কেন?—

হিঙ্গুর সাথে জীরে আর ভদ্রমুস্ত, বচের গাঁট,
গুড় দিয়ে শুণ্ঠী, এইসব গন্ধযোগ আমি খেয়েছি,
তা হলে আমার স্বর মিষ্টি হবে না কেন?

পণ্ডিত, আবারও গাইব? (তাই করে) পণ্ডিত, পণ্ডিত, তুমি শুন্‌লে? আমি যা গাইলাম?

বিট—কি আর বলব, আপনি গন্ধর্ব।

শকার—গন্ধর্ব হব না কেন?—

হিঙ্গুর সাথে মরীচের গুঁড়ো দিয়ে, তেল আর
ঘি দিয়ে বানিয়ে আমি কোকিলের মাংস খেয়েছি।
তাহলে আমার স্বর মিষ্টি হবে না কেন?

পণ্ডিত এখনও চাকর আসছে না।

বিট—আপনি সুস্থ হোন, এখুনি আসবে।

(তারপর গাড়ীতে চড়ে বসন্তসেনা আর চাকরের প্রবেশ)

চাকর—আমার ভয় করছে। বেলা দুপুর, রাজার শালা সংস্থান রেগে না যান। তাড়াতাড়ি যাই—চল গরু, চল।

বসন্তসেনা—হায়, হায়, এতো বর্ধমানকের গলা নয়, ব্যাপার কি? চালানোর পরিশ্রম কমানোর জন্যে আর্য চারুদত্ত কি তবে অন্য গাড়ী আর অন্য লোক পাঠিয়েছেন? ডান চোখ কাঁপছে, বুক কাঁপছে, সব দিক শূন্য মনে হচ্ছে, সবই বিপরীত দেখছি।

শকার—(চাকার শব্দ শুনে) পণ্ডিত, পণ্ডিত—গাড়ী এসেছে।

বিট—কি করে জানলেন?

শকার—পণ্ডিত, দেখতে পাচ্ছ না? বুড়শুয়োরের মত ঘুর ঘুর করছে, দেখা যাচ্ছে।

বিট—(দেখে) ঠিক দেখেছেন। ওই এসেছে।

শকার – বেটা, স্থাবরক, চাকর,—এসেছিস?

চাকর—হ্যাঁ।

শকার—গাড়ীও এসেছে?

চাকর—হ্যাঁ।

শকার—গরু দুটো এসেছে?

চাকর—হ্যাঁ।

শকার—তুইও এসেছিস?

চাকর—(হেসে) প্রভু, আমিও এসেছি।

শকার—তাহলে গাড়ীটা ভিতরে আন।

চাকর—কোন রাস্তা দিয়ে?

শকার—এই প্রাচীরের উপর দিয়েই।

চাকর—কর্তা, গরু দুটো মরবে, গাড়ীও ভাঙ্‌বে, চাকর আমিও মরব।

শকার—ওরে আমি রাজার শালা, গরু দুটো মরে আর দুটো কিনব, গাড়ী ভাঙে অন্য গাড়ী বানাবো, তুই মরলে অন্য গাড়োয়ান হবে।

চাকর—সবই হবে, আমি নিজের হব না।

শকার—ওরে সব নষ্ট হোক, প্রাচীরের উপর দিয়েই গাড়ী আন।

চাকর—ভাঙরে গাড়ী, কর্তার সাথে ভাঙ্। অন্য গাড়ী হোক, কর্তাকে যেয়ে বলি। (ঢুকে) কি ভাঙল না? কর্তা, এই যে গাড়ী এসেছে।

শকার—গরু দুটো ছেঁড়ে নি? দড়িগুলো মরে নি? তুইও মরিস নি?

চাকর—হ্যাঁ।

শকার—পণ্ডিত, আসুন, গাড়ী দেখব। পণ্ডিত, আপনি আমার গুরু, আপনাকে পরম গুরুর মত দেখি, আপনি অন্তরঙ্গ, আপনাকে সমাদর করি। আপনাকে সামনে রাখা উচিত, আপনিই আগে গাড়ীতে উঠুন।

বিট—তাই হোক। (এই বলে উঠতে যায়)

শকার—না তুমি থাক। তোমার বাবার গাড়ী? যে তুমি আগে উঠছ? আমি গাড়ীর মালিক, আমি আগে উঠব।

বিট—আপনিই এই রকম বলছিলেন।

শকার—আমি যদি এরকম বলেও থাকি তাহলেও তোমার আদর করে বলা উচিত ছিল—"উঠুন কর্তা"।

বিট—উঠুন কর্তা।

শকার—আমি এখন উঠছি। বেটা, স্থাবরক, চাকর—গাড়ীটা ঘোরা।

চাকর—(ঘুরিয়ে) উঠুন কর্তা।

শকার—(উঠে, দেখে, ভয়ের অভিনয় করে, তাড়াতাড়ি নেমে বিটের কাঁধে ভর করে) পণ্ডিত, পণ্ডিত, মরেছ, মরেছ—গাড়ীতে রাক্ষুসী না হয় চোর উঠে বসে আছে। যদি রাক্ষসী হয় তাহলে দুজনেই চুরি হয়েছি। আর যদি চোর হয় তাহলে দুজনকেই খেয়ে ফেলেছে।

বিট—ভয় পাবেন না। এই গরুর গাড়ীতে রাক্ষসী আসবে কোথা থেকে? দুপুরের রোদের তাপে আপনার দৃষ্টি গোলমাল হয়ে গিয়েছে। স্থাবরকের পোষাক-শুদ্ধ ছায়া দেখে আপনার ভুল হয়নি ত?

শকার—বেটা, চাকর, স্থাবরক বেঁচে আছিস?

চাকর—হ্যাঁ।

শকার—পণ্ডিত গাড়ীতে মেয়েলোক বসে আছে। দেখ।

বিট—কি মেয়েলোক?—

রাস্তায় চোখে বৃষ্টির জল লাগা ষাঁড়ের মত
মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি চলে যাব। সজ্জন
সমাজে আমি সুনাম চাই, আমার চোখ কুলবধূ
দেখতে পারে না।

বসন্তসেনা—(আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিজের মনে) কি, আমার চোখের কাঁটা রাজারশালা? কপাল খারাপ, আমি বিপদে পড়েছি। অনুর্বর জমিতে ফেলা বীজের মত, পোড়াকপাল আমি। আমার এখানে আসা নিষ্ফল হল। এখন করি কি?

শকার—বুড় চাকরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, গাড়ী দেখছে না, পণ্ডিত গাড়ীটা দেখ।

বিট—দোষ কি? তাই হোক।

শকার—হায়রে, শিয়াল উড়ছে, কাক দৌড়চ্ছে। যতক্ষণ পণ্ডিতকে চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলে, দাঁত দিয়ে দেখে, ততক্ষণে আমি পালাব।

বিট—(বসন্তসেনাকে দেখে দুঃখের সাথে নিজের মনে) অ্যাঁ, হরিণী বাঘের অনুসরণ করছে। হায় রে কষ্ট—

শরৎকালের চাঁদের মত হাঁস পারে শুয়ে আছে,
তাকে ছেড়ে মেয়ে হাঁস কাকের কাছে এসেছে।

(জনান্তিকে)—বসন্তসেনা, এ ঠিকও নয়, ভালও না।

আগে মান করে অবহেলা করে এখন জিনিষ-
পত্রের লোভে মায়ের কথায়—।

বসন্তসেনা—না। (এই বলে মাথা নাড়ে)

বিট—

বেশ্যার অনুদার স্বভাবের জন্যে মনে করছ।

আমিত আগেই তোমাকে বলেছিলাম "ভদ্রে, প্রিয় আর অপ্রিয় সবার সমান ভাবে সেবা কর।"

বসন্তসেনা—গাড়ীর গোলমালে এসে পড়েছি। শরণ নিলাম।

বিট—ভয় নেই, ভয় নেই। বেশ, একে ঠকিয়ে দিচ্ছি। (শকারের কাছে যেয়ে) কানেলীর ছেলে, সত্যিই ওখানে রাক্ষসী রয়েছে।

শকার—পণ্ডিত, পণ্ডিত, যদি রাক্ষসীই রয়েছে তবে তোমাকে কেন চুরি করছে না। আর যদি চোর হয় তা হলে তোমাকে কেন খেল না ?

বিট—তা জেনে কি হবে ? যদি আমরা দুজনে বাগান দিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে উজ্জয়িনী শহরে ঢুকি তা হলে কি দোষ ?

শকার—তা করলে কি হবে ?

বিট—তা করলে ব্যায়াম হবে, গাড়ীর পরিশ্রম বাঁচবে।

শকার—তাই হোক। স্থাবরক, চাকর, গাড়ীটা নিয়ে যা না। দাঁড়া, দাঁড়া। দেবতা আর ব্রাহ্মণের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটেই যাই। না না গাড়ী চড়েই যাব। তাহলে দূর থেকে আমাকে দেখে বলবে "এই রাজার শালা কর্তা যাচ্ছে।"

বিট—(স্বগত) বিষ ওষুধ করা মুস্কিল। বেশ, এই করি (প্রকাশ্যে) কানেলীর ছেলে, এ বসন্তসেনা, তোমার অভিসারে এসেছে।

বসন্তসেনা—ছি ছি, চুপ চুপ।

শকার—(আনন্দের সাথে) পণ্ডিত, পণ্ডিত। শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মানুষ, বাসুদেব আমার কাছে ?

বিট—হ্যাঁ।

শকার—তাহলে অপূর্ব লক্ষ্মী পেলাম। তখন আমি রাগ করেছিলাম, এখন পায়ে পড়ে খুশি করব।

বিট—ভাল বলেছে।

শকার—এই পায়ে পড়ছি। (এই বলে বসন্তসেনার কাছে যেয়ে) হে মা অম্বিকা, আমার কথা শোন—

বিশালাক্ষি তোমার দশ নখ, দাঁত তোমার
সুন্দর ; হাত জোড় করে এই দুটি পায়ে পড়ছি।
প্রেমে পড়ে আমি যে অন্যায় করেছি, সুন্দরী
তা তুমি ক্ষমা করেছ। তোমার দাস হলাম।

বসন্তসেনা—(রেগে) অনার্যের মত কথা বলছ। দূর হও। (এই বলে লাথি মারে)

শকার—(রেগে)—মায়েরা যেখানে চুমু খেয়েছেন,
দেবতাদের কাছেও যা নীচু হয় নি, আমার সেই
মাথায় শিয়াল বনে মড়ার গায়ে যেরকম লাথি
মারে সেই ভাবে লাথি মারলি।

ওরে চাকর স্থাবরক. ওটাকে কোত্থেকে নিয়ে এলি ?

চাকর—কর্তা, রাজপথ গ্রামের গাড়ীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন চারুদত্তের বাগানবাড়ীতে গাড়ী রেখে সেখানে নেমে যখন চাকা ঘোরাচ্ছিলাম তখন গাড়ীর গোলমালে উনি এখানে উঠেছেন বলে মনে হয়।

শকার—কি ? গাড়ীর গোলমালে এসেছে, আমার অভিসারে নয়। নাম, আমার গাড়ী থেকে নাম। তুই সেই গরীব বেণের ছেলের অভিসারে যাবি আর আমার গরু দুটো চালাবি ? নাম তবে গর্ভদাসী, নাম, নাম—।

বসন্তসেনা—সেই "আর্য চারুদত্তের অভিসারে যাবি" এই কথায় সত্যিই আমার গৌরব হয়েছে। এখন যা হয় হোক।

শকার—

এই দুটো হাতে পদ্মের মত দশটা নখ আছে।
অনেক মিষ্টি আঘাত পেতে এই হাত দুটো অভ্যস্ত।
জটায়ু যেরকম বালির স্ত্রীকে চুল ধরে ফেলেছিল
সেই রকম এই হাতদুটো দিয়ে নিজের গাড়ী
থেকে তোর সুন্দর দেহটাকে টেনে নামাব।

বিট—

এই সব গুণী মেয়েদের চুল ধরতে নেই,
বাগানের লতার কচি পাতা ছিঁড়তে হয় না।

তুমি ওঠ। আমি এঁকে নামাচ্ছি। বসন্তসেনা নাম—

(বসন্তসেনা নেমে এককোণে থাকে)

শকার—(স্বগত) সেদিনকার কথায় অপমানে আমি রেগে আগুন হয়েছিলাম, আজ এর লাথিতে সে আগুন জ্বলে উঠেছে। সুতরাং এখন একে মেরে ফেলব। বেশ, এই বলি (প্রকাশ্যে) পণ্ডিত, পণ্ডিত—

যদি অনেক সুতোওয়ালা লম্বা ঝোলানো বিরাট
চাদর পেতে ইচ্ছা কর, যদি মাংস খেতে ইচ্ছা
থাকে আর যদি আমাকে খুশিকরতে চাও
তাহলে চুহু চুহু চুক্কু, চুহু, চুহু।

বিট—তাহলে কি ?

শকার—আমার ভাল লাগে এমন কাজ কর।

বিট—নিশ্চয়ই করব, তবে খারাপ কাজ বাদ দিয়ে।

শকার—পণ্ডিত, খারাপ কাজের গন্ধও নেই, রাক্ষসী একটাও নেই।

বিট—তাহলে বল।

শকার—বসন্তসেনাকে মেরে ফেল।

বিট—(কানে হাত দিয়ে)—

নগরের গৌরব অল্পবয়সী মেয়ে, বেশ্যা কিন্তু
বেশ্যার মত নয়, প্রেমের উপচার এই নিরপ-
রাধীকে যদি মেরে ফেলি তাহলে কোন ভেলায়
পরলোকের নদী পার হব ?

শকার—আমি তোমাকে ভেলা দেব। এই বাগানে কেউ নেই, এখানে মেরে ফেললে তোমাকে কে দেখবে ?

বিট—

আমাকে দশ দিক্ দেখবে, বনের দেবতা দেখবে,
চাঁদ দেখবে, উজ্জ্বল সূর্য দেখবে, ধর্ম দেখবে,
আকাশ দেখবে, অন্তরাত্মা দেখবে, ভাল কাজ
মন্দ কাজের সাক্ষী মাটি দেখবে।

শকার—তাহলে চাদর দিয়ে আড়াল করে মার।

বিট—মুর্খ, অধঃপাতে গিয়েছ।

শকার—এই বুড় শুয়োরটা অধর্মের ভয় করে। বেশ, চাকর স্থাবরককে অনুরোধ করি। ছেলে, স্থাবরক, চাকর, সোনার বালা দেব।

চাকর—আমিও পরব।

শকার —তোর জন্যে সোনার পিঁড়ি বানাব।

চাকর—আমিও বসব।

শকার—খেয়ে যা বাঁচবে, সব তোকে দেব।

চাকর—আমিও খাব।

শকার—তোকে সব চাকরের বড় করব।

চাকর—কর্তা, আমিও হব।

শকার—তাহলে আমার কথা শোন।

চাকর—কর্তা সব করব, খারাপ কাজ ছাড়া।

শকার—খারাপ কাজের গন্ধও নেই।

চাকর—কর্তা, বলুন।

শকার—এই বসন্তসেনাকে মেরে ফেল।

চাকর—প্রসন্ন হোন কর্তা। আমি মন্দলোক তাইতে আর্যাকে গাড়ীর গোলমালে নিয়ে এসেছি।

শকার—ওরে চাকর, তোর উপরেও আমার প্রভুত্ব নেই।

চাকর—কর্তা শরীরের মালিক কিন্তু চরিত্রের নয়। কর্তা প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন, আমার ভয় করছে।

শকার—আমার চাকর হয়ে তোর কাকে ভয়?

চাকর—কর্তা, পরলোককে।

শকার—পরলোকটা কি?

চাকর—কর্তা, ভাল কাজ খারাপ কাজের পরিণাম।

শকার—ভাল কাজের পরিণাম কিরকম?

চাকর—যেমন কর্তা—গায়ে অনেক সোনা।

শকার—খারাপ কাজের কিরকম?

চাকর—যেমন আমি, পরের অন্নদাস হয়েছি। তাইতে খারাপ কাজ করব না।

শকার—ওরে, মারবি না ? (এই বলে নানা ভাবে মারধর করতে থাকে)

চাকর—মারুন কর্তা, মেরে ফেলুন কর্তা, খারাপ কাজ করব না।---

যে ভাগ্যের দোষ আমাকে গর্ভদাস করেছে সে দোষ
আর বেশি কিনব না, সেই জন্যে একাজ করছি না।

বসন্তসেনা -- পণ্ডিত, আমি শারণাগত।

বিট—কানেলীর ছেলে, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।—

বেশ স্থাবরক, বেশ।---

এই চাকর অবস্থা এর খারাপ হলেও পরকালের
ফল চায়, কিন্তু এর প্রভু চায় না। খারাপ কাজই
বেশি বেশি করছে, ভাল কাজ করছে না। এরা
আজই কেন শেষ হয়ে যায় না ?

আর—

দৈব ছিদ্র খোঁজে, উল্টো কাজ করে। কারণ
ও চাকর, তুমি মালিক। তোমার সম্পদ ও ভোগ
করে না আর ওর হুকুম তুমি পালন করনা।

শকার—(স্বগত) বুড় শিয়ালটা অধর্মের ভয় করে। এই গর্ভদাসটা পরলোকের ভয় করে। প্রধান পুরুষ মানুষ, রাজার শালা আমি কাকে ভয় করি ? (প্রকাশ্যে) ওরে গর্ভদাস চাকর, তুই যা। আড়ালে ঢুকে নির্জনে বিশ্রাম কর।

চাকর—কর্তার যা আদেশ। (বসন্তসেনার কাছে যেয়ে) আর্যা আমার ক্ষমতা এই পর্যন্ত, (এই বলে বেরিয়ে যায়)

শকার—(কোমর বাঁধতে বাঁধতে) দাঁড়া বসন্তসেনা, দাঁড়া তোকে খুন করব।

বিট—অ্যাঁ, আমার সামনে মারবে ? (এই বলে গলা ধরে)

শকার—(মাটিতে পড়ে যায়) পণ্ডিত, প্রভুকে মারলে। (এই বলে মুর্চ্ছার অভিনয় করে। জ্ঞান হয়ে)

চিরকাল মাংসে আর ঘিয়ে আমার খেয়ে আজ
কাজের সময় কেন আমার শত্রু হলে ?

(ভেবে) বেশ, উপায় ঠিক করেছি। বুড় শিয়ালটা মাথা নেড়ে পথ বলে দিয়েছে। তাহলে এই বসন্তসেনাকে পিষে মারব। (প্রকাশ্যে) পণ্ডিত, আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, কুকুরের মত এই রকম উঁচুবংশে জন্মে আমি তা কি করে করব ? এইভাবে এ স্বীকার করাণোর জন্যে আমি বলেছিলাম।

বিট—

কুলের কথা বলে কি হবে, এখানে চরিত্রই কারণ।
সেই জন্যে ভাল ক্ষেতে কাঁটা গাছ মোটা হয়।

শকার—পণ্ডিত, এ তোমার সামনে লজ্জা করছে, আমাকে স্বীকার করছে না। যাও, চাকর স্থাবরককে আমি মেরেছি, সে চলে গিয়েছে, ও পালিয়ে যেতে পারে, তুমি তাকে নিয়ে এস।

বিট—(স্বগত)—

সৌজন্যের জন্যে বসন্তসেনা আমাদের সামনে
মূর্খের সাথে প্রেম করবে না। তা হলে একে আর
ওকে নির্জনে থাকতে দি। নির্জনতা আর পরস্পর
বিশ্বাসেই ভালবাসা হয়।

(প্রকাশ্যে) তাই হোক, যাই।

বসন্তসেনা—(আঁচল ধরে) বলছি, আমি শরণাগত।

বিট—বসন্তসেনা, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। কানেলীর ছেলে, বসন্তসেনা তোমার হাতে গচ্ছিত রইল।

শকার—হ্যাঁ, এ আমার হাতে গচ্ছিতই রইল।

বিট—সত্যি ?

শকার—সত্যি।

বিট—(কিছু দূরে যেয়ে) না, ও নৃশংস আমি গেলে একে মেরে ফেলতে পারে, তাইতে আড়াল থেকে দেখি ও কি করতে চায়।

(এই বলে আড়ালে থাকে)

শকার—বেশ, মেরে ফেলি। না, মিথ্যের ছলে বুড়শিয়াল এই ব্রাহ্মণ লুকিয়ে থেকে শিয়ালের মত ছলনা করতে পারে। ওকে ঠকানোর

জন্যে এখন এই করি। (ফুল তুলে নিজেকে সাজায়) ওগো, মেয়ে বসন্তসেনা এস।

বিট—বাঃ প্রেম করছে। বেশ, খুশি হলাম যাই (এই বলে চলে যায়)

শকার—

সোনা দিচ্ছি, মিষ্টি কথা বলছি, পাগড়ীওয়ালা
মাথা নোয়াচ্ছি, সুন্দর দাঁতওয়ালা মেয়ে তবুও
আমাকে চাইছে না। মানুষ কি সেবককে কষ্টই
দেয়?

বসন্তসেনা—এতে সন্দেহ কি? মুখ নীচু করে 'খলের চরিত্র…। ইত্যাদি শ্লোক পড়তে থাকে।—

খারাপ লোক, জন্ম থেকে দোষী, কুচরিত্র,
আমাকে টাকা দিয়ে লোভ দেখাচ্ছে? সুন্দর
চরিত্র, শুদ্ধদেহ পদ্মকে মৌমাছিরা ত্যাগ করে
না।—

সচ্চরিত্র, ভাল বংশের পুরুষরা গরীব হলেও
তাদের সেবা করা উচিত। উপযুক্ত লোককে
ভালবাসা বেশ্যাদেরও গৌরব।

তাছাড়া—

আমগাছের সেবা করে এখন পলাশকে স্বীকার করতে পারি না।

শকার—দাসীর মেয়ে, গরীব চারুদত্তকে আমগাছ বললি আর আমাকে বললি পলাশ? কিংশুকও না। এইভাবে আমাকে গাল দিতে দিতে এখনও চারুদত্তের কথা ভাবছিস?

বসন্তসেনা—আমার মনের ভিতরে রয়েছেন মনে না করব কি করে?

শকার—এখনও তোর মনে আছে? তাকে আর তোকে এক সাথেই মারব। গরীব বণিকের প্রেমিকা—দাঁড়া, দাঁড়া।

বসন্তসেনা—বল, বল আবার বল। একথা গৌরবের।

শকার—দাসীর ছেলে গরীব চারুদত্ত তোকে রক্ষা করুক।

বসন্তসেনা—যদি দেখত তাহলে রক্ষা করত।

শকার—

সে কি ইন্দ্র? বালির ছেলে মহেন্দ্র? রম্ভার
ছেলে কালনেমী? সুবন্ধু? রাজা রুদ্র? দ্রোণের
ছেলে জটায়ু? চাণক্য? ধুন্ধুমার? না ত্রিশঙ্কু?

না এরাও তোকে বাঁচাতে পারবে না।—

ভারতযুগে চাণক্য যে রকম সীতাকে মেরেছিল,
জটায়ু যেরকম দ্রৌপদীকে মেরেছিল, সেইরকম
তোকে মারব।

(এই বলে মারতে উদ্যত হয়)

বসন্তসেনা—হায় মা, তুমি কোথায়? হায় আর্য চারুদত্ত এ মানুষ অপূর্ণ আশা নিয়েই মারা যাচ্ছে, তাইতে বেশি করে কাঁদাব। না বসন্তসেনা জোরে জোরে কাঁদছে, এ লজ্জাকর। আর্য চারুদত্তকে নমস্কার।

শকার—গর্ভদাসী, এখনও সেই পাপীর নাম করছিস? (এই বলে গলা টিপে) মনে কর গর্ভদাসী, মনে কর।

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্তকে নমস্কার।

শকার—মর গর্ভদাসী, মর। (গলা টিপে মেরে ফেলার অভিনয় করে)

(বসন্তসেনা মূর্চ্ছিত হয়ে অসাড়ভাবে পড়ে যায়)

শকার—(আনন্দের সাথে)—

এই দোষের ভাঁড়, অবিনয়ের বাসা, খারাপ
মেয়েলোক তার ভালবাসার লোকের সাথে
প্রেম করতে এসেছিল, নিজের বাহু বলের কি
আর উদাহরণ দেব, বেশ, ভারতে সীতা যেরকম
মরেছিল সেই রকম নিশ্বাসেই মা ভাল করে
মরেছে।—

বেশ্যাটা আমি চাওয়া সত্ত্বেও আমাকে চায় নি,
শূন্য পুষ্পকরণ্ডকে বাহুপাশে ওকে মেরে ফেলেছি।
আগেও হঠাৎ বাহুপাশের ভয় দেখিয়েছি।
আমার ভাই, আমার বাবা, দ্রৌপদীর মত আমার
মা, যারা ছেলের এইরকম বীরত্ব আর অধ্যবসায়
দেখল না, তারা সত্যিই বঞ্চিত হল।

বেশ, বুড় শিয়ালটা এখন আসবে, তাহলে লুকিয়ে থাকি। (তাই করে)।

বিট—(চাকরের সাথে ঢুকে) চাকর স্থাবরককে আমি অনুনয় করেছি। তাহলে কানেলীর ছেলেকে দেখি। (যেয়ে দেখে) পথেই পায়ে পড়েছে, এই লোকটা স্ত্রী হত্যা করেছে। ওরে পাপী কেন তুই এইরকম খারাপ কাজ করলি? পাপী, তোর পতনের পর স্ত্রী হত্যা দেখে আমাদেরও পতন হবে। বসন্তসেনার বিষয়ে আমার মনে ভয় হচ্ছে, এ নিশ্চয়ই খারাপ লক্ষণ। দেবতা সব ভাল করবেন। (শকারের কাছে যেয়ে) কানেলীর ছেলে, চাকর স্থাবরককে আমি এইভাবে অনুনয় করেছি।

শকার—পণ্ডিত, তোমার শুভাগমন ত? ছেলে, স্থাবরক, চাকর, তোরও শুভাগমন ত?

চাকর—হ্যাঁ।

বিট—আমার গচ্ছিত জিনিষটি নিয়ে এস।

শকার—কিরকম?

বিট—বসন্তসেনা।

শকার—গিয়েছে।

বিট—কোথায়?

শকার—পণ্ডিতেরই পিছনে।

বিট—(ভেবে) সে তো সেদিকে যায় নি।

শকার—তুমি কোনদিকে গিয়েছিলে?

বিট—পূব দিকে।

শকার—সেও দক্ষিণ দিক দিয়ে গিয়েছে।

বিট—আমি দক্ষিণ দিক দিয়ে।

শকার—সেও উত্তর দিক দিয়ে।

বিট—উল্টোপাল্টা বলছ। আমার মনে বিশ্বাস হচ্ছে না,—সত্যি বল।

শকার—পণ্ডিতের মাথা আর নিজের পায়ের দিব্যি, মন ঠিক করব। ওকে আমি মেরে ফেলেছি,

বিট—(দুঃখের সাথে) সত্যিই তুমি মেরে ফেলেছ ?

শকার—যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তাহলে রাজার শালা সংস্থানকের প্রথম বীরত্ব দেখ। (এই বলে দেখায়)

বিট—হায়রে, আমার কপাল খারাপ, মরেছি। (এই বলে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়)

শকার—কি আশ্চর্য, পণ্ডিতটা মরে গেল।

চাকর—পণ্ডিত, আশ্বস্ত হোন। আশ্বস্ত হোন, বিবেচনা না করে গাড়ী এনে আমিই প্রথম মেরেছি।

বিট—(আশ্বস্ত হয়ে করুণ ভাবে) হায়রে বসন্তসেনা—

হায়রে, অলঙ্কারের অলঙ্কার, হায় সুন্দর মুখ,
খেলার আনন্দের শোভা, হায় সৌজন্যের নদী,
হাসি ভরা নদীর তীর, হায়রে আমার মত লোকের
আশ্রয়, দাক্ষিণ্য যেখানে জলের মত বয়ে যেত।
সব শেষ হয়ে গেল, রতিদেবী নিজের দেশে চলে
গেলেন। সৌভাগ্য পণ্যের খনি, প্রেমের দেবতাব
দোকান নষ্ট হয়ে গেল।

(চোখের জলের সাথে) কষ্ট, হায়রে কষ্ট।—

প্রায় সাক্ষাৎ পাপ তুমি। এ কাজ করলে,
নিষ্পাপ নগরের লক্ষ্মীকে নিবিয়ে দিলে—এতে
তোমার কি হবে ?

(স্বগত) এই পাপী হয়ত কখন এই খারাপ কাজ আমার উপরে চাপাবে। বেশ, এখান থেকে চলে যাই।

শকার—(কাছে যেয়ে ধরে ফেলে)

বিট—পাপ, ছুঁস না ছুঁস না, তোকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই। আমি যাচ্ছি।

শকার—ওরে, বসন্তসেনাকে নিজেই মেরে ফেলে আমাকে দোষ দিয়ে কোথায় পালাচ্ছিস ? আমি এখন এই রকম অনাথ হয়ে পড়লাম।

বিট—অধঃপাতে গিয়েছ।

শকার—

তোকে একশ টাকা দেব, সোনা দেব, এক
কাহন পাঁচগণ্ডা কড়ি দেব, আমার এই পরাক্রমের
দোষ সবারই সমান হোক।

বিট— ছিঃ, তোমারই হোক।

চাকর—ছিঃ, চুপ করুন।

শকার—(হাসে)

বিট—

বন্ধুত্ব চলে যাক, এই হাসি ছাড়। অপমান জনক
আর অসৎ এই বন্ধুত্বের নিন্দা করি। তোমার
সঙ্গে যেন আর আমার কখনও দেখা না হয়। তুমি
ছেঁড়া ধনুকের মত নির্গুণ। তোমাকে ত্যাগ করলাম।

শকার—পণ্ডিত, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। আসুন পদ্ম বনে ঢুকে খেলা করি।—

বিট—

পতিত না হলেও তোমাকে সেবা করি বলে
লোকে আমাকে পতিত অনার্য বলেই মনে করে।
তুমি স্ত্রী হত্যা করেছ, নগরের স্ত্রীরা তোমাকে
ভয়ে ভয়ে আধ চোখে দেখবে। তোমার সাথে
কি করে যাব ?

(করুণ ভাবে) বসন্তসেনা—

সুন্দরী, অন্য জন্মেও তুমি বেশ্যা হয়ো না। তোমার
চরিত্রের গুণ আছে, তুমি নির্মল বংশে জন্ম নিও।

শকার—আমার পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে খুন করে কোথায় পালাচ্ছ? এস, আমার ভগ্নিপতির সামনে ব্যবহারে (মামলায়) দাঁড়াও। (এই বলে ধরে)

বিট—আঃ, ইতর, দাঁড়া—(এই বলে তরোয়াল ধরে)

শকার—(ভয় পেয়ে সরে যেয়ে) কিরে, ভয় পেয়েছিস? তা হলে যা।

বিট—(স্বগত) থাকা উচিত নয়। বেশ, যেখানে আর্য শর্বিলক, চন্দনক এরা আছে সেখানে যাই, (এই বলে চলে যায়)

শকার—মরগে যাও।—ওরে স্থাবরক, ব্যাটা, আমি কিরকম করেছি?

চাকর—কর্তা, খুব খারাপ কাজ করেছেন।

শকার—ওরে চাকর, খারাপ কাজ করেছি বলছিস কেন? বেশ, এই রকম করি। (অনেক রকম গয়না খুলে) এই গয়নাগুলো নে, আমি দিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত পরব ততক্ষণ আমার অন্য সময় তোর।

চাকর—এগুলো কর্তাকেই ভাল দেখায়, এ দিয়ে আমার কি হবে?

শকার—তা হলে যা, এই গরু দুটো নিয়ে আমার প্রাসাদের সামনের নতুন রাস্তায় দাঁড়া। আমি আসছি।

চাকর—কর্তা, যা বলেন। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

শকার—নিজেকে বাঁচানোর জন্যে পণ্ডিতটা চোখের আড়ালে পালিয়েছে। চাকরটাকেও প্রাসাদের সামনে নতুন রাস্তায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখব। এইভাবে কথাটা লুকোনো থাকবে, তাহলে যাই। না, একে দেখি, একি মরেছে? না আবারও মারব? (দেখে) ভালরকমই মরেছে। বেশ, এই চাদর দিয়ে একে ঢেকে রাখি। না, এতে নাম লেখা আছে, কোন ভাল লোক জানতে পারবে। বেশ, বাতাসে জড়ো করা এই শুকনো পাতাগুলো দিয়ে ঢেকে রাখি। (তাই করে, ভেবে) বেশ, এই করি, এখন আদালতে যেয়ে মামলা লেখাই যে অর্থের জন্যে বণিক চারুদত্ত আমার পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে ঢুকে বসন্তসেনাকে খুন করেছে।—

এই পবিত্র নগরে পশু বলির মত চারুদত্তকে
শেষ করার জন্যে ভীষণ নতুন ছল করব।

বেশ, যাই। (এই বলে বেরিয়ে দেখে ভয় পেয়ে) আশ্চর্য, যে যে রাস্তা দিয়েই যাই, সেই রাস্তায়ই এই দুষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটা কষে ছোপান ভেজা কৌপীন নিয়ে এসে হাজির হয়। একে নাক ফুটো করে বার করে দিয়েছি, এর সঙ্গে শত্রুতা হয়েছে, তাইতে আমাকে দেখে কখনও হয়ত প্রকাশ করে ফেলবে যে এই মেরেছে। তা হলে কি করে যাই? (দেখে) বেশ, এই অর্ধেক পড়ে যাওয়া প্রাচীর ডিঙিয়ে যাই।—

হনুমান যেরকম তাড়াতাড়ি করতে যেয়ে মহেন্দ্র
পর্বতের শিখরে উঠে, পরে আকাশ দিয়ে লঙ্কায়
যেয়ে পড়েছিল সেই রকম এই আমিও মাটি
থেকে শিখরে উঠে পাতালে পড়েছি।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

(যবনিকা না সরিয়ে সংবাহক নামে বৌদ্ধসন্ন্যাসী প্রবেশ করে)

কৌপীনটা আমি ধুয়েছি, তাহলে কি গাছের ডালে শুকোব? ওখানে বাঁদর ছিঁড়ে ফেলবে। তাহলে কি মাটিতে? ধুলো লাগবে। তাহলে কোথায় মেলে শুকোই? (দেখে) বেশ, এখানে বাতাসে জড়ো করা শুকনো পাতাগুলোর উপরে মেলে দি। (তাই করে) বুদ্ধকে নমস্কার। (এই বলে বসে) বেশ, ধর্মকথা বলি।—

পাঁচজনকে যে মেরেছে, স্ত্রীকে মেরে যে গ্রাম
রক্ষা করেছে, দুর্বল চণ্ডালকে যে মেরেছে সে
লোক নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে।

না, যতদিন বুদ্ধের উপসিকা সেই মেয়ের উপকার না করি আমার এ স্বর্গের দরকার নেই। তিনি দশখানা মোহর দিয়ে দ্যূতকরদের কাছ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। তারপর থেকে তিনি

আমাকে কিনে নিয়েছেন বলেই মনে করি। (দেখে) পাতার ভিতরে নড়ছে কি! না কি—

পাতাগুলো হাওয়ায় আর রোদে গরম হয়েছে,
কৌপীনের জলে ভিজে মিলিয়ে গিয়েছে মনে
হয় যেন এই বিছিয়ে দেয়া পাতাগুলো মেলে দেয়া
পাখীর পাখা, পাখার মতই নড়ছে।

(বসন্তসেনার জ্ঞান হয়, হাত দেখায়)

ভিক্ষু—হায় হায়। সুন্দর গয়নায় সাজানো মেয়েলোকের হাত বের হচ্ছে। কি, আর একটা হাতও (নানা ভাবে দেখে) এ হাত চেনা বলে মনে হয়, না এ সেই হাত যে হাত আমাকে অভয় দিয়েছিল। বেশ, দেখি (সরিয়ে দেখে চেনার অভিনয় করে) সেই বুদ্ধের উপাসিকাই। (বসন্তসেনা জল খেতে চায়)

ভিক্ষু—এঁ্যা, জল চাইছে, দীঘিটাও দূরে। এখন এখানে করি কি? বেশ, এই কোপীনটা ওঁর উপরে নিংড়ে দি। (তাই করে)

(বসন্তসেনা জ্ঞান ফিরে জেগে ওঠে। ভিক্ষু কাপড়ের আঁচল দিয়ে হাওয়া করে)

বসন্তসেনা—আর্য, আপনি কে?

ভিক্ষু—বুদ্ধের উপাসিকা, দশ মোহরে কিনেছিলেন আমাকে, চিনতে পারছেন না?

বসন্তসেনা—মনে পড়ছে, তবে আর্য যে ভাবে বলছেন সে ভাবে নয়। আমার মরণ ভাল।

ভিক্ষু—বুদ্ধের উপাসিকা, কি ব্যাপার?

বসন্তসেনা—(দুঃখের সাথে) বেশ্যা বাড়ীতে থাকলে যা হয়।

ভিক্ষু—উঠুন বুদ্ধের উপাসিকা, গাছের কাছে উঠেছে এই লতাটা, এটাকে ধরে উঠুন।

(এই বলে লতা নামায় বসন্তসেনা ধরে ওঠে)

ভিক্ষু—এই বিহারে আমার ধর্ম বোন থাকে। সেখানে মন সুস্থ করে উপাসিকা বাড়ি যাবেন। তাহলে আস্তে আস্তে চলুন বুদ্ধের

উপাসিকা। এই বলে চলতে থাকে, (দেখে) সরুন আর্যরা সরুন, ইনি তরুণী মেয়ে, আমি ভিক্ষু—এ আমার শুদ্ধ ধর্ম।—

হাত সংযত, মুখ সংযত, ইন্দ্রিয় সংযত সেই হল
মানুষ। রাজপুরুষ তার কি করতে পারে?
পরলোক তার হাতে অচল থাকে।

(এই বলে বেরিয়ে যায়)

(বসন্তসেনা হত্যা নামে অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত)

নবম অঙ্ক

(তারপর শোধনকের প্রবেশ)

শোধনক—বিচারকরা আমাকে আদেশ করেছেন "ওরে শোধনক, (বিচারালয়ে) যেয়ে আসনগুলো সাজা" তাহলে বিচারালয় সাজাতে যাই। (খানিকটা যেয়ে দেখে) এই বিচারালয়, এই ঢুকছি। (ঢুকে ঝাঁট দিয়ে আসন সাজিয়ে) বিচারালয় আমি ঝাঁট দিয়েছি, আসনও সাজিয়েছি। তাহলে বিচারকদের খবর দিই, (খানিকটা যেয়ে দেখে) কি, রাজার শালা এই দুষ্টু খারাপ লোক এ দিকেই আসছে। তাহলে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাই। (এই বলে একপাশে দাঁড়ায়)

(তারপরে চকমকে পোষাক পরে শকারের প্রবেশ)—

আমার শরীরের গড়ন ভাল। আমি বাগানে, বসে
তরুণী মেয়েদের সাথে গন্ধর্বের মত স্নান করেছি।--
চুল আমার কখনো বাঁধা, কখনো জট বাঁধা,
কখনো স্বাভাবিক আবার কখনো ছেড়ে দেয়া।
কখনো আবার উপর দিকে তোলা। আমি রাজার
শালা, আমার নানারূপ।

আর—

মৃণালের গিঁটের ভিতরে ঢোকা ছোট পোকা
বাইরে আসার ফাঁক খোঁজে। সেই পোকার মত
আমি, বড় ফাঁক পেয়েছি। তা এই খারাপ
কাজ কার উপরে চাপাব ?

(মনে করে) ও মনে পড়েছে। গরীব চারুদত্তের উপরে এই খারাপ কাজ চাপাব। আর সে হল গরীব, সুতরাং তার পক্ষে

সবই সম্ভব। বেশ, বিচারালয়ে যেয়ে আগে ব্যবহার (মামলা) লেখাই যে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে গলা টিপে মেরেছে। তাহলে বিচারালায়ে যাই। (খানিকটা যেয়ে দেখে) এই সেই বিচারালয়, এখানে ঢুকি। (ঢুকে দেখে) আসনগুলো দেয়া রয়েছে। এই উঠোনে দুর্বা উঠেছে, যতক্ষণ বিচারকরা আসেন ততক্ষণ এখানে বসে অপেক্ষা করি। (সেইভাবে থাকে)।

শোধনক—(অন্যদিকে হাঁটতে হাঁটতে সামনে দেখে) এই যে বিচারকরা আসছেন। তাহলে কাছে যাই। (এই বলে কাছে যায়)

(তারপর বণিক, কায়স্থ ইত্যাদির সাথে বিচারকের প্রবেশ)

বিচারক—বণিক, কায়স্থ আপনারা শুনুন।

বণিক আর কায়স্থ—আদেশ করুন আর্য।

বিচারক—ব্যবহারে (মামলায়) ব্যস্ত থাকেন বলে পরের মন বোঝা বিচারকদের পক্ষে বড় মুস্কিল।—

লোকে খারাপ কাজ উপস্থিত করে ভাল
কাজকে দূর করে। নিজেকে ভালবাসে বলে
বিচারালয়ে নিজের দোষের কথা বলে না।
বাদী প্রতিবাদীর ব্যবহারে পাপ বেড়ে যায়।
সে পাপ রাজাকে স্পর্শ করে। এককথায়
কপালে নিন্দাই সহজে মেলে সুনাম দূরেই থাকে।

আরও—

রেগে যেয়ে লোকে ন্যায়কে দূর করে, অন্যায়কে
উপস্থিত করে। সাধুরাও বিচারালয়ে নিজের
দোষের কথা বলবেন না। তাঁরা নিশ্চযই
অধঃপাতে যান। বাদী-প্রতিবাদীর দোষে পাপ
বেড়ে যায়। এককাথায় কপালে নিন্দাই সহজে
মেলে সুনাম দূরে থাকে।

কারণ বিচারকরা—

শাস্ত্র জানেন, কপটতা বুঝতে ওস্তাদ, ভাল

বলতে পারেন, রাগ করেন না। তাঁর কাছে বন্ধু, আপন পর সব সমান। তিনি ঘটনা বুঝে কাজ করেন, দুর্বলকে পালন করেন। খারাপ লোকদের আঘাত করেন। ধার্মিককে খুব ভালবাসেন, দুই পক্ষের ব্যাপার বুঝতে মন দিয়ে চেষ্টা করেন আর রাজার রাগ থেকে দূরে থাকেন।

বণিক-কায়স্থ—যদি আপনারও গুণের বদলে দোষ বলা হয় তাহলে চাঁদেও অন্ধকার বলা যায়।

বিচারক—ভদ্র শোধনক, বিচারালয়ের রাস্তা দেখাও।

শোধনক—আসুন, আসুন বিচারপতি—আসুন।

(এই বলে হাঁটতে থাকে)

শোধনক—এই বিচারমণ্ডপ, বিচারপতি ভিতরে যান।

(সবাই প্রবেশ করে)

বিচারক—ভদ্র শোধনক, বাইরে বেরিয়ে দেখ কে কে বিচার চায়।

শোধনক—আর্যের যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়) মশাইরা বিচারক বলছেন "এখানে কে কে বিচার চায়।"

শকার—(আনন্দের সাথে) বিচারক এসেছেন (গর্বের সাথে যেয়ে) আমি প্রধান পুরুষ, মানুষ, বাসুদেব, রাষ্ট্রীয়শ্যালক, রাজার শালা, বিচার চাই।

শোধনক—(ভয়ে ভয়ে) হায়রে, প্রথমেই রাজারশালা বিচার চায়। বেশ, একটু অপেক্ষা করুন আর্য, বিচারপতিকে বলি। (কাছে যেয়ে) আর্য, এই যে রাজারশালা বিচার চাইতে বিচারালয়ে এসেছেন।

বিচারক—কি, প্রথমেই রাজারশালা বিচার চায়? উদয়ের সময় সূর্যগ্রহণ মহাপুরুষের মৃত্যু সূচনা করে। শোধনক আজকের ব্যবহার ভয়ানক হবে। ভদ্র, বেরিয়ে যেয়ে বল "আজ তোমার ব্যবহার দেখা হবে না—যাও।"

শোধনক—আর্যের যা আদেশ। (বেরিয়ে শকারের কাছে যেয়ে) আর্য, বিচারপতি বলছেন "আর্য যান, আজ আপনাদের বিচারের বিষয় দেখা হবে না।

শকার—(রেগে) কি ? আমার ব্যবহার দেখা হবে না ? যদি না দেখা হয় তালে ভগ্নিপতি, রাজা পালককে বলে, মা আর বোনকে বলে এই বিচারপতি তাড়িয়ে অন্য বিচারপতি বসাব। (এই বলে যেতে চায়)

শোধনক --আর্য, রাজার শালা, একটু দাঁড়ান, বিচারপতিদের জানাই। (বিচারপতির কাছে যেয়ে) রাজার শালা রেগে এই বলছে। (এই বলে সে যা বলেছে তাই বলে)

বিচারপতি—এই মূর্খের পক্ষে সবই সম্ভব। ভদ্র বল, "এস তোমার ব্যববহারের (মামলা) ব্যাপার দেখা হবে।"

শোধনক—(শকারের কাছে যেয়ে) আর্য, বিচারপতি বলেছেন, "আসুন আপনার ব্যবহার দেখা হবে," তা ভিতরে যান আর্য।

শকার—প্রথমে বলছে "দেখা হবে না।" "এখন দেখা হবে," তাইতে বিচারপতি নামে ভয় পেয়েছে। সুতরাং আমি যা বলব তাই বিশ্বাস করবে। বেশ, ঢুকি। (ঢুকে কাছে যেয়ে) আমরা বেশ সুখেই আছি। তোমাদের সুখ দিতেও পারি নাও দিতে পারি।

বিচারক—(নিজের মনে) যে বিচার চায় তার কি কঠিন সংস্কার। (প্রকাশ্যে) বসুন।

শকার—আঃ, এ আমার নিজের জায়গা। আমার যেখানে ভাল লাগবে সেখানে বসব (বণিককে) এই বেসেছি, (শোধনককে) এখানেই বসছি। (বিচারকের মাথায় হাত দিয়ে) এই বসলাম। (এই বলে মাটিতে বসে)।

বিচারক—আপনি বিচারপ্রার্থী ?

শকার—হ্যাঁ।

বিচারক—তাহলে ব্যাপার বলুন।

শকার—ব্যবহার (মামলা) কানে কানে বলব। কুকুরের মত এই বড় বংশে আমি জন্মেছি।—

রাজার শ্বশুর আমার বাবা, রাজা বাবার জামাই
হন। আমি রাজার শালা, রাজা আমার
ভগ্নিপতি।

বিচারক—সব জানি।—

বংশ দিয়ে কি হবে? চরিত্রই আসল। ভাল
মাটিতে কাঁটাগাছও খুব বড় হয়।

তাইতে কাজের কথা বলুন।

শকার—এই রকম বলি। অপরাধ করলে ও আমার কিছুই করতে পারবে না। তারপর সেই ভগ্নিপতি খুশি হয়ে খেলার জন্যে আর রক্ষা করার জন্যে সব বাগানের সেরা পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যান দিয়েছেন। সেখানে আমি রোজ দেখাশোনা করতে, শুকোতে, পরিষ্কার করতে, পালন করতে আর কাটতে যাই। হঠাৎ দেখলাম—না দেখলাম না, মেয়ে মানুষের শরীর পড়ে রয়েছে।

বিচারক—যে মেয়ে লোকটি মারা গেছে, সে কে জেনেছেন কি?

শকার—ও বিচারকরা সেই নগরের অলঙ্কার, বহুসোনায় সাজানো মেয়ে তাকে চিনব না কেন? কোন একজন কুপুত্র, দুদিনের পয়সার জন্যে খালি পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে ঢুকে হাতের চাপে জোর করে বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছে। আমি মারিনি।

বিচারক—হায়রে নগরের রক্ষীদের অসাবধানতা। শ্রেষ্ঠী আর কায়স্থ, আমি নই, বিচারের এই ব্যাপারটা প্রথমে লিখুন।

কায়স্থ—আর্যের যা আদেশ। (তাই করে) লেখা হয়েছে আর্য।

শকার—(স্বগত) হায়রে, পায়েসের লোভে ব্যস্ত লোকের মত নিজেই নিজের সর্বনাশ করলাম। বেশ, এই রকম বলি। (প্রকাশ্যে) ওহে বিচারকেরা, বলছি যে আমিই দেখেছি, কেন গোলমাল করছ। (এই বলে পা দিয়ে লেখা মুছে দেয়)।

বিচারক—আপনি কি করে জানলেন যে টাকার জন্যে হাতের চাপে মেরে ফেলেছে?

শকার—শুনুন, গলার হারের সুতো খালি, তাতে সোনা নেই, গয়না পরার জায়গাগুলো খালি। তাইতে মনে হয়েছে।

বণিক আর কায়স্থ—সঙ্গত মনে হয়।

শকার—(স্বগত) কপালগুণে বেঁচে গেলাম, বেশ।

বণিক-কায়স্থ—শুনুন, এ ব্যবহার কার?

বিচারক—পৃথিবীতে ব্যবহার দুরকম।

বণিক আর কায়স্থ—কি রকম?

বিচারক—বাক্য অনুসারে আর অর্থানুসারে। যেটা বাক্য অনুসারে সেটা হয় বাদী-প্রতিবাদীর কথায় আর যেটা অর্থ অনুসারে সেটা বিচারকের বুদ্ধি অনুসারে নিষ্পন্ন হয়।

বণিক আর কায়স্থ—তাহলে ব্যবহার বসন্তসেনার মায়ের।

বিচারক—হ্যাঁ, এই রকমই। ভদ্র, শোধনক বসন্তসেনার মাকে ব্যস্ত না করে ডাক।

শোধনক—যে আজ্ঞে। (এই বলে বেরিয়ে বসন্তসেনার মায়ের সাথে ঢুকে) আসুন আর্যা, আসুন।

বৃদ্ধা—আমার মেয়ে নিজের যৌবন ভোগ করতে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছে। এই দীর্ঘায়ু আবার বলছে "এস বিচারক ডাকছেন" তাইতে নিজেকে যেন জ্ঞান নেই বলে মনে হচ্ছে। আমার বুক থরথর করছে। আর্য, আমাকে বিচারালয়ের পথ বলে দিন।

শোধনক—এ দিকে আর্যা। এদিকে।

(দুজনে চলতে থাকে)

শোধনক—এই বিচারালয়, এখানে ঢুকুন, আর্যা।

(এই বলে দুজনে প্রবেশ করেন)

বৃদ্ধা—(কাছে যেয়ে) সেরা পণ্ডিত আপনারা, আপনাদের মঙ্গল হোক।

বিচারক—ভদ্রে, আপনার শুভাগমন ত? বসুন।

বৃদ্ধা—বেশ। (এই বলে বসে)

শকার—(রাগের সাথে) এসেছ কুটনী বুড়ী ! এসেছ ?

বিচারক—আপনি কি বসন্তসেনার মা ?

বৃদ্ধা—হ্যাঁ।

বিচারক—বসন্তসেনা এখন কোথায় গিয়েছে ?

বৃদ্ধা—বন্ধুর বাড়ীতে।

বিচারক—তার বন্ধুর নাম কি ?

বৃদ্ধা—(স্বগত) ছি ছি, এ বড় লজ্জার কথা। (প্রকাশ্যে) এ কথা সাধারণ লোকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, বিচারক নয়।

বিচারক—লজ্জা করবেন না। বিচার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে।

বণিক আর কায়স্থ—বিচার জিজ্ঞাসা করছে, এতে দোষ নেই, বলুন।

বৃদ্ধা—কি ব্যবহার ? তাহলে শুনুন মাননীয় মশাইরা। তিনি বণিক বিনয়দত্তের নাতি, সাগরদত্তের ছেলে, তাঁর নাম স্বনামধন্য আর্য চারুদত্ত। বণিক পাড়ায় থাকেন। আমার মেয়ে সেখানে যৌবনের সুখ ভোগ করে।

শকার—আর্যরা শুনলেন। এ কথাগুলো লিখে নিন। আমার বিবাদ চারুদত্তের সাথে।

বণিক আর কায়স্থ—চারুদত্ত বন্ধু এতে দোষ নেই।

বিচারক—এ ব্যবহার চারুদত্তকে নিয়ে।

বণিক আর কায়স্থ—এই রকমই।

বিচারক—ধনদত্ত, ব্যবহারের প্রথম কথা লেখ, বসন্তসেনা আর্য চারুদত্তের বাড়ীতে গিয়েছে। কি, আমাদের আর্য চারুদত্তকেও ডাকা দরকার। না ব্যবহারই তাকে ডাকছে। শোধনক যাও, আর্য চারুদত্তকে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত না করে—উদ্বিগ্ন না করে সসম্মানে ডেকে নিয়ে এস। বল, "বিচারকের দরকার বলে আপনাকে ডাকছে।"

শোধনক—আর্যের যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে চারুদত্তের সাথে ঢুকে) এদিকে আর্য, এদিকে।

চারুদত্ত—(ভেবে)—

রাজা আমার চরিত্র আর বংশ জানেন। তবুও এখনকার অবস্থায় এই ডাকে ভয় পাচ্ছি।

(নিজের মনে চিন্তা কর্তে কর্তে)—

রাস্তা দিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে এসেছিল গাড়ী করে আমি সরিয়ে দিয়েছি, তা কি রাজা জানতে পেরেছে? রাজাদের চোখ গুপ্তচর, হয় তো তাঁর কানে এসেছে। তাইতে আমি এই ভাবে আসামীর মত চলেছি।

না, ভেবে কাজ কি? বিচারালয়েই যাই। ভদ্র, শোধনক, বিচারালয়ের রাস্তা দেখাও।

শোধনক—এদিকে আর্য, এদিকে।

(এই বলে ত্নজনে চলতে থাকে)

চারুদত্ত—(ভয়ে ভয়ে) তাহলে আর কি হবে?—

কাক রুক্ষভাবে ডাকছে, মন্ত্রীর কর্মচারী বারবার ডাকছে, হঠাৎ বাঁ চোখ নাচছে, আমার ত্নর্লক্ষণ-গুলোতে খারাপ লাগছে।

শোধনক—আস্থন আর্য, ব্যস্ত না হয়ে আস্তে আস্তে আস্থন

চারুদত্ত—(যেয়ে সামনে দেখে)—

সূর্যের দিকে মুখ করে শুকনো গাছের উপরে কাক। ভয়ানক বাঁ চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, সন্দেহ নেই।

(আবার অন্যদিকে তাকিয়ে) অঁ্যা, ওই একটা সাপ,—

ওই বিরাট সাপ রেগে আমার দিকে আসছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। গোলানীল কাজলের মত রঙ্, লম্বা জিবটা কাঁপছে, দাঁত চারটে সাদা, পেটটা বাঁকা আর হাওয়ায় ভরা, আমার রাস্তা আটকে শুয়েছিল।

আর—

মাটি ভেজা নয় তবুও মাটিতে পা রাখতেই পা হড়কে যাচ্ছে, বাঁ চোখ নাচছে, বাঁ হাতও অনবরত কাঁপছে, এই একটা শকুন এখন বার বার ডাকছে, ভীষণ মৃত্যুর কথা বলছে, এতে বিচারের কিছু নেই।

দেবতারা সবরকম মঙ্গল করবেন

শোধনক—এদিকে আর্য, এদিকে। এই বিচারশালায় ঢুকুন আর্য।

চারুদত্ত—(ঢুকে চারদিক দেখে) আঃ, বিচারশালার কি শোভা, এখানে—

রাজার বিচারালয় হিংসার জন্যে সমুদ্রের মত দেখাচ্ছে। এখন পরামর্শদাতারা ভাবছেন, চিন্তায় ডুবে আছেন, সে চিন্তা যেন জল, ঢেউ আর শঙ্খের মত সব দূত রয়েছে, কুমীর আর মকরের মত একপাশে গুপ্তচররা রয়েছে, হাতী আর ঘোড়ার মত হিংস্রকদের এটা আশ্রয়। হাড়গিলে পাখীর আওয়াজের মত নানা রকম আওয়াজে বেশ মানিয়েছে, কায়স্থরা সাপের মত, সমুদ্রের পার যে রকম ভাঙা এখানকার নীতিও সেই রকম ভাঙা।

বেশ, (ঢুকতে মাথায় আঘাত পাওয়ার অভিনয় করে ভাবতে ভাবতে) আঃ, এই আর একটা—

আমার বাঁ চোখ কেঁপেছে, কাক ডেকেছে, সাপে পথ আটকে ছিল, দেবতা আমাদের মঙ্গল করবেন।

তাহলে ঢুকি—(এই বলে ঢোকে)

বিচারক—এই সেই চারুদত্ত—

নাকটা উঁচু, অপাঙ্গ পর্যন্ত বিরাট চোখ, এই রকম মুখ অকারণে দোষ দেবার মত নয়। মানুষ, হাতী, ঘোড়া আর গরু এদের চেহারা যদি সুন্দর হয় তাহলে চরিত্র অন্যরকম হয় না।

চারুদত্ত—বিচারকদের মঙ্গল হোক, কাজ করছেন, আপনাদের কুশল তো?

বিচারক—(সম্ভ্রমের সাথে) আর্যের শুভাগমন ত? ভদ্র, শোধনক, আর্যের আসন নিয়ে এস।

শোধনক—(আসন এনে) এই আসন, এতে বসুন আর্য।

চারুদত্ত—(বসে)

শকার—(রেগে) মেয়েমানুষকে খুন করেছিস তুই—এসেছিস? এসেছিস? আঃ, কি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার। আঃ, কি ধর্মসঙ্গত ব্যবহার। মেয়েলোককে খুন করেছে ওকে আসন দেয়া হচ্ছে। (গর্বের সাথে) বেশ দাও।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত! আপনার কি ওই আর্যার মেয়ের সাথে ভালবাসা, প্রেম কি প্রণয় আছে?

চারুদত্ত—কার?

বিচারক—ওঁর।

(এই বলে বসন্তসেনার মাকে দেখায়)

চারুদত্ত—(উঠে) আর্যা নমস্কার।

বৃদ্ধা—বাছা আমার চিরজীবী হও। (নিজের মনে) এই সেই চারুদত্ত, মেয়ে যৌবন ভাল জায়গায়ই দিয়েছে।

বিচারক—আর্য, বেশ্যা আপনার বন্ধু?

চারুদত্ত—(লজ্জার অভিনয় করে)

শকার—

তুমি লজ্জায় কি ভয়ে মিথ্যে চরিত্র গোপন করছ।
টাকার জন্যে মেয়েমানুষকে খুন করে এখন
গোপন করছ, তা ভাল হবে না।

বণিক আর কায়স্থ—আর্য চারুদত্ত, বলুন, লজ্জা করবেন না, এটা ব্যবহার (মামলা)।

চারুদত্ত—(লজ্জার সাথে) বিচারপতি, আমি কি করে এরকম বলব যে, বেশ্যা আমার বন্ধু। না, এতে যৌবনেরই দোষ, চরিত্রের নয়।

বিচারক—

ব্যবহারে (মামলায়) বিপদ আছে, মন থেকে
লজ্জা ছাড়ুন, সত্যি বলুন, চুপ করে থাকবেন না,
এখানে ছলনার স্থান নেই।

লজ্জা করবেন না, ব্যবহার (মামলা) আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে।

চারুদত্ত—বিচারপতি, কার সাথে আমার ব্যবহার।

শকার—(গর্বের সাথে) ওরে আমার সাথে ব্যবহার।

চারুদত্ত—তোমার সাথে আমার ব্যবহার, সহ্য করা বড় শক্ত।

শকার—ওরে, মেয়েমানুষ খুন করেছিস, ওইরকম নানা রত্নে সাজানো সেই বসন্তসেনাকে খুন করে এখন মিথ্যা ছল করে গোপন করছিস ?

চারুদত্ত—তুমি উল্টোপাল্টা কথা বলছ।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, ও থাক। সত্যি বলুন, বেশ্যা কি আপনার বন্ধু ?

চারুদত্ত—হ্যাঁ।

বিচারক—আর্য, বসন্তসেনা কোথায় ?

চারুদত্ত—বাড়ী গিয়েছে।

বণিক আর কায়স্থ—কি ভাবে গিয়েছে। কখন গিয়েছে, ? যাবার সময় সাথে কে গিয়েছে ?

চারুদত্ত—(স্বগত) গোপনে গিয়েছে এই কি বলব ?

বণিক আর কায়স্থ—আর্য, বলুন।

চারুদত্ত—বাড়ী গিয়েছে, আর কি বলব ?

শকার—আমার পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে ঢুকিয়ে টাকার জন্যে হাতের চাপে জোর করে মেরে ফেলে বলছিস, বাড়ী গিয়েছে।

চারুদত্ত—আঃ, উল্টোপাল্টা কথা বলছে।—

মেঘ আর মাটির মাঝামাঝি চাষপাখীর পাখার মত তুমি জলে ভেজ নি। তোমার মুখ হেমন্ত কালের পদ্মের মত নিষ্প্রভ, সুতরাং তোমার এগুলো মিথ্যে।

বিচারক—(জনান্তিকে)—

হিমালয় তোলা, সমুদ্র পার হওয়া, বাতাসকে ধরা, আর চারুদত্তকে দোষ দেয়া একরকম।

(প্রকাশ্যে) উনি আর্য চারুদত্ত, এরকম খারাপ কাজ কি করে করবেন ?—

নাকটা উঁচু, অপাঙ্গ পর্যন্ত বিরাট চোখ, এই রকম মুখ, অকারণে দোষ দেবার মত নয়। মানুষ, হাতী, ঘোড়া আর গরু এদের চেহারা যদি সুন্দর হয় তা হলে চরিত্র অন্যরকম হয় না।

শকার—আপনি কি ব্যবহারে (মামলায়) পক্ষপাতিত্ব করবেন ?

বিচারক—দূর হও মূর্খ—

তুমি নীচ লোক হয়ে বেদার্থ বলছ, তোমার জিব খসে পড়ছেনা। তুমি দুপুরবেলা সূর্য দেখছ, কিন্তু হঠাৎ তোমার চোখ নষ্ট হচ্ছে না, জ্বলন্ত আগুনে হাত দিচ্ছ কিন্তু তোমার সে হাত পুড়ে যাচ্ছে না, চারুদত্তের চরিত্রে দোষ দিচ্ছ কিন্তু পৃথিবী তোমার দেহ হরণ করছে না।

আর্য চারুদত্ত কি করে খারাপ কাজ করবেন ?—

সমুদ্রের জলমাত্র অবশিষ্ট রেখে কোন দিকে না তাকিয়ে যিনি সব সম্পত্তি দান করেছেন, গুণের আধার সেই মহাত্মা টাকার জন্যে কি করে খারাপ কাজ করবেন—অমন কাজ শত্রুও করে না।

শকার—পক্ষপাতিত্ব করে বিচার করছেন ?

বৃদ্ধা—তোর কোন আশা নেই। যিনি তখন গচ্ছিত সোনার ভাঁড় রাত্রিতে চোরে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল বলে চার সমুদ্রের সার রত্নহার দিয়েছেন, তিনি এখন দুদিনের টাকার জন্যে এই রকম খারাপ কাজ করবেন? হায়রে বাছা, আয় আমার মেয়ে। (এই বলে কাঁদতে থাকে)।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, তিনি কি হেঁটে গিয়েছেন? না গাড়ীতে?

চারুদত্ত—আজ্ঞে আমার সামনে যাননি। তাইতে হেঁটে গিয়েছেন না গাড়ীতে গিয়েছেন জানি না।

বীরক—(রাগ করে প্রবেশ করে) লাথির অপমানে গুরুতর শত্রুতা হয়েছে, দুঃখ করতে করতে আমার রাত এই ভোর হল, সুতরাং বিচারালয়ে যাই। (ডান হাত বাড়িয়ে) আর্য, আপনাদের ভাল ত?

বিচারক—ও! নগররক্ষী বীরক। বীরক, আসার উদ্দেশ্য কি?

বীরক—বাঁধন ছেঁড়ার গোলমালের সময় আর্যককে খুঁজছিলাম, ঢাকা একখানা গাড়ী যাচ্ছে ভেবে খুঁজছি আর বলেছি "ওহে তোমার দেখা হলে আমিও দেখব" তখন চন্দন আমাকে পা দিয়ে ভীষণ ভাবে মেরেছে। এই শুনে আর্য আপনারা যা হয় করুন।

বিচারক—ভদ্র, সে গাড়ীখানা কার জান?

বীরক—আর্য চারুদত্তের। গাড়োয়ান বলেছিল, "বসন্তসেনা উঠেছে, পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বিহার করবার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

শকার—আর্য, আপনারা আবার শুনলেন ত?

বিচারক—হায়রে—

নির্মলজ্যোৎস্না চাঁদকে রাহু গ্রাস করছে। কুল
ভেঙে পরিষ্কার জল ময়লা হয়ে যাচ্ছে।

বীরক তোমার বিচার পরে হবে। বিচারশালার দরজায় ঘোড়া রয়েছে, তুমি এটায় চড়ে পুষ্পকরণ্ডকোদ্যানে যেয়ে দেখ কোন মেয়েলোক মরে রয়েছে নাকি?

বীরক—আর্যের যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়), (আবার ঢুকে)—সেখানে আমি গিয়েছিলাম, দেখলাম, একটি মেয়েলোকের দেহ শ্বাপদ জন্তুরা খাচ্ছে।

বণিক আর কায়স্থ—মেয়েলোকের শরীর তুমি কি করে জানলে?

বীরক—অবশিষ্ট চুল, হাত, পা এইসব আমি লক্ষ্য করেছি।

বিচারক—হায়রে, লোকের চরিত্রের অসামঞ্জস্য কি বিশ্রী—

যত রকম নিপুণভাবে বিচার করছি, ততই সঙ্কট দেখা যাচ্ছে। বিচারের নীতি ঠিকমতই মেনে চলেছি, তবুও আমার বুদ্ধি কাদায় পড়া গরুর মত অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

চারুদত্ত—(স্বগত)—

ফুল প্রথমে ফুটলে যেরকম মধু খেতে মৌমাছিরা একসঙ্গে এসে পড়ে সেই রকম মানুষের বিপদের সময় ছিদ্র দিয়ে অনেক অনর্থ আসে।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, সত্যি বলুন।

চারুদত্ত—

দুষ্ট, পরের গুণের বিদ্বেষী মানুষ, রাগে অন্ধ হয়ে পরকে মারবার বুদ্ধিতে জন্ম দোষে একেবারে মিথ্যে যা বলবে তাই কি গ্রাহ্য হবে? তা বিচারেরও উপযুক্ত নয়।

আর—

যে আমি লতায় যে ফুল ধরেছে, ফুল তোলার জন্যে সেই লতাকে টেনে ফুল তুলি না, সেই আমি কি করে মৌমাছির পাখার মত সুন্দর লম্বা চুল ধরে যে মেয়েমানুষ কাঁদছে তাকে খুন করব?

শকার—ও বিচারকরা, আপনারা কি পক্ষপাতিত্ব করবেন? এখনও যার কোন আশা নেই—সেই চারুদত্তকে আসনে রেখেছেন?

বিচারক—ভদ্র, শোধনক, তাই কর।

(শোধনক তাই করে)

চারুদত্ত—বিচার করুন বিচারকরা, বিচার করুন, (এই বলে আসন থেকে নেমে মাটিতে বসে)

শকার—(নিজের মনে, আনন্দের সাথে নেচে) বা, এই আমার করা পাপ অন্যের মাথায় চাপিয়েছি, তাইতে চারুদত্ত যেখানে বসেছে আমিও সেখানে বসি। (তাই করে) চারুদত্ত, দেখ আমাকে দেখ। তা হলে বল, বলবে, "আমি মেরেছি!"

চারুদত্ত—বিচারকরা শুনুন।—

দুষ্ট, পরের গুণ বিদ্বেষী মানুষ, রাগে অন্ধ হয়ে
পরকে মারবার বুদ্ধিতে জন্মদোষে একেবারে
মিথ্যে যা বলবে তাই কি গ্রাহ্য হবে? তা
বিচারেরও উপযুক্ত নয়।—

(নিশ্বাস ফেলে স্বগত)

মৈত্রেয়, একি,—আমি আজ মরণের মুখে পড়লাম।
হায়, ব্রাহ্মণী, নির্মল ব্রাহ্মণের বংশে তোমার
জন্ম। হায় রোহসেন, আমার বিপদ দেখলে না।
মিথ্যেই সব সময় ছেলে খেলার আনন্দ করছ।

বসন্তসেনার খবর নিতে আর গাড়ীর জন্যে সে যে গয়নাগুলো দিয়েছিল সেগুলো ফেরত দিতে আমি মৈত্রেয়কে পাঠিয়েছি। তাহলে দেরী করছে কেন?

(তারপর গয়নাগুলো নিয়ে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—সেই গয়নাগুলো নিয়ে আর্য চারুদত্ত আমাকে বসন্তসেনার কাছে পাঠিয়েছেন, বলেছেন "আর্য মৈত্রেয়, বসন্তসেনা বাছা রোহসেনকে নিজের গয়নায় সাজিয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়েছিল, ওর গয়নাগুলো কিন্তু দিতে হবে, নেয়া চলবে না। তাইতে দিয়ে দাও, তাহলে এখন বসন্তসেনার কাছেই যাই। (খানিকটা যেয়ে, দেখে, আকাশের দিকে) পণ্ডিত রেভিল যে, পণ্ডিত

রেভিল শোন, তোমাকে উদ্বিগ্ন মত দেখাচ্ছে কেন? (শুনে) কি বলছ? প্রিয়বন্ধু চারুদত্তকে বিচারালয়ে ডাকা হয়েছে? তবে কাজটা সামান্য হবে না, (ভেবে) তাহলে বসন্তসেনার কাছে পরে যাব। এখন বিচারালয়ে যাই (খানিকটা যেয়ে দেখে) এই বিচারালয়, তাহলে ভিতরে যাই। (ঢুকে) বিচারকদের মঙ্গল ত? আমার প্রিয়বন্ধু কোথায়?

বিচারক—এই যে রয়েছেন।

বিদূষক—বন্ধু, তোমার মঙ্গল ত?

চারুদত্ত—হবে।

বিদূষক—নিরাপদ তো?

চারুদত্ত—তাও হবে।

বিদূষক—বন্ধু, তোমাকে উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন? ডাকানই বা হয়েছে কেন?

চারুদত্ত—বন্ধু, আমি নৃশংসভাবে পরলোক না জেনে
রতিদেবীর মত—শেষটুকু এ বলবে।

বিদূষক—কি কি?

চারুদত্ত—(কানে) এই এই—।

বিদূষক—কে এরকম বলে?

চারুদত্ত—(ইঙ্গিতে শকারকে দেখায়) এই বেচারাই হেতু বটে, দৈবই আমাকে বলছে।

বিদূষক—(জনান্তিকে) এরকম বলেননি কেন যে বাড়ী গিয়েছে।

চারুদত্ত—বললেও অবস্থা দোষে গ্রাহ্য হয়নি।

বিদূষক—শুনুন আর্য, আপনারা শুনুন, যিনি বাড়ী, বিহার, বাগান, দেবমন্দির, পুকুর, কূয়ো—এই সবে উজ্জয়িনী নগরীকে সাজিয়েছেন, তিনি এখন তুদিনের পয়সার জন্যে এই রকম অন্যায় কাজ করবেন (রেগে) ওরে কানেলীর ছেলে, রাজারশালা সংস্থানক, উচ্ছৃঙ্খল, লোকের দোষ দেখিস, বহু সোনায় মোড়া মর্কট। বল বল, আমার সামনে বল, যে প্রিয়বন্ধু মাধবী

লতায় ফুল ফুটলে পাছে পল্লব ছিঁড়ে যায় বলে সে লতা টেনে ফুল তোলেন না, সে কি করে দুই লোকের বিরোধী এরকম খারাপ কাজ করেছে? দাঁড়ারে কুটনীর ছেলে, দাঁড়া, তোর মনের মত কুটিল এই কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে তোর মাথাকে একশ টুকরো করছি।

শকার—(রেগে) শুনুন আর্য, আপনারা শুনুন, আমার ঝগড়া ব্যবহার (মামলা) চারুদত্তের সাথে তা হলে কাকের পায়ের মত সরুমাথা এই লোকটা কেন আমার মাথা একশ টুকরো করবে? বাঁদীর পো, দুষ্টু বামুন, ওরকম করিস না। (বিদূষক কাঁধের ডাণ্ডা উঁচিয়ে আগে যা বলা হয়েছে তাই বলতে থাকে. শকার রেগে উঠে মারতে থাকে, পরস্পর মারামারি করে. বিদূষকের বগল থেকে গয়নাগুলো পড়ে যায়।)

শকার—(সেগুলো নিয়ে) দেখুন আর্য্য আপনারা দেখুন। (দেখে) এগুলো সেই বেচারার গয়না। (চারুদত্তকে দেখিয়ে) দুদিনের এই অর্থের জন্যে একে মারা হয়েছে আর খুন করা হয়েছে।

(বিচারকরা সবাই মুখ নীচু করে থাকে)

চারুদত্ত—(জনান্তিকে)—

আমাদের ভাগ্য দোষে এইরকম সময় গয়নাগুলো
পড়ে গেল, ওগুলো দেখা গেল; ওই গয়নাগুলো
আমাদের শেষ করবে।

বিদূষক—শোন, সত্যি কথা বল না কেন?

চারুদত্ত—বন্ধু,—

রাজাদের চোখ দুর্বল, তাতে দৃষ্টি নেই। বললে
কেবল দৈন্যই প্রকাশ পাবে আর অগৌরবের
মৃত্যু হবে।

বিচারক—কষ্ট, হায়রে কষ্ট—

মঙ্গল বিরুদ্ধে, ক্ষীণ বৃহস্পতির পাশে ধূমকেতুর
মত এই আর একটা গ্রহ উঠেছে।

বণিক আর কায়স্থ—(দেখে বসন্তসেনার মাকে) আর্যা, মনোযোগ করে এই গয়নাগুলো দেখুন, এগুলো সেই কিনা।

বৃদ্ধা—(দেখে) এগুলো সেই রকম, তবে সেগুলো নয়।

শকার—আঃ, কুট্‌নী বুড়ী। চোখ দিয়ে বলছে, কথায় চুপ করে থাকছে।

বৃদ্ধা—হতভাগা, দূর হ।

বণিক আর কায়স্থ—সাবধানে বলুন, এগুলো সেই গয়নাই কিনা।

বৃদ্ধা—আর্য, শিল্পনৈপুণ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু সেগুলো নয়।

বিচারক—ভদ্রে, এ গয়নাগুলো চেনেন?

বৃদ্ধা—বলছি ত। অচেনা নয় অথবা কখনো শিল্পী গড়িয়েছে হবে।

বিচারক—

কৃত্রিম যে কোন জিনিষের মত অন্য জিনিষ আর
সুন্দর গয়নার মত অন্য গয়না হতেই পারে, শিল্পীরা
দেখে হাতের গুণে কাজের অনুকরণ করে তখন
সাদৃশ্য দেখা যায়।

বণিক আর কায়স্থ—এগুলো চারুদত্তের?

চারুদত্ত—না না—।

বণিক আর কায়স্থ—তবে কার।

চারুদত্ত—এই মহিলার মেয়ের।

বণিক আর কায়স্থ—এগুলো তার কাছ থেকে আলদা হল কি করে?

চারুদত্ত—এইভাবে গিয়েছে, হ্যাঁ এই।

বণিক আর কায়স্থ—আর্য চারুদত্ত, এখানে সত্যি কথা বলা উচিত। দেখুন দেখুন—

সত্যে সুখ পাওয়া যায়, যে সত্যি কথা বলে তার
পাপ হয় না। 'সত্য' এই দুটো অক্ষর হলেও
মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকবেন না।

চারুদত্ত—গয়নাগুলো গয়না বলেই জানি তা নয়, আমাদের বাড়ী থেকে আনা হয়েছে তাও জানি।

শকার—বাগানে ঢুকিয়ে প্রথমে খুন করেছ এখন মিথ্যা ছলনা করে গোপন করছ।

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, সত্যি বলুন।—

এখন আমাদের ইচ্ছায় আপনার এই কোমল
দেহে নৃশংস ভাবে চাবুকের ঘা পড়বে।

চারুদত্ত—

নিষ্পাপ কুলে আমার জন্ম. আমি কোন পাপ
করিনি, আর যদি নিষ্পাপ আমি পাপ করেছি
সন্দেহ করেন তাহলে আর কি?

(স্বগত) বসন্তসেনা ছাড়া আমার জীবনের কোন প্রয়োজন নেই। (প্রকাশ্যে) শুনুন, বেশী বলে কি হবে?—

আমি ইহলোক পরলোক না জেনে নৃশংস ভাবে
একটি মেয়েলোককে, তার ভালবাসাকে—
অবশিষ্ট ইনি বিশেষ ভাবে বলবেন।

শকার—খুন করেছি। ওরে তুইও বল আমি খুন করেছি।

চারুদত্ত—তুমিইত বলেছ।

শকার—শুনুন, কর্তারা শুনুন। এ মেরেছে এই সন্দেহ দূর করল। এই গরীব চারুদত্তকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হোক।

বিচারক—শোধনক, রাজার শালা ঠিক বলেছে। রাজপুরুষরা এই চারুদত্তকে ধর। (রাজপুরুষেরা ধরে)

বৃদ্ধা—আর্য, প্রসন্ন হোন, আপনারা প্রসন্ন হোন। যিনি তখন গচ্ছিত সোনার ভাঁড় রাত্রিতে চোরে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল বলে চার সমুদ্রের সার রত্নহার দিয়েছেন তিনি এখন দুদিনের ধনের জন্যে এই রকম খারাপ কাজ করবেন? হায়রে বাছা, আয় আমার মেয়ে। আমার মেয়েকে যদি খুন করে থাকে করেছে। এ আমার দীর্ঘায়ু, বেঁচে থাকুক। আরও ব্যবহার (মামলা) বাদী আর প্রতিবাদীর ভিতরে। আমি বাদী সুতরাং একে ছেড়ে দাও।

শকার—দূর হ গর্ভদাসী, এতে তোর কি ? যা।

বিচারক—আর্যা যান, রাজপুরুষরা একে বাইরে নিয়ে যাও।

বৃদ্ধা—হায়রে ছেলে, হায়রে বাছা। (এই বলে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়)

শকার—(স্বগত) এই আমার নিজের মত কাজ করলাম, এখন যাই। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

বিচারক—আর্য চারুদত্ত, আমরা প্রমাণ নির্ণয় করতে পারি। শেষ পর্যন্ত রাজাই কাজ করেন। তবুও শোধনক। রাজা পালককে বল, মনু বলেছেন—

এই পাপী বামুন, এ বধ্য নয়, এর ধন-সম্পত্তি
অক্ষুন্ন রেখে একে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেওয়া
উচিত।

শোধনক—আর্য যা বলেন। (এই বলে বেরিয়ে আবার ঢুকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে) আর্য, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। রাজা পালক বলেছেন "যে তুদিনের অর্থের জন্যে বসন্তসেনাকে খুন করেছে তাকে সেই গয়নাগুলোই গলায় বেঁধে ঢ্যাঁড়া বাজিয়ে দক্ষিণ শ্মশানে নিয়ে যেয়ে শূলে দাও। অন্য যে কেউ এই রকম খারাপ কাজ করবে তাকেও এই রকম ঘৃণিত দণ্ডে শাসন করা হবে।"

চারুদত্ত—হায়রে অবিবেচক রাজা পালক। না—

এই রকম ব্যবহারের (মামলার) আগুনে মন্ত্রীরা
রাজাদের নিক্ষেপ করেন, রাজারা তাতে নিশ্চয়ই
ছোট হয়ে যান।

আরও—

সাদা কাকের মত এই রকম বিচারকরা রাজার
শাসনকে দূষিত করে, হাজার হাজার নিষ্পাপ
লোককে হত্যা করেছে আর করছে।

বন্ধু মৈত্রেয়, যাও, আমার কথায় মাকে রোজ অভিবাদন কোরো আর আমার ছেলে রোহসেনকে পালন কোরো।

বিদূষক—শিকড় ছিঁড়ে গেলে কি করে গাছ রক্ষা পায় ?

চারুদত্ত—না, এরকম বোলোনা—

মানুষ পরলোকে গেলে পুত্র তার দেহের প্রতিকৃতি। আমাতে তোমার যে ভালবাসা তা রোহসেনকে দিও।

বিদূষক—বন্ধু, আমি তোমার প্রিয়বন্ধু হয়ে তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকব ?

চারুদত্ত—রোহসেনকেও দেখাও।

বিদূষক—তা ঠিক।

বিচারক—ভদ্র শোধনক, এই বামুনকে সরিয়ে দাও, (শোধনক তাই করে)

বিচারক—কে, কে আছ এখানে। চণ্ডালদের আদেশ দাও।

(এই বলে চারুদত্তকে ফেলে সব রাজপুরুষরা বেরিয়ে যায়)

শোধনক—এদিকে আসুন আর্য।

চারুদত্ত—(করুণ ভাবে আকাশে) মৈত্রেয় ইত্যাদি বলতে থাকে।

আজ শরীরে করাত দেবে দেখে বিষ, জল, তুলো কি আগুন দিয়ে বিচার চাইলে, শত্রুর কথায় আমি ব্রাহ্মণ আমাকে হত্যা করে পুত্রপৌত্র নিয়ে তুমি নরকে যাবে।

এই আমি আসছি।

(এই বলে সবাই বেরিয়ে যায়)

(ব্যবহার নামে নবম অঙ্ক শেষ)

দশম অঙ্ক

(তারপর চারুদত্ত আর তার পিছন পিছন তুজন চণ্ডালের প্রবেশ)

তুজনে—(কেন কারণ বুঝছেন না)—

সত্ত্ব বধ করতে আর বেঁধে নিয়ে যেতে, চটপট
মাথা কেটে ফেলতে আর শূলে দিতে আমরা
নিপুণ।

সরে যান আপনারা আর্য, সরে যান। ইনি আর্য চারুদত্ত।—

করবী ফুলের মালা দেয়া হয়েছে, আমরা তুজন
জল্লাদ ধরেছি, অল্পতেল প্রদীপের মত ইনি অল্প
অল্প ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন।

চারুদত্ত—(তুঃখের সাথে)—

চোখের জলে ভেজা, ফ্যাকাশে রুক্ষ অঙ্গ,
শ্মশানের ফুলে ঘেরা, রক্তচন্দন মাখা বিরস
আমার দেহকে যে কাকগুলো ডাকছে তারা
আমাকে নৈবেদ্যের মত খাবার জিনিস বলে
ভাবছে।

চণ্ডাল তু'জন—সরে যান আর্য, আপনারা সরে যান—

ভাল মানুষরা! ভাল মানুষ ইনি, পাখীরা
যেরকম গাছে আশ্রয় পায় সেইরকম সুজনদের
আশ্রয় ছিলেন। মারাত্মক কুড়ুল ধরে আমরা
তাকে কেটে ফেলছি, তা কেন দেখবেন?

আয়রে চারুদত্ত, আয়—

চারুদত্ত—পুরুষের ভাগ্যের কথা ভাবা যায় না—আমার এইরকম
অবস্থা হল।—

আমার সারা গায়ে হাত দিয়ে রক্তচন্দন মাখিয়েছে, চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে, মানুষ আমি, আমাকে পশুর মত করেছে।

(সামনে দেখে) হায়রে, মানুষের তারতম্য—(করুণভাবে)—

ঐ পুরবাসীরা আমার এই অবস্থা উপস্থিত দেখে চোখের জলে "মানুষকে ধিক্" এই কথা বলে আমাকে রক্ষা করতে না পেরে বলছে "স্বর্গ লাভ কর।"

চণ্ডালরা—সরে যান আর্য. সরে যান আপনারা। কেন দেখছেন ?—

ইন্দ্রপাত, গোপ্রসব, নক্ষত্র স্খলন আর সৎপুরুষ হত্যা—এই চারটে দেখতে নেই।

একজন চণ্ডাল—ওরে আহীণ্ড, দেখ দেখ—

যমের আদেশে নগরের প্রধানকে বধ করা হচ্ছে। আকাশ কি কাঁদছে ? না বিনামেঘে বজ্র পড়ছে ?

দ্বিতীয়—ওরে গোহ—

আকাশও কাঁদছে না. বিনা মেঘে বজ্রও পড়ছে না. মেঘের মত মহিলাদের চোখের জল পড়ছে।

আর—

একে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাইতে সবাই কাঁদছে। চোখের জলে ভিজে গিয়েছে বলে রাস্তা থেকে ধুলো উঠছে না।

চারুদত্ত—(দেখে করুণভাবে)—

দালানের এই সব মেয়েরা জানলা দিয়ে মুখ অর্ধেক বার করে আমাকে "হায়রে চারুদত্ত" এই বলতে বলতে যেন নালা দিয়ে চোখের জল ফেলছে।

চণ্ডাল দুজন—আয়রে. চারুদত্ত আয়। এই ঘোষণা করার জায়গা, ঢোল বাজা, ঘোষণা কর।

দুজনে—শুনুন আপনারা, আর্য শুনুন। বণিক বিনয়দত্তের নাতি, সাগর দত্তের ছেলে, এর নাম আর্য চারুদত্ত। অপরাধী এ, দুদিনের অর্থের জন্যে বেশ্যা বসন্তসেনাকে খালি পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে ঢুকিয়ে জোর করে বাহুপাশ দিয়ে খুন করেছে। এ বামালসমেত ধরা পড়েছে; নিজেও স্বীকার করেছে, তাইতে রাজা পালক একে বধ করতে আমাদের আদেশ করেছেন। যদি আর কেউ ইহলোক পরলোকের বিরুদ্ধে এইরকম অপরাধ করে তাকেও রাজা পালক এইরকম শাস্তি দেবেন।

চারুদত্ত—(দুঃখের সাথে নিজের মনে)—

শতযজ্ঞে পবিত্র আর প্রাচীনকালে সৎলোকদের
ভীড়ে যজ্ঞের জায়গায় বেদ ধ্বনিতে পবিত্র
আমার বংশ, আমার মরণ দশায় অযোগ্য
লোকরা নোংরা ঘোষণা করছে :—

(উপরের দিকে তাকিয়ে কান ঢেকে)

হায় প্রিয়া বসন্তসেনা, নির্মল চাঁদের মত সাদা
তোমার দাঁত, সুন্দর প্রবালের মত তোমার
দুটো ঠোঁট, তোমার মুখের অমৃত পান করে
এই নিন্দা বিষ কি করে পান করব।

দুজনে—সরে যান আর্য, আপনারা সরে যান।—

গুণরত্নের নিধি, ভাললোকের দুঃখ পার হওয়ার
সেতু এই চারুদত্তকে আজ সোনার গয়না ছাড়াই
নগর থেকে বার করছি।

আর—

যারা সুখে আছে পৃথিবীতে লোকে তাদের কথাই
ভাবে। বিপন্ন লোকের ভাল করতে চায়
এমন লোক পাওয়া যায় না।

চারুদত্ত—(সব দিক দেখে)—

ওই যে আমার বন্ধুরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে

দূর দিয়ে যাচ্ছে। ভাল অবস্থায় পরও বন্ধু
হয়, বিপন্ন হলে কেউই বন্ধু নয়।

চণ্ডালরা—লোক সরিয়ে দেয়া হয়েছে, রাজপথ নির্জন, সুতরাং বধ করার চিহ্ন দেয়া একে নিয়ে এস।

চারুদত্ত—(নিশ্বাস ফেলে) মৈত্রেয় ইত্যাদি বলতে থাকে।

নেপথ্যে—হায় বাবা, হায়রে প্রিয়বন্ধু।

চারুদত্ত—(শুনে করুণভাবে) নিজের জাতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, শোন, তোমার কাছ থেকে দান নিতে ইচ্ছা করি।

চণ্ডাল—কি, আমাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবেন?

চারুদত্ত—ছি ছি, চুপ কর। দুরাচার পালক না ভেবে কাজ করে, চণ্ডালও তা করে না। তাইতে পরলোকের জন্য আমি ছেলের মুখ দেখতে চাই।

চণ্ডালরা— তা করুন।

নেপথ্যে—বাবা, বাবাগো।

চারুদত্ত—(শুনে, করুণভাবে) নিজের জাতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, শোন—তোমার কাছ থেকে দান নিতে ইচ্ছে করি।

চণ্ডাল দুজন—পুরবাসীরা একটু জায়গা দিন। এই আর্য চারুদত্ত ছেলের মুখ দেখুন। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্য, এদিকে, এদিকে—আয়রে বেটা আয়।

(তারপর ছেলেকে নিয়ে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক--তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর ভদ্রমুখ। তোমার বাবাকে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে।

ছেলে—বাবা, বাবাগো।

বিদূষক—প্রিয়বন্ধু, তোমাকে আমি কোথায় দেখব?

চারুদত্ত—(ছেলে আর বন্ধুকে দেখে) ছেলে আমার, হায়রে মৈত্রেয়! (করুণভাবে) হায়রে কষ্ট—

পরলোকে আমি অনেকদিন তৃষিত থাকব।
এ আমাকে তর্পণের জল অল্পই দিতে পারবে।

ছেলেকে কি দেব ? (নিজেকে দেখে পৈতে দেখে) হ্যাঁ, আমার এটা এখনও আছে !—

ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার, সোনারও নয়, মুক্তারও নয়।
এ দিয়ে দেবতাদের আর পূর্বপুরুষদের ভাগ দেয়া
হয়। (এই বলে পৈতে দেয়)

চণ্ডাল—আয়রে চারুদত্ত, আয়।

দ্বিতীয়—ওরে, উপাধি ছাড়া আর্য চারুদত্তের নাম করছিস। ওরে দেখ—

উন্নতিতে কি অবনতিতে, দিনে কি রাত্রে, বাঁধন
ছাড়া যুবতী হাতীর মত নিয়তির রাস্তা কেউ
আটকাতে পারেনা, সে নিজের কাজ করে যায়।

আর—

ওর অপবাদ মিথ্যে—ওঁকে কি প্রণাম করে মাথায়
নেয়া উচিত নয় ? চাঁদ রাহুগ্রস্ত হলেও তাকে
কি মানুষ পূজো করে না ?

বালক—ওরে চণ্ডালরা! আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?

চারুদত্ত—বাছা—

গলায় করবীর মালা, কাঁধে শূল, মনে শোক
নিয়ে আমি বলির পাঠার মত আজ আঘাত
পাবার জন্য বধ করার জায়গায় যাচ্ছি।

চণ্ডাল—খোকা—

আমরা চণ্ডালের বংশে জন্মালেও চণ্ডাল নই।
যারা ভাললোকের উপরে অত্যাচার করে তারাই
চণ্ডাল, তারাই পাপী।

বালক—তাহলে আমার বাবাকে বধ করছ কেন ?

চণ্ডাল—দীর্ঘায়ু, এ ব্যাপারে রাজার আদেশেরই দোষ, আমাদের নয়।

বালক—বাবাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরে ফেল।

চণ্ডাল—দীর্ঘায়ু, এরকম বলতে বলতে দীর্ঘজীবী হও।

চারুদত্ত—(চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছেলেকে গলায় জড়িয়ে)—

এই ভালবাসাই সব, গরীবে আর বড়লোকে
সমান, চন্দন কি উশীর না হলেও মনের প্রলেপ।
গলায় করবী ফুলের মালা, কাঁধে শূল. মনে
শোক নিয়ে আমি বলির পাঁঠার মত আজ
আঘাত পাবার জন্য বধ করার জায়গায় যাচ্ছি।
—ওই যে আমার বন্ধুরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে
দূর দিয়ে যাচ্ছে, ভাল অবস্থায় পরও বন্ধু হয়,
বিপন্ন হলে কেউই বন্ধু নয়।

বিদূষক—ভদ্রমুখ, তোমরা প্রিয়বন্ধু চারুদত্তকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরে ফেল।

চারুদত্ত—ছিঃ, শান্ত হও, (দেখে) স্বগত (আজ বুঝলাম। "ভাল অবস্থায়" ইত্যাদি বলে। প্রকাশ্যে)

ওই যে দালানের মেয়েলোকরা জানালা দিয়ে
মুখ অর্ধেক বার করে আমাকে "হায়রে চারুদত্ত"
এই বলতে বলতে জানালা দিয়ে চোখের
জল ফেলছে।

চণ্ডাল—সরে যান আর্য আপনারা সরে যান।—

কূয়োর দড়ি ছিঁড়ে যেযে যেরকম সোনার কলসী
ডুবে যায়, সেই রকম ভাল লোক অপবাদের
জন্যে মারা পড়ছে, এ কেন দেখছেন?

চারুদত্ত—(করুণ ভাবে) "নির্মলচাঁদের আলো" ইত্যাদি আবার বলেন।)

আর একজন—ওরে আবার ঘোষণা কর।

চণ্ডাল—(তাই করে)

চারুদত্ত—

ভাগ্যদোষে আমার এমন দুরবস্থাই হয়েছে যে

মরার সময় এমনও হল। ওকে আমি মেরে
ফেলেছি এ শুনতে হচ্ছে—এতে মনে ব্যথা
লাগে।

(তারপরে দালানে বাঁধা অবস্থায় স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থাবরক—(ঘোষণা শুনে, দুঃখিত হয়ে) কি নিরপরাধ চারুদত্তকে হত্যা করছে? মালিক আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বেশ, চিৎকার করি। আর্য, শুনুন আপনারা, শুনুন, এ ব্যাপারে আমার পাপে গাড়ীর গোলমালে পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে নিয়ে গিয়েছি। সেখানে আমার মালিক "আমাকে ভালবাসিস না" এই বলে বাহু পাশ দিয়ে জোর করে মেরে ফেলেছে। ইনি মারেননি। কি, দূর বলে কেউ শুনছে না, তাহলে করি কি? নিজেকে ফেলে দেব? (ভেবে) যদি এরকম করি তাহলে আর্য চারুদত্ত মরবে না। বেশ, এই দালানের সামনের রাস্তা থেকে ভাঙা জানালা দিয়ে পড়ি। আমার মরণ বরং ভাল কিন্তু পাখীদের মত সৎবংশের লোকদের আশ্রয় চারুদত্তের মরণ ভাল নয়। এই ভাবে যদি মরি তাহলে পরলোক লাভ হবে। (এই বলে নিজেকে ফেলে দিয়ে) বাবা, মরলাম না, আমার শিকল ছিঁড়ে গেল। তাহলে চণ্ডালরা কোথায় ঘোষণা করছে খুঁজি। (দেখে, কাছে যেয়ে) ও চণ্ডালরা, জায়গা দাও, জায়গা দাও।

চণ্ডালরা—ওরে জায়গা চাইছে কে?

চাকর—"আর্য শুনুন আপনারা" ইত্যাদি বলে।

চারুদত্ত—

ওগো, আমার এমন সময় যখন মরণ বাঁধনে আমি
পড়েছি, তখন অনাবৃষ্টিতে যখন ফসল মর মর
হয় সেই সময় প্রচুর ফসল দেয় এমন মেঘের মত
কে তুমি এসেছ?

ওগো, শুনেছ তোমরা—

মরণে ভয় পাই না, কেবল নিন্দার জন্যে বলছি।
নির্দোষ ভাবে যদি আমি মরি সে মরণ আমার
ছেলের জন্মের মত।

আর—

তার সাথে আমি কোন শত্রুতা করিনি, তবুও
অল্পবুদ্ধি ছোটলোক নিজে দোষী হয়ে বিষ মাখা
তীর দিয়ে আমাকে দুষিত করেছে।

চণ্ডালরা—স্থাবরক, সত্যি বলছিস?

চাকর—সত্যি, 'কাকেও বলিস না' এই কথা বলে দালানের সামনের নতুন রাস্তায় আমাকে শক্ত শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

(শকার প্রবেশ করে আনন্দের সাথে)

শকার—আমি নিজের বাড়ীতে তেতো, শাক, টক, ঝোল, মাছ, মাংস —এই সব খেয়েছি। গুড় মাখা প্রচুর শালিধানের ভাত খেয়েছি। (কান দিয়ে) ভাঙা কাঁসির মত চণ্ডালদের গলা আর যখন বধ করার ঢোলের আওয়াজ আর ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তখন মনে হয় গরীব চারুদত্তকে বধ করার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখি, শত্রু মরলে মনটা খুবই ভাল হয়। আর আমি শুনেছি যে শত্রুকে বধ করা দেখলে তার পরের জন্মে চোখের অসুখ হয় না। আমি বিষের গাঁটের ভিতরে ঢোকা পোকার মত ফাঁক খুঁজতে খুঁজতে সেই গরীব চারুদত্তের মৃত্যু ঘটিয়েছি। এখন আমার দালানের সামনের নতুন রাস্তায় উঠে নিজের পরাক্রম দেখি। (তাই করে দেখে) কি আশ্চর্য। এই গরীব চারুদত্তকে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে তাইতে এই ভীড়, যখন আমাদের মত প্রধান লোককে বধ করতে নিয়ে যাবে তখন কিরকম হবে? (দেখে) নতুন বলদের মত সাজিয়ে এই একে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার দালানের নতুন রাস্তার সামনে ঘোষণা থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল কেন? (দেখে) *চাকর স্থাবরকও এখানে নেই কেন? এখান থেকে সে যেয়ে*

গোপন কথা প্রকাশ করে না দেয়? ওকে খুঁজি। (এই বলে নেমে কাছে যায়)

চাকর—(দেখে) কর্তারা, এই তিনি আসছেন।

চণ্ডালরা—

সরুন, রাস্তা দিন, দরজা বন্ধ করুন, চুপ করুন।
অত্যাচারের ছুঁচলো সিংওয়ালা দুষ্ট ষাঁড়
এদিকে আসছে।

শকার—ওরে ওরে, জায়গা দে, রাস্তা দে, (কাছে যেয়ে) ব্যাটা, স্থাবরক, চাকর আয় আমরা যাই।

চাকর—আশ্চর্য! আশ্চর্য! অনার্য, বসন্তসেনাকে খুন করে তৃপ্তি হয় নি? এখন বন্ধুদের কল্পতরুর মত আর্য চারুদত্তকে মারতে চেষ্টা করছে?

শকার—আমি রত্নকুম্ভের মত। মেয়েমানুষকে খুন করি না।

সবাই—ওরে তুই মেরেছিস, চারুদত্ত নয়।

শকার—এরকম বলে কে?

সবাই—(চাকরকে দেখিয়ে) এই সাধু।

শকার—(আড়ালে ভয়ে ভয়ে) হায়রে, চাকর স্থাবরককে আমি ভাল করে বাঁধিনি কেন? এই আমার অপরাধের সাক্ষী। (ভেবে) এই রকম করি। (প্রকাশ্যে) মিথ্যে কথা কর্তারা। এই চাকর সোনা চুরি করেছিল বলে আমি ওকে ধরে মারপিট করে বেঁধে রেখেছিলাম। তাইতে শত্রুতা করে ও যা বলছে তা কি সত্যি? (আড়ালে চাকরকে বালা দান করে গোপনে) ব্যাটা, স্থাবরক, চাকর—এইটে নিয়ে অন্যরকম বল।

চাকর—(নিয়ে) দেখুন, দেখুন আর্যরা, কি আশ্চর্য। আমাকে সোনা দিয়ে লোভ দেখাচ্ছে।

শকার—(বালা টেনে নিয়ে) এই সেই সোনা, যার জন্যে আমি বেঁধে রেখেছিলাম। (রেগে) ওরে চণ্ডালরা, আমি ওকে সোনার ভাণ্ডারে নিযুক্ত করেছিলাম। সোনা চুরি করাতে মারপিট করেছি। তা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পিঠ দেখ।

চণ্ডালরা—(দেখে) ঠিক বলেছে। চাকর রেগে গেলে কি না বলে।

চাকর—হায়রে! দাসত্ব এই রকমই। সত্যি কেউ বিশ্বাস করে না। (করুণভাবে) আর্য চারুদত্ত, আমার ক্ষমতা এই পর্যন্তই। (এই বলে পায়ে পড়ে)

চারুদত্ত—(করুণভাবে)—

ওঠ, বিপন্ন সাধুলোককে দয়া করেছ। অকারণে
বন্ধু হয়ে এসেছ। তুমি ধার্মিক। আমার
মুক্তির জন্যে বিরাট চেষ্টা করেছ কিন্তু কপালের
সাথে মিলল না। আজ তুমি কি না করেছ?

চণ্ডালরা—কর্তা, এই চাকরকে মেরে বার করে দিন।

শকার—বেরো রে। (এই বলে বার করে দেয়) ওরে চণ্ডালরা দেরি করছিস কেন? ওকে মেরে ফেল।

চণ্ডালরা—যদি তাড়াতাড়ি থাকে তাহলে নিজেই মেরে ফেল।

রোহসেন—ওরে চাণ্ডালরা, আমাকে মেরে, বাবাকে ছেড়ে দাও।

শকার—ছেলেশুদ্ধ একে মেরে ফেল।

চারুদত্ত—এ মূর্খের পক্ষে সবই সম্ভব। বাছা, মায়ের কাছে যাও।

রোহসেন—আমি যেয়ে কি করব?

চারুদত্ত—

বাছা, মাকে নিয়ে আজকেই আশ্রমে যাবে।
বাবার দোষে তোমারও যেন এরকম অবস্থা না
হয় বাছা—

তাহলে বন্ধু ওকে নিয়ে যাও।

বিদূষক—বন্ধু, তুমি এই জান যে তোমাকে ছেড়ে আমি বেঁচে থাকব?

চারুদত্ত—বন্ধু, স্বাধীন জীবন তোমার। প্রাণত্যাগ করা উচিত নয়।

বিদূষক—(স্বগত) এ সঙ্গত নয়। তবু প্রিয়বন্ধুকে ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারব না। তাহলে ব্রাহ্মণীর হাতে ছেলেকে দিয়ে নিজের প্রাণ ত্যাগ করে প্রিয়বন্ধুর অনুসরণ করব। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, একে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিচ্ছি।

শকার—ওরে, বলছি ছেলে সমেত চারুদত্তকে মেরে ফেল।

চারুদত্ত—(ভয়ের অভিনয় করে)

চণ্ডালরা—আমাদের উপর রাজার আদেশ এ রকম নয় যে, ছেলে সমেত চারুদত্তকে বধ কর। বেরিয়ে যাও খোকা, বেরিয়ে যাও। (এই বলে বার করে দেয়) ঘোষণা করার এই তৃতীয় জায়গা। ঢোল বাজা। (আবার ঘোষণা করে)

শকার—(স্বগত) পুরবাসীরা এ বিশ্বাস করছে না কেন? (প্রকাশ্যে) ওরে চারুদত্ত, বামুন, এই পুরবাসীরা বিশ্বাস করছে না—তা নিজের জিব দিয়ে বল, আমি বসন্তসেনাকে খুন করেছি।

চারুদত্ত—(চুপ করে থাকে)

শকার—ওরে গোহ চণ্ডাল, বামুন চারুদত্ত বলছে না। বাজানোর এই পুরনো বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে বলা।

চণ্ডাল—(মারমুখো হয়ে) ওরে চারুদত্ত, বল।

চারুদত্ত—(করুণ ভাবে)—

মহাসমুদ্র প্রপাতের মত বিপদে পড়েছি, তাতে
ভয় নেই, আমার মনে দুঃখও নেই। একমাত্র
লোকের অপবাদের আগুনে আমি জ্বলছি।
এ কথা বলতে হবে যে, প্রিয়াকে আমি
মেরেছি।

শকার—ওরে গোহ চণ্ডাল, বামুন চারুদত্ত বলছে না। বাজানোর এই পুরনো বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে বলা।

চারুদত্ত—

পুরবাসীরা শুনুন, আমি নৃশংস ভাবে, পরলোক
না জেনে রতিদেবীর মত স্ত্রী—।

শকার—খুন করেছি।

চারুদত্ত—তাই হোক।

প্রথম চণ্ডাল—ওরে, আজ তোর বধ করার পালা।

দ্বিতীয়—ওরে তোর।

প্রথম—ওরে হিসাব করি। (এই বলে নানারকম হিসাব করে) যদি আমার বধ করার পালা হয় তবে একটু অপেক্ষা করুক।

দ্বিতীয়—কি জন্যে?

প্রথম—ওরে স্বর্গে যাবার সময় বাবা আমাকে বলে গিয়েছেন যে, "বাবা বীরক, যদি তোর বধ করার পালা হয় তাহলে বধ্যকে হঠাৎ বধ করিস না।"

দ্বিতীয়—ওরে কেন?

প্রথম—কখনো কোন সাধু লোক টাকা দিয়ে বধ্যকে মুক্ত করেন, কখনো রাজার ছেলে হয় সেই বড় মহোৎসবে সমস্ত বধ্য মুক্তি পায়, কখনো হাতী বাঁধন ছেঁড়ে সেই সময়ে গোলমালে বধ্যের মুক্তি হয়, কখনো রাজার পরিবর্তন হয় তাতে সব বধ্যের মুক্তি হয়।

শকার—কি? কি? রাজার পরিবর্তন হয়?

চণ্ডাল—ওরে বধের পালার হিসেব করি।

শকার—ওরে চারুদত্তকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেল। (এই বলে চাকরকে ধরে একপাশে দাঁড়ায়।)

চণ্ডাল—আর্য চারুদত্ত, রাজার আদেশই অপরাধী, আমরা চণ্ডালরা নই। তাইতে যা স্মরণ করার স্মরণ করুন।

চারুদত্ত—

প্রধান পুরুষদের কথায় ভাগ্যের দোষে আজ
আমি দোষী হলেও ধর্মের যদি একটু প্রভাব
থাকে, তাহলে স্বর্গেই থাকুক কিংবা আর
যেখানেই থাকুক, সে-ই নিজের স্বভাব দিয়ে
আমার কলঙ্ক দূর করুক।

ওরে আমাকে কোথায় যেতে হবে?

চণ্ডাল—(সামনে দেখিয়ে) ওরে এই দক্ষিণ শ্মশান দেখা যাচ্ছে, যা দেখে বধ্যরা হঠাৎ মারা যায়। দেখ, দেখ—

লম্বা শিয়ালরা ঝোলানো দেহের অর্ধেক টানা-

টানি করছে, শূলে ঝোলানো বাকি অর্ধেক
অট্টহাসির মত চেহারা করেছে।

চারুদত্ত—হায়রে, কপাল খারাপ, আমি মারা পড়লাম। (এই বলে আবেগের সাথে বসে)

শকার—যাব না, চারুদত্তকে বধ করা দেখব। (খানিকটা যেয়ে দেখে) বসল কেন?

চণ্ডাল—চারুদত্ত, ভয় পেয়েছ নাকি?

চারুদত্ত—(তক্ষুনি উঠে) মূর্খ—

মৃত্যুকে ভয় পাই না, কেবল নিন্দার জন্যে
বলছি। নির্দোষভাবে যদি আমি মরি সে মরণ
আমার ছেলের জন্মের মত।

চণ্ডাল—আর্য চারুদত্ত, চন্দ্রসূর্য আকাশে থাকে তাদেরও বিপদ হয়। মরণের ভয়ে ভীত জীবজন্তু কিংবা মানুষের আর কথা কি? পৃথিবীতে কারও উত্থানের পর পতন হয় আর কারও পতনের পর উত্থান হয়।—

কাপড়ের পতাকার মত উঠছে আর পড়ছে এই
রকম শব আরও রয়েছে। এই সব মনে করে
নিজেকে স্থির করুন।

(দ্বিতীয় চণ্ডালকে) এই ঘোষণার চতুর্থ জায়গা, তাহলে ঘোষণা করি।

(আবার সেই ভাবে ঘোষণা করে)

চারুদত্ত—হায় প্রিয়া বসন্তসেনা—

চাঁদের নির্মল আলোর মত সাদা তোমার দাঁত,
সুন্দর প্রবালের মত তোমার দুটো ঠোঁট। তোমার
মুখের অমৃত পান করে এই নিন্দাবিষ কি করে
পান করব।

(তার পর ব্যস্তভাবে বসন্তসেনা আর ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু—বেশ, বসন্তসেনা অস্থানে মূর্চ্ছিত হয়েছিল, তাকে সুস্থ করে

এনেছি। সন্ন্যাসধর্ম আমাকে অনুগ্রহ করেছে। উপাসিকা, আপনাকে কোথায় নিয়ে যাব?

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্তের বাড়ীতেই। তাঁকে দেখিয়ে আমাকে চাঁদের দেখাপাওয়া পদ্মের মত আনন্দ দিন।

ভিক্ষু—(স্বগত) কোন রাস্তা দিয়ে ঢুকব? (ভেবে) রাজপথ দিয়েই ঢুকি। উপাসিকা, আসুন ওই রাজপথ, (শুনে) রাজ পথে বিরাট গোলমাল শোনা যাচ্ছে কেন?

বসন্তসেনা—(সামনে দেখে) সামনে অনেক লোক কেন? আর্য, খবর নিন, ব্যাপারটা কি? ভীষণ ভারাক্রান্ত পৃথিবীর মত উজ্জয়িনী একপাশে উঁচু হয়ে রয়েছে।

চণ্ডাল—এই হল শেষ ঘোষণার জায়গা। তাহলে ঢোল বাজা, ঘোষণা কর। (তাই করে) চারুদত্ত, অপেক্ষা করুন। ভয় পাবেন না। তাড়াতাড়িই মেরে ফেলব।

চারুদত্ত—দেবতারই প্রভাব।

ভিক্ষু—(শুনে ব্যস্তভাবে) উপাসিকা, চারুদত্ত আপনাকে খুন করেছেন এই জন্যে চারুদত্তকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বসন্তসেনা—(ব্যস্তভাবে) ছি ছি, হতভাগী আমার জন্য চারুদত্তকে বধ করছে। শুনুন, তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন, রাস্তা দিন আর্য। আপনারা রাস্তা দিন।

ভিক্ষু—তাড়াতাড়ি করুন বুদ্ধের উপাসিকা। আর্য চারুদত্তকে জীবন্ত আশ্বস্ত করতে হবে—তাড়াতাড়ি করুন। জায়গা দিন আর্য—রাস্তা দিন আপনারা।

বসন্তসেনা—রাস্তা—রাস্তা—।

চণ্ডাল—আর্য চারুদত্ত, প্রভুর আদেশ অপরাধী, তাইতে যা স্মরণ করার স্মরণ করুন।

চারুদত্ত—বেশি বলে কি হবে,—

প্রধান পুরুষের কথায় ভাগ্যের দোষে আজ আমি

দোষী হলেও, ধর্মের যদি একটুও প্রভাব থাকে
তাহলে স্বর্গেই থাকুক কিংবা আর যেখানেই
থাকুক সে যেন নিজের স্বভাব দিয়ে আমার
কলঙ্ক দূর করে।

চণ্ডাল—(খড়্গ টেনে) আর্য চারুদত্ত, চিৎ হয়ে, সোজা হয়ে থাকুন। এক ঘায়ে আপনাকে মেরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। (চারুদত্ত সেইভাবে থাকে)

চণ্ডাল—(মারতে যায়, হাত থেকে খড়্গ পড়ে যাবার অভিনয় করে) কি আশ্চর্য।—

রেগে হাতের মুঠো দিয়ে হাতলটা টেনে ধরেছি,
এমন অবস্থায় বজ্রের মত ভয়ঙ্কর খড়্গ মাটিতে
পড়ে গেল কেন ?

এরকম যখন হল তখন মনে হয় চারুদত্ত মরবেন না। ভগবতী সহ্যবাসিনী, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। চারুদত্তের কি মুক্তিই হবে ? তাহলে আপনি চণ্ডাল বংশকে অনুগ্রহ করলেন।

অন্ত্যজন—যা আদেশ তাই করব।

প্রথম—বেশ, তাই করব।

(এই বলে দুজন চারুদত্তকে শূলে তুলতে যায়)

চারুদত্ত—

প্রধান পুরুষের কথায় ভাগ্যের দোষে আজ
আমি দোষী হলেও ধর্মের যদি একটুও প্রভাব
থাকে তাহলে স্বর্গেই থাকুক কিংবা আর
যেখানেই থাকুক সে যেন নিজের স্বভাব দিয়ে
আমার কলঙ্ক দূর করে।

ভিক্ষু আর বসন্তসেনা—(দেখে) আর্য না–না। আর্য এই আমি সেই হতভাগী যার জন্যে বধ করছেন।

চণ্ডাল—(দেখে)—

কাঁধের উপরে চুলগুলো পড়েছে, তাড়াতাড়ি

না না করতে করতে হাত উঁচিয়ে এদিকে
আসছেন, ইনি আবার কে ?

বসন্তসেনা—আর্য চারুদত্ত, এ কি ব্যাপার ? (এই বলে বুকের উপর পড়ে)

ভিক্ষু—আর্য চারুদত্ত, এ কি ব্যাপার ? (এই বলে পায়ে পড়ে)

চণ্ডাল—(ভয় পেয়ে কাছে যেয়ে) কি বসন্তসেনা ? আমরা সাধু লোককে বধ করিনি।

ভিক্ষু—(উঠে) ওরে, চারুদত্ত বেঁচে আছেন ?

চণ্ডাল—একশ বছর বেঁচে থাকবেন।

বসন্তসেনা—(আনন্দের সাথে) আমিও আবার বেঁচে উঠলাম।

চণ্ডাল—রাজা যজ্ঞশালায় গিয়েছেন। তাহলে এ খবর রাজাকে বলি। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

শকার—(বসন্তসেনাকে দেখে ভয়ে ভয়ে) আশ্চর্য, গর্ভদাসীকে কে বাঁচাল ? আমার প্রাণ গিয়েছে। বেশ, পালাই। (এই বলে পালায়।)

চণ্ডাল—(কাছে যেয়ে) ওরে, রাজা আমাদের আদেশ দিয়েছেন, যে তাকে মেরেছে তাকে বধ কর। তাহলে রাজার শালাকেই খুঁজি। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

চারুদত্ত—(আশ্চর্যান্বিত হয়ে)—

অনাবৃষ্টিতে ফসল মরে যাচ্ছে, এইরকম সময়ে
জলভরা মেঘের মত ; অস্ত্র উঁচিয়েছে আমিও
মৃত্যুর মুখে গিয়েছি, এমন সময় কে এ মেয়ে ?

(দেখে)—

এ কি দ্বিতীয় বসন্তসেনা ? সেই কি এইভাবে
স্বর্গ থেকে এসেছে ? নাকি আমার ভ্রান্ত মন
একে দেখছে ? নাকি বসন্তসেনা মরেনি—এই সে।

নাকি—

স্বর্গ থেকে আমার জীবন বাঁচাতে এখানে এসেছে ?

না তারি মত দেখতে আর কেউ এখানে
এসেছে ?

বসন্তসেনা—(চোখের জল ফেলতে ফেলতে ওঠে পায়ে পড়ে) আর্য চারুদত্ত, আমিই সেই পাপী, যার জন্য আপনি এমন অযোগ্য অবস্থায় পড়েছেন।

নেপথ্যে—আশ্চর্য, আশ্চর্য, বসন্তসেনা বেঁচে আছেন। (সবাই এই রকম বলতে থাকে)

চারুদত্ত—(শুনে, তখুনি ওঠে, স্পর্শসুখের অভিনয় করে, চোখ বুজে আনন্দে গদ গদ হয়ে) প্রিয়া, বসন্তসেনা তুমি ?

বসন্তসেনা—আমিই সেই হতভাগী।

চারুদত্ত—(দেখে আনন্দের সাথে) অ্যাঁ, বসন্তসেনাই ত ! (আনন্দের সাথে)—

আমি যখন মরতে চলেছি তখন চোখের জলে স্তন
ভিজিয়ে বিদ্যার মত তুমি কোথা থেকে এলে ?

প্রিয়া বসন্তসেনা—।

আমার এই দেহ তোমার জন্যেই মরতে চলেছিল.
আবার তুমিই আমাকে মুক্ত করেছ। আঃ
প্রিয়মিলনের কি প্রভাব। মরে আবার কে বাঁচে ?

আর প্রিয়া বসন্তসেনা—!

প্রিয় মিলনের সময় বরের যেরকম থাকে সেই
রকমই ভাল লালকাপড়, মালাও সেইরকম,
আর এই বধের বাজনার শব্দ বিয়ের বাজনার মত
শোনাচ্ছে।

বসন্তসেনা—বেশী উদার হয়ে আর্য একি করেছিলেন ?

চারুদত্ত—প্রিয়া—

আগে থেকেই শত্রুতা ছিল, প্রভাবশালী সেই শত্রু.
তোমাকে আমি খুন করেছি—এই বলে নিজেও
নরকে যাচ্ছিল আমাকেও খানিকটা টেনেছিল।

বসন্তসেনা—(কান ঢেকে) ছি ছি চুপ, সেই রাজার শালাই আমাকে মেরেছিল।

চারুদত্ত—(ভিক্ষুকে দেখে) ইনি আবার কে?

বসন্তসেনা—সেই অনার্য আমাকে মেরেছিল, এই আর্য আমাকে বাঁচিয়েছেন।

চারুদত্ত—অকারণ বন্ধু, আপনি কে?

ভিক্ষু---আমাকে চিনতে পারছেন না আর্য?

আমার নাম সংবাহক, আমি আর্যের পা মালিসের কথা চিন্তা করি। দ্যুতকররা ধরলে আর্যের আত্মীয় এই উপাসিকা গয়না পণ দিয়ে আমাকে কিনেছিলেন, তাইতে পাশায় বিবাগী হয়ে বৌদ্ধ শ্রমণ হয়েছি। এই আর্যাও গাড়ীর গোলমালে পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে গিয়েছিলেন সেই অনার্যও "আমাকে ভালবাসিসনা" এই বলে জোর করে বাহুপাশ দিয়ে মেরে ফেলেছে। আমি দেখেছি।

(নেপথ্যে—কোলাহল)—

দক্ষযজ্ঞ যিনি ধ্বংস করেছেন সেই বৃষধ্বজ মহাদেবের জয় হচ্ছে। তারপর ক্রৌঞ্চ পর্বতের শত্রু, শত্রুহন্তা কার্তিকের জয় হচ্ছে। তারপর আর্যক প্রধান শত্রুকে হত্যা করে শুভ্রকৈলাস পর্বত যার কেতন সেই বিশাল পৃথিবীকে জয় করলেন।

শর্বিলক (হঠাৎ প্রবেশ করে।)—

শোন, সেই খারাপ রাজা পালককে হত্যা করে,
তার রাজ্যে তাড়াতাড়ি আর্যককে অভিষিক্ত করে,
তাঁর আদেশ নির্মাল্যের মত মাথায় করে
চারুদত্তকে মুক্ত করব।—
সৈন্য আর মন্ত্রী ছাড়া সেই শত্রুকে হত্যা করে,
পুরবাসীদের আশ্বস্ত করে, উৎকর্ষের দিক দিয়ে

ইন্দ্রের রাজ্যের মত সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব, শত্রুর
রাজ্য অধিকার করেছেন।

(সামনে দেখে) বেশ, অনেকলোক এখানে জড় হয়েছে, তিনি এখানেই হবেন। রাজা আর্যকের এই আরম্ভ চারুদত্তের প্রাণ বাঁচিয়ে সফল হবে কি ? (তাড়াতাড়ি কাছে যেয়ে) দূর হ মূর্খরা (দেখে আনন্দের সাথে) বসন্তসেনা আর চারুদত্ত বেঁচে আছেন ত ? আমাদের প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হল।—

নৌকোর মত গুণী, সচ্চরিত্রা, প্রিয়তমা বসন্তসেনা
গুণে বিপদের অকূল সাগর পার হয়েছেন। রাহুর
মুখ থেকে মুক্ত জ্যোৎস্নায় ভরা চাঁদের মত
চারুদত্তকে কপালগুণে বহু কাল পরে দেখছি।

কিন্তু মহাপাপ করে এঁর কাছে কি ভাবে যাই ? না, সরলতা সব জায়গায়ই শোভা পায়, (কাছে যেয়ে হাত জোড় করে প্রকাশ্যে), আর্য চারুদত্ত—

চারুদত্ত—কে আপনি ?

শর্বিলক—

যে আপনার বাড়ীতে সিঁধ দিয়ে গচ্ছিত জিনিষ
চুরি করেছিল, আমি সেই মহাপাপী, আপনারই
শরণ নিলাম।

চারুদত্ত—বন্ধু, এরকম বলো না। তুমি ওটা ভালবাসার কাজ করেছিলে। (এই বলে গলা জড়িয়ে ধরেন)

শর্বিলক—তা ছাড়া—

যিনি আর্যের মত কাজ করেন, যিনি কুল আর
মান রক্ষা করেন, সেই আর্যক দুরাত্মা পালককে
যজ্ঞের জায়গায় পশুর মত হত্যা করেছেন।

চারুদত্ত—কি ?

শর্বিলক—

আগে আপনার গাড়ীতে চড়ে যিনি আপনার শরণ

নিয়েছিলেন, তিনি আজ যজ্ঞের ভিতরে পশুর মত
পালককে হত্যা করেছেন।

চারুদত্ত—শর্বিলক, আর্যক নামে যাকে সেই রাজা পালক অকারণে গোয়ালা পাড়া থেকে এনে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন, তুমি মুক্ত করেছিলে ?

শর্বিলক—আপনি ঠিকই বলেছেন।

চারুদত্ত—বেশ, আমাদের ভাল খবর।

শর্বিলক—উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আপনার বন্ধু আর্যক বেনা নদীর তীরে কুশাবতী রাজ্য আপনাকে দান করেছেন। তাহলে বন্ধুর প্রথম ভালবাসা গ্রহণ করুন।

(ফিরে এসে) ওরে ওই পাপী ঠক রাজার শালাকে ধরে নিয়ে আয়।

নেপথ্যে—শর্বিলক যা আদেশ করেন।

শর্বিলক—আর্য, রাজা আর্যক বলছেন "আমার এই রাজ্য আপনার গুণে উপার্জন করা, তাইতে আপনি ভোগ করুন।"

চারুদত্ত—আমার গুণে উপার্জন করা রাজ্য !

নেপথ্যে—ওরে রে, রাজার শালা আয় আয়, নিজের খারাপ কাজের ফল ভোগ কর।

(তারপর পিঠমোড়া করে হাত বাঁধা রাজার শালাকে ধরে পুরুষদের প্রবেশ)

শকার—হায় ! হায় !—

বাঁধন ছাড়া গাধার মত এইভাবে অনেক দূরে
এসেছি। অন্য দুষ্টু কুকুরের মত আমাকে বেঁধে
আনা হয়েছে।

(সব দিক তাকিয়ে) সবদিক থেকেই রাজার শালার বাঁধন উপস্থিত। তাহলে নিরাশ্রয় অবস্থায় এখন কার শরণ নিই ? (ভেবে) উপস্থিত শরণাগতদের যিনি ভালবাসেন তার আশ্রয় নিই (এই বলে কাছে যেয়ে) আর্য চারুদত্ত, বাঁচান, বাঁচান। (এই বলে পায়ে পড়ে)

নেপথ্যে—আর্য চারুদত্ত, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, একে বধ করব।

শকার—(চারুদত্তকে) নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বাঁচান।

চারুদত্ত—(দয়ার সাথে) আহা হা, শরণাগতের ভয় নেই, ভয় নেই।

শর্বিলক—(আবেগের সাথে) আঃ, চারুদত্তের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নাও। (চারুদত্তকে) বলুন এই পাপীকে কি করবে? ভাল করে বেঁধে টানতে থাকবে? নাকি কুকুর দিয়ে খাওয়াবে? না একে শূলে দেবে না করাত দিয়ে চিরবে?

চারুদত্ত—আমি যা বলব তা করবে?

শর্বিলক—এতে সন্দেহ কি?

শকার—প্রভু, চারুদত্ত, আমি শরণাগত, বাঁচান, বাঁচান। আপনার যা উপযুক্ত আপনি তাই করুন। আমি আর এরকম করব না।

নেপথ্যে পুরবাসীরা—মেরে ফেল, পাপীটা বেঁচে আছে কেন?

(বসন্তসেনা চারুদত্তের গলা থেকে বধ্যমালা খুলে শকারের উপরে ফেলে দেয়)

শকার—গর্ভদাসীর মেয়ে, প্রসন্ন হ, প্রসন্ন হ। আর মারব না। এবার বাঁচা।

শর্বিলক—ওরে, ওরে সরিয়ে নে। আর্য চারুদত্ত, আদেশ করুন। এই পাপীকে কি করব?

চারুদত্ত—আমি যা বলব তা করবে কি?

শর্বিলক—এতে সন্দেহ কি?

চারুদত্ত—সত্যি?

শর্বিলক—সত্যি।

চারুদত্ত—তাই যদি হয়, এখুনি ওকে—

শর্বিলক—মেরে ফেলবে?

চারুদত্ত—না না—ছেড়ে দাও।

শর্বিলক—কেন?

চারুদত্ত—অপরাধ করে শত্রু পায়ে পড়ে শরণ নিলে তাকে অস্ত্র দিয়ে বধ করা উচিত নয়।

শর্বিলক—তা বটে, তাহলে কুকুর দিয়ে খাওয়াক।

চারুদত্ত—না, উপকারের মৃত্যু হবে।

শর্বিলক—আঃ, আশ্চর্য, কি করব বলুন আর্য।

চারুদত্ত—তাহলে ছেড়ে দাও।

শর্বিলক—মুক্ত হোক।

শকার—আঃ, আবার বেঁচে উঠলাম। (এই বলে পুরুষদের সাথে বেরিয়ে যায়) (নেপথ্যে কোলাহল)

আবার নেপথ্যে— আর্য চারুদত্তের স্ত্রী আর্যা ধূতা, পায়ে আর আঁচলে তাঁর ছেলেটি লেগে আছে সেই ছেলেকে ঠেলে দিতে দিতে, জলভরা চোখে, সবাই বারণ করছে এই অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে ঢুকছেন।

শর্বিলক—(শুনে নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) চন্দনক যে, চন্দনক কি ব্যাপার?

চন্দনক—(ঢুকে) কি, দেখতে পাচ্ছেন না আর্য? মহারাজের প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে লোকের বিরাট ভীড় হয়েছে। আর্য চারুদত্তের স্ত্রী এই আর্যা ধূতা, পায়ে আর আঁচলে তাঁর ছেলেটি লেগে আছে সেই ছেলেকে ঠেলে দিতে দিতে জলভরা চোখে, সবাই বারণ করছে এই অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে ঢুকছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আর্যা, একাজ করবেন না। আর্য চারুদত্ত বেঁচে আছেন।" কিন্তু দুঃখে আকুল, কে শুনবে? কে বিশ্বাস করবে?

চারুদত্ত—(উদ্বেগের সাথে) হায় প্রিয়া, আমি বেঁচে আছি তবুও কি সুরু করেছ? (উপর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)—

সুন্দর তোমার স্বভাব। পৃথিবীতে থাকার মত
চরিত্র তোমার নয়; তবুও পতিব্রতা মেয়ে,
স্বামীকে ছেড়ে পরলোকে সুখ ভোগ করা
উচিত নয়।

(এই বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন)

শর্বিলক—আঃ, কি বিপদ—

সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। এখানে

আর্য মূর্চ্ছিত হলেন। হায়, হায়,—সব দিক দিয়েই চেষ্টা বিফল হবে দেখছি।

বসন্তসেনা—আশ্বস্ত হোন আর্য, সেখানে যেয়ে আর্যাকে বাঁচান।—তাছাড়া অধীর হলে অনর্থ হতে পারে।

চারুদত্ত—(আশ্বস্ত হয়ে হঠাৎ ওঠে) প্রিয়া, তুমি কোথায় ? আমার কথার উত্তর দাও।

চন্দনক—এদিকে আর্য, এদিকে—।

(এই বলে সবাই হাঁটতে থাকে)

(তারপর যেমন বলা হয়েছে সেই ভাবে ধূতা, আঁচল টানতে টানতে রোহসেন আর তাদের পিছনে পিছনে রদনিকার প্রবেশ)

ধূতা—(চোখের জলের সাথে) বাছা, আমাকে ছেড়ে দে, বাধা দিসনা, আর্যপুত্রের অমঙ্গল শুনতে হবে বলে ভয় করছে। (এই বলে ওঠে, আঁচল টেনে আগুনের দিকে চলতে থাকে)

রোহসেন—মা, আর্যা আমার জন্যে দাঁড়াও। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। (এই বলে তাড়াতাড়ি কাছে যেয়ে আবার আঁচল ধরে)

বিদূষক—আপনি ব্রাহ্মণী, ঋষিরা বলেন, স্বামীকে ছাড়া আলাদা ভাবে চিতায় ওঠা আপনার পাপ।

ধূতা—পাপ কাজ বরং ভাল কিন্তু আর্যপুত্রের অমঙ্গল শোনা নয়।

শর্বিলক—(সামনে দেখে) আর্যা আগুনের কাছে। তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন।

চারুদত্ত—(তাড়াতাড়ি চলতে থাকে)

ধূতা—রদনিকা, আমি যতক্ষণ ইচ্ছে মত কাজ করি, তুই ছেলেটাকে ধর।

দাসী—(করুণভাবে) আমিও আপনাকে ঐ রকম উপদেশ দিতে পারি।

ধূতা—(বিদূষককে দেখে) আর্য একটু ধরুন।

বিদূষক—(আবেগের সাথে) অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে ব্রাহ্মণকে আগে রাখতে হয়। তাহলে আমি আপনার আগে যাই।

ধূতা—আমাকে দুজনেই প্রত্যাখ্যান করল? (শিশুকে জড়িয়ে ধরে) বাছা, আমাদের তিল-জল দেবার জন্যে তুমি নিজেকে স্থির কর। চলে গেলে ইচ্ছে দিয়ে কি হবে? (নিশ্বাস ফেলে) আর্যপুত্র আর তোমাকে সুস্থির করবেন না।

চারুদত্ত—(শুনে, হঠাৎ কাছে গিয়ে) আমিই খোকাকে সুস্থির করছি। (এই বলে শিশুকে হাত দিয়ে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে)

ধূতা—(দেখে) অ্যাঁ, আর্যপুত্রেরই গলা। (আবার ভাল করে দেখে, আনন্দের সাথে) কপালগুণে উনি আর্যপুত্রই। প্রিয়, আমার প্রিয়।

বালক—(দেখে আনন্দের সাথে) বাঃ, বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। (ধূতাকে) আর্যা, ভাল হয়েছে, বাবা আমাকে আদর করছে।

(এই বলে পাল্টা আদর করে)

চারুদত্ত—(ধূতাকে)—

প্রেয়সী; ভালবাসার লোক বেঁচে থাকতে কে
এমন কঠিন কাজ করে? সূর্য অস্ত না যেতেই
কি পদ্ম চোখ বোজে?

ধূতা—আর্যপুত্র, এই জন্যেই তাকে অচেতন বলে।

বিদূষক—(দেখে, আনন্দের সাথে) কি মজা! কি মজা! এই চোখ দিয়েই প্রিয়বন্ধুকে দেখছি। আঃ, সতীর কি প্রভাব। আগুনে ঝাঁপ দিতে যেতেই প্রিয় মিলন হল। (চারুদত্তকে) জয় হোক, জয় হোক, প্রিয়বন্ধু।

চারুদত্ত—এস মৈত্রেয়। (এই বলে আলিঙ্গন করে)

দাসী—আঃ, বিধাতার দান। আর্য প্রণাম।

(এই বলে চারুদত্তের পায়ে পড়ে)

চারুদত্ত—(পিঠে হাত দিয়ে) রদনিকা, ওঠ। (এই বলে ওঠায়)

ধূতা—(বসন্তসেনাকে দেখে) কাপালগুণে বোনের মঙ্গল ত?

বসন্তসেনা—এখন আমার মঙ্গল হল। (এই বলে দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে)

শর্বিলক—আর্য, কপালগুণে বন্ধুরা বেঁচে আছেন।

চারুদত্ত—তোমাদের অনুগ্রহে।

শর্বিলক—আর্যা বসন্তসেনা, রাজা খুশী হয়ে আপনাকে বধূ উপাধি দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন।

বসন্তসেনা—আর্য, আমি কৃতার্থ হলাম।

শর্বিলক—(বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠন দিয়ে, চারুদত্তকে) আর্য, এই ভিক্ষুর কি করব ?

চারুদত্ত—ভিক্ষু তোমার কি ইচ্ছে ?

ভিক্ষু—আর্য, এই রকম অনিত্যতা দেখে সন্ন্যাসে আমার আকর্ষণ দ্বিগুণ হয়েছে।

চারুদত্ত—বন্ধু, ওর দৃঢ় ইচ্ছা। তাহলে ওকে পৃথিবীর সব বিহারের প্রধান করে দেয়া হোক।

শর্বিলক—আর্য যা বলেন।

ভিক্ষু—বেশ, বেশ।

বসন্তসেনা—আমি এখন বাঁচলাম।

শর্বিলক—স্থাবরকের কি করা হবে ?

চারুদত্ত—সৎ কাজ করেছে—দাসত্ব থেকে মুক্ত হোক। সেই চণ্ডালরা সব চণ্ডালের প্রধান হোক। চন্দনক প্রধান সেনাপতি হোক। সেই রাজার শালার আগে যা কাজ ছিল এখনও সেই রকমই থাক।

শর্বিলক—এসব আর্য ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। বধ করব।

চারুদত্ত—শরণাগতের ভয় নেই।—

অপরাধ করে শত্রু পায়ে পড়ে শরণ নিলে তাকে
অস্ত্র দিয়ে বধ করা উচিত নয়।

শর্বিলক—তা হলে বলুন আপনার আর কি প্রিয় কাজ করব।

চারুদত্ত—এর পরও প্রিয় কাজ আছে ?—

আমার চরিত্র নির্মল হয়েছে। এই শত্রু পায়ে

পড়ে মুক্তি পেয়েছে। শত্রুর মূল উৎখাত করে প্রিয়বন্ধু আর্যক রাজা হয়ে পৃথিবী শাসন করছেন, এই প্রিয়াকে আবার পেয়েছি, প্রিয়বন্ধু তুমি আমার বন্ধুর সাথে মিলেছ, এ সবের চাইতেও অতিরিক্ত কি আর পাওয়ার আছে, যা তোমার কাছে চাইব ?—

কুয়ো থেকে জল তোলার যন্ত্রের ঘটির মত এই বিধাতা "পৃথিবীতে একজন আর একজনের প্রতিপক্ষ" এই বুঝিয়ে কাউকে অবজ্ঞার পাত্র করছেন, কাউকে পূর্ণ করছেন, কাউকে উন্নত করছেন, কাউকে অবনত করছেন, আবার কাউকে অত্যন্ত ব্যাকুল করছেন। ভগবান এইভাবে খেলা করেন।

তবুও এই হোক—

ভরত বাক্য—

গাভীরা দুগ্ধবতী হোক, পৃথিবী সব ফসলে ভরে উঠুক, সময়ে বৃষ্টি হোক, সবলোকের মনে আনন্দ দিয়ে বাতাস বয়ে যাক। প্রাণীরা সব সময় নিজের মত আনন্দে থাকুক, ব্রাহ্মণরা সাধু হোন, রাজারা শত্রু দমন করে ধর্মে নিষ্ঠা রেখে, লক্ষ্মীমন্ত হয়ে পৃথিবী পালন করুন।

(এই বলে সবাই বেরিয়ে যায়)

(সংহার নামে দশম অঙ্ক শেষ)

পরিশিষ্ট

শ্লোকউদ্ধৃতি—

পর্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধদ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষসংবীতজানো
রন্তঃপ্রাণাবরোধব্যুপরতসকলজ্ঞানরুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ।
আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা
শম্ভোর্বঃ পাতু শূন্যেক্ষণঘটিতলয়ব্রহ্মলগ্নঃসমাধিঃ ॥

—স্রগ্ধরা ছন্দ ।

অনুবাদ, ১৭ পৃঃ, ৩—৯ পঙ্‌ক্তি ।

নিবাসশ্চিন্তায়াঃ পরপরিভবো বৈরমপরম্
জুগুপ্সামিত্রাণাং স্বজনজনবিদ্বেষকরণম্ ।
বনং গন্তুং বুদ্ধির্ভবতি চ কলত্রাৎ পরিভবো ।
হৃদিস্থঃ শোকাগ্নির্নচ দহতি সন্তাপয়তি চ ॥

—শিখরিণী ছন্দ ।

অনুবাদ, ২৩ পৃঃ, ১৭—২১ পঙ্‌ক্তি ।

কিং যাসি বালকদলীব বিকম্পমানা
রক্তাংশুকং পবনলোলদশং বহন্তী ।
রক্তোৎপলপ্রকরকুট্মলমুৎসৃজন্তী
টঙ্কৈর্মনঃশিলগুহেব বিদার্যমাণা ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ ।

অনুবাদ, ২৫ পৃঃ, ২—৫ পঙ্‌ক্তি

বাপ্যাং স্নাতি বিচক্ষণো দ্বিজবরোমূর্খোঽপি বর্ণাধমঃ,
ফুল্লাং নাম্যতি বায়সোঽপি হি লতাং যা নামিতা বর্হিণা ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশস্তরন্তি চ যয়া নাবা তথৈবেতরে,
ত্বং বাপীব লতেব নৌরিব জনং বেশ্যাসি সর্বং ভজ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ ॥

অনুবাদ, ২৮ পৃঃ, ৬—১০ পঙ্‌ক্তি ।

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্ম্মমার্গম্
এতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রযোগান্।
উদ্‌ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে
দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ।

—বসন্ততিলক ছন্দ।

৬২ পৃঃ, ৯—১৩ পঙ্‌ক্তি

পরগৃহললিতাঃ পরান্নপুষ্টাঃ
পরপুরুষৈর্জ্জনিতাঃ পরাঙ্গনাসু।
পরধননিরতা গুণেষ্ববাচ্যা
গজকলভা ইব বন্ধুলা ললামঃ॥

—পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ।

অনুবাদ—৮৪ পৃঃ, ১৯—২২ পঙ্‌ক্তি।

জধা জধা বশ্‌শদি অব্‌ভখণ্ডে
তধা তধা তিম্মদি-পুট্টিচম্মে!
জধা জধা লগ্‌গদি শীদবাদে
তধা তধা বেবদি মে হলক্কে·

—উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ

অনুবাদ, ৯৩ পৃঃ, ১৩—১৫ পঙ্‌ক্তি।

এতৈরার্দ্র-তমালপত্র-মলীনৈরাপীতসূর্য্যং নভঃ
বল্মীকাঃ শরতাড়িতা ইব গজাঃ সীদন্তি ধারাহতাঃ।
বিদ্যুৎকাঞ্চনদীপিকেব রচিতা প্রাসাদসঞ্চারিণী
জ্যোৎস্নাদুর্ব্বলভর্ত্তৃকেব বনিতা প্রোৎসার্য মেঘৈর্হৃতা॥

—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অনুবাদ, ৯৮ পৃঃ, ১৪—২০ পঙ্‌ক্তি।

নিষ্পন্দীকৃত-পদ্মষণ্ড-নয়নং নষ্টংক্ষপা-বাসরং
বিদ্যুদ্ভিঃক্ষণ-নষ্ট-দৃষ্ট-তিমিরং প্রচ্ছাদিতাশামুখম্।

নিশ্চেষ্টং স্বপিতীব সম্প্রতি পয়োধারা গৃহান্তর্গতং
স্ফীতাম্ভোধরধাম নৈকজলদ চ্ছত্রাপিধানং জগৎ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অনুবাদ, ৯৯ পৃঃ, ১৪—২০ পঙ্‌ক্তি

ঐরাবতোরসি চলেব সুবর্ণরজ্জুঃ
শৈলস্য মূর্দ্ধ্নিনিহিতেব সিতা পতাকা।
আখণ্ডলস্য ভবনোদরদীপিকেয়ম্
আখ্যাতি তে প্রিয়তমস্য হি সন্নিবেশম্ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ১০১ পৃঃ, ২—৫ পঙ্‌ক্তি।

এষা ফুল্ল-কদম্বনীপসুরভী কালে ঘনোদ্ভাসিতে
কান্তস্যালয়মাগতা সমদনা হৃষ্টা জলার্দ্রালকা।
বিদ্যুদ্বারিদগর্জিতৈঃ সচকিতা ত্বদর্শনাকাঙ্ক্ষিণী
পাদৌ নূপুর লগ্নকর্দমধরৌ প্রক্ষালয়ন্তী স্থিতা

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অনুবাদ, ১০১ পৃঃ, ১৪—২০ পঙ্‌ক্তি।

এতৈঃ পিষ্ট-তমাল-বর্ণকনিভৈরালিপ্তমম্ভোধরৈঃ
সংসক্তৈরুপবীজিতং সুরভিভিঃ শীতৈঃ প্রদোষানিলৈঃ।
এষা হ্যম্ভোদসমাগমপ্রণয়িনী স্বচ্ছন্দমভ্যাগতা
রক্তা কান্তমিবাম্বরং প্রিয়তমা বিদ্যুৎ সমালিঙ্গতি ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৬ পৃঃ, ৪—৮ পঙ্‌ক্তি।

তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং
শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্।
সঙ্গীতবীণা ইব তাড্যমানা
স্তালানুসারেণ পতন্তি ধারা ॥

—উপজাতি ছন্দ।

অনুবাদ, ১০৭ পৃঃ ৫—৭ পঙ্‌ক্তি।

চিন্তাসক্ত-নিমগ্ন-মন্ত্রি-সলিলং দূতোর্ম্মিশঙ্খাকুলম্
পর্যন্তস্থিতচারনক্রমকরং নাগাশ্বহিংস্রাশ্রয়ম্।
নানাবাশককঙ্ক-পক্ষিরুচিরং কায়স্থ সর্পাস্পদম্
নীতিক্ষুণ্ণতটঞ্চ রাজকরণং হিংস্রৈঃ সমুদ্রায়তে ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অনুবাদ, ১৫৬ পৃঃ, ১২—২১ পঙ্‌ক্তি।

অংসেন বিভ্রৎ করবীর মালাং
স্কন্ধেন শূলং হৃদয়েন শোকম্।
আঘাতমদ্যাহমনুপ্রয়ামি
শামিত্রমালব্ধ মিবাধ্বরেঽজঃ ॥

—ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ।

অনুবাদ, ১৭৩ পৃঃ, ১৮—২০ পঙ্‌ক্তি।

ক্ষীরিণ্যঃ সন্তু গাবো ভবতু বসুমতী সর্বসম্পন্নশস্যা
পর্যন্যঃ কালবর্ষী সকলজনমনো নন্দিনো বান্তু বাতাঃ
মোদন্তাং জন্মভাজঃ সততমভিমতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তুসন্তঃ
শ্রীমন্তঃ পান্তু পৃথ্বীং প্রশমিতরিপবো ধর্মনিষ্ঠাশ্চ ভূপাঃ ॥

—স্রগ্ধরা ছন্দ।

অনুবাদ, ১৯৪ পৃঃ, ১৬—২১ পঙ্‌ক্তি।

টীকা

প্রস্তাবনা—নটী, বিদূষক কিংবা পারিপার্শ্বিক এদের কারো সাথে যেখানে সূত্রধার সংলাপ করেন, নিজেদের ভিতরে উদ্ভূত বিচিত্র কথা, কাজ আর কথাংশের প্রস্তুতি দিয়ে নাটকীয় ঘটনার সুরু পর্যন্ত জানিয়ে দেন তাকে আমুখ কিংবা প্রস্তাবনা বলে।

প্রস্তাবনা—১৭ পৃঃ, ২ পঙ্‌ক্তি।

নান্দী—রাজা, দেবতা, ব্রাহ্মণ এদের যেখানে আশীর্বাদের সাথে স্তুতি করা হয় তাকে নান্দী বলে।

নান্দী—১৭ পৃঃ, ৯ পঙ্‌ক্তি

সূত্রধার—রঙ্গমঞ্চে ঢুকে যে প্রথম নাটকীয় কথার সূত্র সুরু করে তাকে সূত্রধার বলে।

সূত্রধার—১৭ পৃঃ, ১৪ পঙ্‌ক্তি

সূত্রধার নান্দী পড়েন—(ভরতের নাট্যশাস্ত্র পঞ্চম অধ্যায়)

আর্য-আর্যা—নটী আর সূত্রধার পরস্পর পরস্পরকে আর্য আর আর্যা বলবে।

আর্য—১৯ পৃঃ, ১০ পঙ্‌ক্তি

আর্যা—১৯ পৃঃ, ১[illegible] পঙ্‌ক্তি

নটী—নটেরস্ত্রী।

নটী—১৯ পৃঃ, ১১ পঙ্‌ক্তি।

নেপথ্যে—নেপথ্যে যে কথা শোনা যাচ্ছে। নাটকে যা বাইরে থেকে বলা হচ্ছে এই ভাবে শোনা যায় তাকে নেপথ্য উক্তি বলে, আকাশ বচনও বলে।

নেপথ্যে—১৯ পৃঃ, ১০ পঙ্‌ক্তি

জনান্তিকে—ত্রিপতাক কর দিয়ে অন্যদের আড়াল করে একজন আর একজনের সাথে যে কথা বলে তাকে জনান্তিক বলা হয়।

জনান্তিকে—২৯ পৃঃ, ১৯ পঙ্‌ক্তি।

বসন্তসেনা সংস্কৃত—

সংস্কৃত নাট্যোক্তিতে কে কি ভাষায় কথা বলবে সে সম্বন্ধে একটা রীতি ছিল। সেই রীতি অনুসারে বসন্তসেনা প্রাকৃত ভাষাতেই কথা বলেছেন। কিন্তু সেই রকম মেয়েদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কৃত বলারও রীতি ছিল, সাহিত্যদর্পণে আছে যোষিৎ-সখী-বাল বেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা। বৈদগ্ধার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা ॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোক, সখী, বালক, বেশ্যা, দ্যূতকর আর অপ্সরা এরা বৈচিত্র্যের জন্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত বলবেন। মূল বই-এ এখানে বসন্তসেনা সংস্কৃতে বলেছেন।

—৯৭ পৃঃ, ১০ পঙক্তি।